উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৭,৯৮৪.৩৮ (+১০৭৮.৮৭)

নিফটি : ২৩,৬৫৮.৩৫ (+৩০৭.৯৫)


**'মমতার সঙ্গে বিরোধ নেই'**
'অধিনায়ক', 'সর্বাধিনায়িকা' তকমা নিয়ে তুমুল তর্জা তৃণমূলে। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কোনও বিরোধ নেই বলে সাফ জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৭

**অভিযোগে বিদ্ধ সিএসকে**
চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে এবার বল বিকৃতির অভিযোগ। কাঠগড়ায় খোদ হলুদ ব্রিগেডের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও বোলার খলিল আহমেদ। » ১১


আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ৩৫° | ৩৫° | ৩৫° | ৩৫° |
| সর্বনিম্ন | ২০° | ১৮° | ১৯° | ১৯° |


আবার কি প্রেমে স্বস্তিকা? » ৮

১১ চৈত্র ১৪৩১ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 25 March 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 304


# সদ্যোজাতকে ঘরে নিতে ভিড় 'যশোদা'দের

কেউ চায় না কেউ পায় না

**ভাস্কর শর্মা ও শ্রীবাস মণ্ডল**

**ফালাকাটা ও ফুলবাড়ি, ২৪ মার্চ :** জন্মদাত্রী মা দায়িত্ব নিতে চায়নি। প্রসবের পরেই ত্যাগ করেছে পুত্রসন্তানকে। কুড়িয়ে পাওয়া সেই নবজাতক এখন ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালে যেন লাইন লেগে গিয়েছে। অন্তত ২০ জন চাইছেন সেই একরত্তিকে ঘরে নিতে। আদরে ও মমতায় বড় করতে। তবে দত্তক নেওয়ার পদ্ধতি তো এত সরল নয়। সরকারি নিয়ম মেনে এগোতে হবে, বলছে প্রশাসন।

সোমবার সকালে বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব সিঙ্গিজানির ঘটনা। বাড়ির পেছনে থাকা শৌচাগারের সেপটিক ট্যাংকের ঢাকনার ওপর পড়ে ছিল সেই শিশু। স্থানীয়রাই প্রথমে দেখতে পান। লোক জড়ো হয়। নিয়ে আসা হয় ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। পরিচয়হীন এই সদ্যোজাতকে পরিচয় দিতে আগ্রহীদের তালিকায় কে নেই! যে ব্যক্তি উদ্ধার করেছেন, তিনি কোলে নিতে চান। ঘরে নিতে চান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, এলাকার নিঃসন্তান দম্পতি সহ আশপাশের জনা কুড়ি লোকজন। পরিস্থিতি দেখে শেষে খবর দেওয়া হয়েছে পুলিশ এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সদ্যোজাত বর্তমানে সুস্থ আছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ স্থানীয় সুবল বর্মনের বাড়ির উঠোনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন সুবল ও ধরণী বর্মন। হঠাৎ তাঁরা শুনতে পান বাচ্চার গোঙানির আওয়াজ। লক্ষ করেন, বাড়ির পেছন দিক থেকে বাচ্চার কান্নার শব্দ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে ঘরের পেছনে যান। শব্দ শুনে এগিয়ে যান ঘরের একেবারে

পেছনে থাকা শৌচাগারের দিকে। সুবল ও ধরণীর কথায়, কান্নার শব্দ শুনে শৌচাগারের পেছনে যাই। দেখি সেপটিক ট্যাংকের ওপরে শোয়ানো একটি বাচ্চা। তখনও তার নাড়িটা ঝুলছিল। এমন দৃশ্য দেখেই চিৎকার করি। আমাদের চিৎকার শুনেই এলাকার লোকজন ছুটে আসে। পরে বাড়ির লোকজন শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এলাকার বাসিন্দা গঙ্গা বর্মন ও ধরণীর স্ত্রী টুম্পা বর্মন সদ্যোজাতকে নিয়ে সোজা ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চলে আসেন। সেখানেই তার চিকিৎসা শুরু হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এক সদ্যোজাতকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

এরপর দশের পাতায়

চলছে রমজান মাস। বাড়ি ফেরা কবে হবে তা অনিশ্চিত। পথেই তাই নমাজ আদায় ট্রাকচালকের। সোমবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

মনের কথা থেকে মাটির কথা

দলবদলু নেতা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানালা

যদি সিংহাসন

আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

# পুর অনুমতি ছাড়াই নির্মাণ

## ফালাকাটা এখন কংক্রিটের জঙ্গল

**ভাস্কর শর্মা**

**ফালাকাটা, ২৪ মার্চ :** নদী দখল, নালা ভরাট করে নির্মাণের অভিযোগ তো আগেই উঠেছে। ফালাকাটা শহরের রাস্তাঘাটে একটু ঘুরলেই চোখে পড়বে পুরসভার অনুমতি ছাড়াই ফালাকাটায় একের পর এক বহুতল গড়ে উঠছে। সবচেয়ে বড় অভিযোগ, খাসজমি দখল করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বহুতল নির্মাণ করা হচ্ছে। আবার পুরসভার অনুমতি ছাড়াই পুরোনো বিল্ডিং ভাঙাগড়ার কাজও চলছে। বাসিন্দাদের প্রশ্ন, সব জেনেও কেন নিশ্চুপ পুরসভা?

এসব ক্ষেত্রে অভিযোগ যে জমা পড়ছে না, তা কিন্তু নয়। কিন্তু কড়া ব্যবস্থা হচ্ছে না। পুরসভা অভিযোগ পেয়ে নাম কা ওয়াস্তে তদন্ত করেই দায় সারছে, বলছেন শহরবাসী। অনুমতি ছাড়া এইসব নির্মাণ নিয়ে কাউন্সিলারদের মধ্যেও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। পুরসভার এক কাউন্সিলার বলেন, 'আমার ওয়ার্ডেই দু'একটি এমন বিল্ডিং বানানো হচ্ছে যেগুলির জন্য কোনও অনুমতি আমার থেকে বা পুরসভা থেকে নেওয়া হয়নি। চেয়ারম্যানকেও বিষয়টি জানিয়েছি।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'এসবের ফলে পুরসভার রাজস্ব আয় হচ্ছে না। তাছাড়া সেই বিল্ডিংগুলির ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।'

বিষয়টি নিয়ে ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'পুরসভার অনুমতি ছাড়া কেউ বিল্ডিং বানালে তা পুরোপুরি অবৈধ। আমাদের কাছ থেকে প্ল্যান পাশ করাতেই হবে। যদি কেউ অনুমতি ছাড়া বিল্ডিং তৈরি করে থাকেন তাহলে আমরা ব্যবস্থা নেব। বিষয়টি নিয়ে দ্রুত বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হবে।'

শহরের সুভাষপল্লি ব্যাংক রোড, মাদারি রোড, কলেজপাড়ায় এমন বেশ কয়েকটি বিল্ডিং বানানো হচ্ছে, যেগুলির কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি পুরসভার কাছ থেকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কয়েক বছর আগে ফালাকাটা পঞ্চায়েত এলাকা থাকাকালীন বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেটাও করা হয়েছিল জেলা পরিষদ থেকে। ওই পুরোনো প্ল্যানেই এখন পুরসভা এলাকায় নির্মাণকাজ চলছে। কলেজপাড়ায় একেবারে খাসজমিতে পাকা ঘর বানানো হচ্ছে। তার তো কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যা নিয়ে পুরসভায় অভিযোগ পর্যন্ত হয়েছে। পাশাপাশি শহরের অনেক বাসিন্দা নতুন বাড়ি বানাচ্ছেন, কিন্তু পুরসভার কোনও নিয়ম মানছেন না। পুরসভার থেকে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ না করিয়েই ফ্ল্যাটবাড়ি বানানো হচ্ছে।

এই মুহূর্তে শহরজুড়ে নানা ধরনের নির্মাণকাজ হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি হচ্ছে পুরোনো বিল্ডিং ভেঙে নতুন করে গড়ার কাজ। কোনও কোনও বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে তলার (ফ্লোর) সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে কোনও অনুমতি ছাড়াই।

পুরসভার এক আধিকারিক বলেন, 'রাজ্যের মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ১৯৯৩-এর ১৯৭ থেকে ২৪৪ নম্বর পর্যন্ত ধারায় পুর এলাকায় বাসস্থান নির্মাণের গাইডলাইন দেওয়া আছে। সেখানেই স্পষ্ট বলা আছে যে কোনও বিল্ডিং বানাতে গেলে পুরসভা থেকে প্ল্যান পাশ করাতে হবে। পাশাপাশি পুরসভার অনুমতি ছাড়া পুরোনো কোনও বিল্ডিং ভাঙা বা গড়া যাবে না। এছাড়াও এলাকায় কোনও নির্মাণ করতে গেলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলারকে জানাতে হবে। কিন্তু ফালাকাটায় এসব মানা হচ্ছে না। আর তার জন্যই দিনের পর দিন শহরজুড়ে বাড়ছে অবৈধ বহুতল নির্মাণ।'

পাখির চোখে ফালাকাটা শহর।

**অনিয়ম**

- কেউ অনুমতি ছাড়াই বাড়ি ভাঙছে
- কেউ আবার অবৈধভাবে তলের সংখ্যা বাড়াচ্ছে
- পঞ্চায়েত এলাকা থাকাকালীন অনুমতিতে কাজ
- স্থানীয় কাউন্সিলারকেও জানানো হচ্ছে না

# নারকেল বিক্রি নিয়ে বচসায় বাবাকে খুন

**নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়**

**কুমারগ্রাম, ২৪ মার্চ :** গাছের নারকেল বিক্রি নিয়ে বচসায় ছেলের হাতে বাবার প্রাণ গেল। রবিবার রাতে কুমারগ্রাম ব্লকের কুমারগ্রাম চা বাগানের মিশন লাইনে ঘটনাটি ঘটে। পেশায় চা শ্রমিক মোহন লোহার (৫৮) বাগানের ওই লাইনেরই বাসিন্দা ছিলেন। ঘটনার পরই অভিযুক্ত ছেলে গা-ঢাকা দেয়। তদন্তে নেমে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ সোমবার বিকেলে অভিযুক্ত সাগর লোহারকে আটক করে। ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ মৃতদেহ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা মাটি এবং খুন সম্পর্কিত তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মোহন লোহার বাড়তি উপার্জনের জন্য কুড়ুল দিয়ে লকড়ি কাটতেন। রবিবার বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখেন নারকেল গাছে একটিও নারকেল নেই। প্রতিবেশীদের মুখে শোনেন ডাব কেনার জন্য পাইকার শ্রমিক মহল্লায় ঢুকেছিল। এ নিয়ে ছেলে সাগরের সঙ্গে তাঁর কয়েক দফায় বাকবিতণ্ডা হয়। নারকেল বিক্রির টাকা কোথায় সেটা ছেলের কাছে একাধিকবার জানতে চাইলেও উত্তর মেলেনি। রাতে ফের একই প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে বচসা চরমে ওঠে। অভিযোগ, ক্ষিপ্ত ছেলে সেসময় বাবার মাথা লক্ষ্য করে কুড়ুল চালিয়ে দেয়। কুড়ুলের এলোপাতাড়ি আঘাতে মোহন ঘরের বারান্দায় রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে স্ত্রী রুদেন লোহার জখম হন। সাহায্যের জন্য পাড়াপড়শিদের উদ্দেশে চিৎকার করতে থাকেন। খবর পেয়ে পাশের গলি রোজার লাইন থেকে বড় মেয়ে প্রিয়াংকা লোহার ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। প্রতিবেশীরা ভয়ে এগিয়ে না আসায় কয়েকজন মহিলার সহযোগিতায় মা ও মেয়ে মিলে গুরুতর জখম মোহনকে কুমারগ্রাম চা বাগানের হাসপাতালে নিয়ে যান। রাতেই কুমারগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মোহনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ গভীর রাতে বাগানে যায়। সকালে আরেক দফা তদন্ত চালানো হয়। দিনভর তল্লাশি চালিয়ে মিশন লাইনের শেষপ্রান্তে একটি বাড়ি থেকে অভিযুক্ত সাগরকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জেরায় কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে বাবাকে মেরে ফেলার ঘটনা সে স্বীকার করেছে।

প্রিয়াংকা বলেন, 'ভাই একটা সময় মাদকের নেশা করত। তুফানগঞ্জ মানসিক হাসপাতাল সহ বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করানোর পর বাড়িতেই থাকত। বছর দেড়েক হল ঘর ছেড়ে বাইরে যেত না। কারও সঙ্গে মেলামেশাও করত না। খুব একটা কথাবার্তাও বলত না। খাবার খেয়ে ঘরেই শুয়ে থাকত। দিনকে দিন খিটখিটে মেজাজের হয়ে যাচ্ছিল ভাই। প্রায়ই বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করত। এমনকি দু'-একবার বাবা-মায়ের গায়ে হাতও তুলেছিল। বাড়িতে রোজ অশান্তি লেগেই থাকত। তাই বলে বাবাকে প্রাণে মেরে ফেলবে এটা কোনওদিন ভাবিনি।'

এরপর দশের পাতায়

# ঢাকায় টহল সেনার, মোতায়েন ট্যাংকও

অস্থির বাংলাদেশ

**ঢাকা, ২৪ মার্চ :** রবিবার ছিল সেনা সদরে দিনভর বৈঠক। খবর ছড়িয়েছিল, বৈঠকের পর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে পারেন সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। তা হয়নি। তবে সোমবার সেনা অফিসারদের উদ্দেশে ভাষণ দেন তিনি। তাতে 'নতুন পরিস্থিতি'র জন্য বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন তিনি। যদিও নতুন পরিস্থিতি কী, তার কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি বাংলাদেশ সেনার কাছ থেকে।

তবে ঢাকা সহ দেশের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শহরে সেনাবাহিনীর সক্রিয়তা নজরে এসেছে। ঢাকার রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ির টহল দেখা গিয়েছে। বিজয় সরণি, গুলশন, শান্তিনগর, প্রেস ক্লাব, রামপুরা, মীরপুর সহ কয়েক জায়গায় ট্যাংকের গতিবিধিও ছিল। রাজধানী শহরের বাইরের সেনার কয়েকটি ইউনিটকে মোতায়েন করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

**জরুরি অবস্থা জারির সম্ভাবনা খারিজ স্বরাষ্ট্রসচিবের**

বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা জারি হতে পারে বলে রবিবার যে গুজব ছড়িয়েছিল, তা অবশ্য নাকচ করে দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব নাসিমুল গনি। তিনি দাবি করেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। জরুরি অবস্থা নিয়ে তাঁর কথায়, 'এটা গসিপ। এ সম্পর্কে আমার কমেন্টস নেই।' অন্যদিকে, সেনা সম্পর্কে ছাত্র নেতাদের একাংশের বেফাঁস মন্তব্যের সমালোচনা করছে বাংলাদেশের অন্যতম বড় দল বিএনপি।

দলের নেতা তারেক রহমান বলেন, 'দেশে অস্থিরতা রয়েছে। মানুষ চায় দেশে স্থিরতা ফিরুক। কেউ চায় না আগের অবস্থা ফিরে আসুক। সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে যে কোনও মূল্যে সব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে।' তাঁর বক্তব্য, 'কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি সংস্কার এবং নির্বাচনকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে। একইভাবে সেনাবাহিনীকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছে। এর পিছনে নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র আছে।'

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

# সবথেকে সুখ আসলে গভীর ঘুমে, বলছে শাস্ত্র

**আশিস ঘোষ**

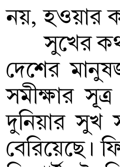

সবচেয়ে বড় সুখ কী? বকরূপী ধর্মকে যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন, সন্তুষ্টি। সবথেকে সুখী কে? যুধিষ্ঠিরের জবাব ছিল, যে নিজের বাড়িতে রান্না করে। যে শুদ্ধ ভোজন করে। যার কোনও ঋণ নেই। জীবিকার জন্য যাকে গৃহের বাইরে বেরোতে হয় না। পার্থিব বস্তুর জন্য যে অতিরিক্ত লোভ করে না। মহাভারতের এই ধর্ম এবং ধর্মপুত্রের প্রশ্নোত্তর সুখের যে পরিচয় দিয়েছিল তা মান্ধাতার বাবার আমলের, এ যুগে অচল। ওই ফর্দ মেলাতে গেলে সুখ আমাদের অধরাই থেকে যাবে। আর সবার কাছে সুখ একইরকম নয়, হওয়ার কথাও নয়।

সুখের কথা উঠল এই দেশ, এই দেশের মানুষজন কতটা সুখী সেই সমীক্ষার সূত্র ধরে। সম্প্রতি গোটা দুনিয়ার সুখ সন্ধানের একটা লিস্ট বেরিয়েছে। ফি বছরই বেরোয়। এই রিপোর্ট তৈরি করেছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েলবিইং রিসার্চ সেন্টার। তাদের সঙ্গে ছিল গ্যালপ নামের একটা জনমত যাচাই সংস্থা। তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৪৭টি দেশের মধ্যে সুখী দেশের তালিকায় ভারত ১১৮ নম্বরে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন, ইজরায়েল, প্যালেস্তাইন, মায় টালমাটাল অর্থনীতির পাকিস্তানও এই লিস্টে ভারতের থেকে উপরে। অবশ্য এই সুখের মাপকাঠিটা ধর্মঠাকুরের ফর্দের থেকে আলাদা। অনেকটাই আলাদা।

সমীক্ষায় জানতে চাওয়া হয়েছে, দেশের সরকার কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত সেটাও।

এরপর দশের পাতায়

# ভুটানি মদের বাজার দখল অরুণাচলের

**সমীর দাস**

**কালচিনি, ২৪ মার্চ :** কথায় বলে, কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ। ভুটান সীমান্তে প্রশাসনের কড়াকড়ি সুযোগ করে দিচ্ছে অরুণাচলপ্রদেশকে। ভুটানি মদের বাজার দখল করছে অরুণাচলের মদ। অসম সীমানা দিয়ে সেই মদ জেলায় ঢুকছে দেদারে।

আবগারি দপ্তরের কড়াকড়িতে প্রথমে খানিকটা চাপে পড়ে গিয়েছিল অবৈধ মদের কারবারিরা। কারবারে 'লোকসান' এড়াতে তাই তাদের নজর পড়ে অরুণাচলপ্রদেশের মদের ওপর। ভুটানি মদ ও অরুণাচলপ্রদেশের মদের কারবারে পাচারকারীদের লাভের মার্জিনও নাকি প্রায় একই রকম।

শনিবার রাতে নিমতি-দোমোহনি থেকে প্রায় পৌনে দু'কোটি টাকার যে মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তা এসেছে অরুণাচলপ্রদেশ থেকেই। আর তারপরেই তদন্তে নেমে এই তথ্য হাতে এসেছে আবগারি দপ্তরের আধিকারিকদের।

যদিও কালচিনি ব্লকের একেবারে পাশে রয়েছে ভুটান সীমান্ত। আর অরুণাচলপ্রদেশের সীমানা এখান থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে। তাই সেখান থেকে মদ পাচারে ভুটানের তুলনায় সময় বেশি লাগছে। তবে কারবারিদের তাতে আপত্তি নেই। এর কারণ হিসেবে উঠে আসছে এই অবৈধ মদের দামের প্রসঙ্গ। ডুয়ার্সের চা বলয়ে কিছুদিন আগে অবধিও ভুটানি মদের একচেটিয়া রমরমা ছিল। এর অন্যতম কারণ হল, সেদেশে তৈরি মদের দাম অনেকটাই কম। চা বাগানের শ্রমিকদের রোজগারও কম। তাই সস্তার মদ কিনতে তাদের আগ্রহ বেশি। আর অরুণাচলপ্রদেশে তৈরি মদের দামও ভুটানি মদের দামের প্রায় সমতুল্য। এরাজ্যের তুলনায় অরুণাচলপ্রদেশের মদের দাম প্রায় অর্ধেক। সেখান থেকে মদ নিয়ে এসে এরাজ্যে বৈধ মদের তুলনায় অনেকটাই কম দামে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে পারছে কারবারিরা। ফলে তাদের

**তদন্ত চলছে**

- ভুটান সীমান্তে কড়াকড়ির জেরে বিকল্প পথের খোঁজ
- অসম সীমানা দিয়ে ঢুকছে অরুণাচলপ্রদেশের মদ
- দুই জায়গার মদের কারবারে লাভের মার্জিন প্রায় এক
- আগে, করোনার সময় ভুটানি মদের বাজার দখল করেছিল অরুণাচলের মদ

লাভের মার্জিন তো ঠিকই থাকছে। আবগারি দপ্তরের কড়াকড়িতে ভুটানি মদের বিকল্প খুঁজছিল মদ পাচারকারীরা। সেই সুযোগ করে দিয়েছে অরুণাচলপ্রদেশ।

কীভাবে এরাজ্যে ঢুকছে অরুণাচলপ্রদেশের মদ? অরুণাচল থেকে অসমে মদ নিয়ে আসায় বিধিনিষেধ নেই। তবে অসম থেকে এরাজ্যে মদ নিয়ে আসায় বিধিনিষেধ রয়েছে। তাই অসম সীমানা পার

এরপর দশের পাতায়

# লুপ্তপ্রায় ২০ প্রজাতির কোষ সংরক্ষণ

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ :** শুরুতেই ২০ প্রজাতির লুপ্তপ্রায় প্রাণীর ৮০টি নমুনা সংরক্ষণ করে নজির গড়ল দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক। এই তালিকায় আইইউসিএনের (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার) লাল তালিকাভুক্ত মেঘলা চিতা, তুষার চিতা, রেড পান্ডা, হিমালয়ান গরাল, হিমালয়ান উলফের মতো প্রাণী রয়েছে। ভারতবর্ষে একমাত্র এই চিড়িয়াখানাতেই প্রাণীর কোষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। মূলত ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ে একের পর এক সাফল্য এবং উপযোগী আবহাওয়ার জন্যে গোটা দেশের মধ্যে দার্জিলিং চিড়িয়াখানাকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল।

বিশ্বের হাতেগোনা কয়েকটি চিড়িয়াখানাতেই এই পরিকাঠামো রয়েছে। তার মধ্যে ভারতের পদ্মজা নাইডুতে এই পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এই জেনেটিক ব্যাংকের কাজ দেখা সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে আর কী কী প্রয়োজন তা দেখতে দার্জিলিং পৌঁছেছেন রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। শনিবার তিনি পাহাড়ে পৌঁছেছেন।

**নজির দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়**

দু'দিন ধরে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা ঘুরেছেন এবং পরিকাঠামোর খোঁজ নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী, দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচি সহ অন্য বনকর্তারা।

বাসবরাজের বক্তব্য, 'আমাদের এখানে নতুন নতুন পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। সেগুলির কাজ কেমন হয়েছে, আর কিছু প্রয়োজন রয়েছে কি না সেগুলি দেখতেই বনমন্ত্রী এসেছেন।' রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরীর কথায়, 'বনমন্ত্রী গৌরিবাসে রেড পান্ডা রিলিজ সেন্টারে গিয়েছিলেন। কীভাবে সেখানে কাজ হয়, কী পদ্ধতিতে রেড পান্ডাগুলিকে জঙ্গলে ছাড়া হয় সেগুলি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন।' বীরবাহা হাঁসদার বক্তব্য, 'সান্দাকফুর দিকে গিয়েছিলাম। ওই জায়গায় এত ঠান্ডার মধ্যে কাজ করা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের সমস্যার কথা শুনেছি।'

লুপ্তপ্রায় রেড পান্ডা, হিমালয়ান গরাল, তুষার চিতার ক্যাপটিভ ব্রিডিং এবং সংরক্ষণে নজির গড়েছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা। তার মধ্যেই জেনেটিক ব্যাংক তৈরি হওয়ায় নতুন পালক জুড়েছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার মুকুটে। জেনেটিক ব্যাংকে ২০টি লুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণীর কোষ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে লুপ্তপ্রায় মেঘলা চিতার কোষ সংরক্ষণ করা হয়েছে। মূলত হিমালয়ের পাদদেশ এলাকায় পাওয়া যায় এই প্রাণী। পশ্চিমবঙ্গে বক্সা জাতীয় উদ্যানে দেখা মেলে মেঘলা চিতার। এর বাইরে সিকিম, অরুণাচলপ্রদেশ, অসম, মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরার একটি অংশে দেখা মেলে। তবে মেঘলা চিতার ছাল দিয়ে পোশাক তৈরি এবং হাড় ঘর সাজানোর কাজে ব্যবহার করার জন্যে বেশি শিকার করা হয়। শিকার করতে করতে পরিস্থিতি এমন,

এরপর দশের পাতায়

# ডুয়ার্স ভ্রমণের হিড়িক

## মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক শেষে খরা কাটল পর্যটনে

**শুভদীপ শর্মা**

**লাটাগুড়ি, ২৪ মার্চ :** অন্যান্য বছর ইংরেজি বর্ষবরণের মরশুমে ডুয়ার্সে পর্যটকদের প্রচণ্ড ভিড় দেখা গিয়েছে। ব্যতিক্রম এবছর। গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ এবং জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পর্যটকের অভাবে ব্যাপক মার খেয়েছে পর্যটন ব্যবসা। গত পুজোর মরশুমেও ডুয়ার্সে ঘোরার তেমন তাগিদ দেখা যায়নি। তবে এই ভরা বসন্তে একরকম অপ্রত্যাশিতভাবেই ব্যাপক ভিড় দেখা যাচ্ছে লাটাগুড়িতে। বছরের এই সময়ে এমন ভিড় আগে কখনও হয়নি বলে জানাচ্ছেন পর্যটন ব্যবসায় জড়িতরাই।

ভিড়ের কারণ, সদ্য শেষ হয়েছে রাজ্যের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। অন্যান্য বোর্ডের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষাও প্রায় শেষ। তাই পরীক্ষা শেষে এই অবসর সময়ে সন্তানদের নিয়ে লাটাগুড়ি সহ ডুয়ার্সের নানা পর্যটনকেন্দ্রে ঘুরতে আসছেন অভিভাবকেরা। স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ খুশি ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায় জড়িতরা। সপ্তাহখানেকের মধ্যে ভিড় আরও বাড়বে বলে দাবি তাঁদের।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের বক্তব্য, 'প্রতিবছরই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে পর্যটকদের আগমন বাড়ে ডুয়ার্সে। তবে এবার পর্যটকের সংখ্যা অনেকটাই বেশি।' সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, নতুন বছরের প্রায় আড়াই মাসের বেশি পেরিয়ে গেলেও এতদিন সেভাবে পর্যটকদের দেখা মিলছিল না ডুয়ার্সে। এমনকি প্রত্যেক বছর দোলের সময় ডুয়ার্সে পর্যটকদের ভিড় থাকলেও এ বছর তেমনটা একেবারেই ছিল না। তবে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে দিনকয়েক হল।

ডুয়ার্সের এক ট্যুর অপারেটর উজ্জ্বল শীল বলেন, 'চলতি সপ্তাহে ডুয়ার্সে ভালো বুকিং রয়েছে। আগামী শনিবার থেকে পর্যটকদের সংখ্যা আরও বাড়বে ডুয়ার্সে।' মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো বুকিং রয়েছে বলে স্থানীয় পর্যটন মহল সূত্রে খবর।

বেশিরভাগ পর্যটকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁদের সন্তানরা এবার মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ায় সকলে ডুয়ার্সের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছেন। রানাঘাট থেকে লাটাগুড়িতে এসেছেন ব্যবসায়ী প্রদীপ দে। বললেন, 'মেয়ে ঈশিতা এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা শেষে কয়েকদিন অবসর সময় কাটাতে এখানে আসা। লাটাগুড়ির পাশাপাশি পাহাড়েও একরাত থাকব আমরা।' দক্ষিণবঙ্গের আরেক বাসিন্দা সুকুমার মিশ্র। তাঁর ছেলে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। ডুয়ার্স সফর সেরে তাঁরা পাড়ি দেবেন পুরীর উদ্দেশে।

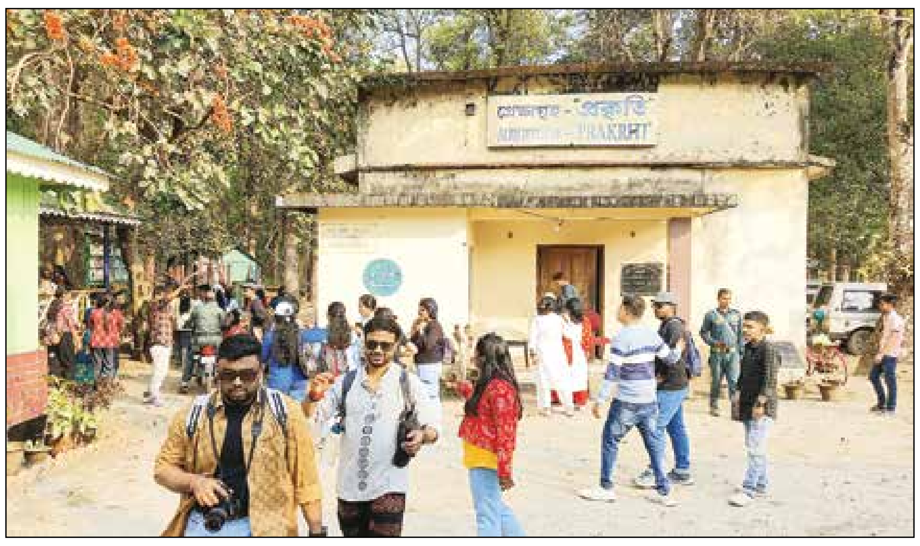


*বহুদিন এমন ভিড় দেখেনি লাটাগুড়ি। সোমবার।*


**পিক-আপ ভ্যান বিক্রি**

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।


## আজ টিভিতে

ত্রিকোণ প্রেমের টানাপোড়েন কি বদলে দেবে দুই বোনের জীবন?
**অনুরাগের ছোঁয়া** ১০০০ পর্ব রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা**

### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৭.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, সন্ধে ৭.৩০ নবাব নন্দিনী, রাত ১০.৩০ খিলাড়ি, ১.০০ আমার সাথী

**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১.৩০ শুধু একবার বলো, বিকেল ৪.২৫ বস্তির মেয়ে, রাত ৮.০০ অন্ধ বিচার, ১১.০৫ ডিজে

**জি বাংলা সিনেমা :** বেলা ১১.৩০ বউরাণী, দুপুর ২.৩০ স্বয়ংসিদ্ধা, বিকেল ৫.০০ পূজা, রাত ১০.০০ মেজবউ, ১২.৪৫ আজকের শর্টকাট

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ বরযাত্রী

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ প্রতিবাদ

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ কন্যাদান

**জি সিনেমা :** দুপুর ১২.২০ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৩.০০ ওএমজি : ও মাঞ্চি ঘোস্ট, ৫.১০ আচার্য, রাত ৮.০০ ব্রুস লি : দ্য ফাইটার, ১০.৪০ কসম হিন্দুস্তান কি

**অ্যান্ড পিকচার্স :** বেলা ১১.০৫ রুস্তম, দুপুর ২.১০ জুদাই, বিকেল ৫.১২ খিলাড়ি, রাত ৮.০০ ওয়েলকাম ব্যাক, ১০.৫০ গুড নিউজ

**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি :** দুপুর ১.২১ গল্লি বয়, বিকেল ৪.০৩ নাম শবানা, সন্ধে ৬.৩৬ শমিতাভ, রাত ৯.০০ রাজি, ১১.২১ ডন-টু

**কন্যাদান** বিকেল ৩.০৫
**আকাশ আট**

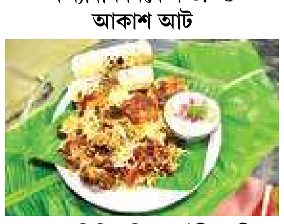

বসন্তের বিরিয়ানি পর্বে **ফিশ টিক্কা বিরিয়ানি** তৈরি শেখাবেন গীতিকা বিশ্বাস। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০
**আকাশ আট**

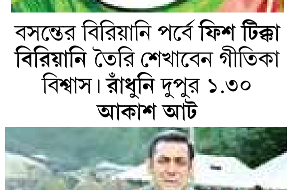

**টিউবলাইট** রাত ৯.০০
**স্টার গোল্ড সিলেক্ট**

**স্টার গোল্ড সিলেক্ট :** দুপুর ১.০০ পাটিয়ালা হাউস, বিকেল ৩.৩০ তুম মিলে, সন্ধে ৬.০০ মিস ভানুমতী, সন্ধে ৭.৫১ মাই সন ইজ গে, রাত ৯.০০ টিউবলাইট, ১১.১৫ মুক্তি ভবন

দুর্গার অ্যাকশনে ধরাশায়ী গুন্ডাবাহিনী। **জগদ্ধাত্রী** সন্ধে ৭.০০ **জি বাংলা**

*হলং বনবাংলোর সংস্কার ও অনলাইনে টিকিট বুকিং চালুর দাবি উঠেছে জলদাপাড়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে। সোমবার।*

# হলং বনবাংলো দ্রুত সংস্কারের দাবি

## হাতি সাফারি নিয়ে অভিযোগ

**নীহাররঞ্জন ঘোষ**

**মাদারিহাট, ২৪ মার্চ :** বছর ঘুরতে চলল। কিন্তু হলং বনবাংলোর সংস্কার নানা জটিলতায় আটকে। কবে বাংলোর কাজ শুরু হবে, তার দিনক্ষণ ঠিক তো দূরের কথা, ব্যয়বরাদ্দের পরিকল্পনা আজও ভোরের আলো দেখেনি। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল জেভি ভাস্করের মন্তব্য, 'আমরা বাজেট সহ গোটা প্রকল্পের নকশা রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে অনেকদিন আগে জমা করেছি। এখনও অনুমোদন আসেনি।' এদিকে, এই বাংলোর সংস্কার এবং কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইডের টিকিট বুকিং অনলাইনে করার জোরালো দাবি উঠেছে।

সোমবার এই দাবি জানিয়ে হলং বনবাংলো যাওয়ার মাদারিহাটের মূল গেটের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন একটি সংগঠনের সদস্যরা। জলদাপাড়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামের এই সংগঠনের তরফে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন টোটোচালক থেকে শুরু করে গাইড, গাড়ি মালিক ও চালক, রিসর্ট মালিক, ট্যুর অপারেটররা। সংগঠনের তরফে সঞ্জয় দাস বলেন, 'হলং বনবাংলো আমাদের গর্বের নিদর্শন। গতবছর ১৮ জুন রাতে এই বনবাংলো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। ৯ মাস অতিক্রান্ত হলেও আজও এক কোদাল মাটিও কাটা হল না। আমরা চাই অবিলম্বে এই বাংলো সংস্কার শুরু হোক।'

সঞ্জয়ের সংযোজন, 'গতবছর ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইডের টিকিট বুকিং করা গিয়েছিল। পরের দিন ২৭ ডিসেম্বর থেকেই অনলাইনে টিকিট বুকিংয়ের নিয়ম বন্ধ হয়ে যায়। যদিও কেন বন্ধ হল তার কারণ নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলেনি বন দপ্তর। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে টিকিটের কালোবাজারি থেকে শুরু করে দালালচক্রের দৌরাত্ম্য। আমাদের ধারণা এই কালোবাজারির পেছনে অফিসের কেউ জড়িত থাকতে পারেন।'

এর কুপ্রভাব তাঁদের পর্যটন ব্যবসার উপর পড়ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। মাদারিহাটে প্রায় ৭০টি বেসরকারি লজ রয়েছে। লক্ষাধিক মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর উপর নির্ভরশীল। তাই দ্রুত অনলাইন টিকিট ব্যবস্থা পুনরায় চালু এবং বাংলো সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এই সংগঠনের আরেক সদস্য বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যর মন্তব্য, 'দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটক জলদাপাড়া ঘুরতে আসেন। বিদেশি পর্যটকদেরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হচ্ছে। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে। দ্রুত অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের নিয়ম চালু না হলে আমরা এই গেটের সামনে অনশনে বসতে বাধ্য হব।'

> চারটি হাতিতে ৪৮ জন ঘোরার সুযোগ পান। কিন্তু বেশিরভাগ সময় দেখা যায় এই চারটি হাতি থেকে একটি হাতিকে ভিভিআইপিদের জন্য রাখা হচ্ছে। অথচ একজন পর্যটক দুপুর থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও শেষমুহূর্তে টিকিট পাচ্ছেন না।
>
> **সঞ্জয় দাস** *পর্যটন ব্যবসায়ী*

সঞ্জয় এলিফ্যান্ট রাইডের অফলাইনে টিকিট দেওয়ার নিয়ম নিয়েও মারাত্মক অভিযোগ জানালেন। তাঁর অভিযোগ, চারটি হাতিতে ৪৮ জন ঘোরার সুযোগ পান। কিন্তু বেশিরভাগ সময় দেখা যায় এই চারটি হাতি থেকে একটি হাতিকে ভিভিআইপিদের জন্য রাখা হচ্ছে। অথচ একজন পর্যটক দুপুর থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও শেষমুহূর্তে টিকিট পাচ্ছেন না। কারণ আগে জানানো হচ্ছে না কতজন সুযোগ পাবেন। তাঁর প্রশ্ন, পর্যটকদের জন্য বরাদ্দ হাতি কেন ভিভিআইপিদের দেওয়া হবে? এই নিয়মে বদল চাইছেন তাঁরা।

এ ব্যাপারে বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

# নদীমন্ত্রীর দাবি রাজ্যে

**তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**

**কোচবিহার, ২৪ মার্চ :** রাজ্যের প্রয়োজনে বিভিন্ন দপ্তরের সৃষ্টি করা হয়েছে নানা সময়ে। তাহলে নদী দপ্তরই বা হবে না কেন? উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জরুরিভিত্তিতে একজন নদীমন্ত্রীর দাবি তুললেন পরিবেশপ্রেমী অরূপ গুহ।

অরূপের বক্তব্য, সাধারণত নদীকে ঘিরেই গড়ে ওঠে একটা সভ্যতা। গোটা পশ্চিমবঙ্গ বাদে, শুধু কোচবিহারেই রয়েছে ১২১টি নদী। কিন্তু সেগুলির বেশিরভাগই মৃতপ্রায়। অথচ মাত্র ৮০-৯০ বছর আগেও নদীগুলির ভরা যৌবন ছিল। আজকাল বর্ষাকাল বাদে অন্যান্য সময় জল শুকিয়ে এমন অবস্থা হয় যে নদীবক্ষে রীতিমতো চাষাবাদ হয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গের নদীগুলির প্রধান সমস্যা হল বালির আধিক্য। ফলে চড়া পড়ে নদীর গভীরতা কমে যায়। বন্যার সৃষ্টি হয়। তার ওপর নানা কারণে নদী গতি পরিবর্তনও করে। তোর্ষার বুকে বিভিন্ন জায়গায় কলা বাগান রয়েছে। এসবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েও নদীর গতিপথ পরিবর্তন অন্যতম কারণ। রয়েছে দূষণ সমস্যাও। বিভিন্ন নদীবক্ষে চাষাবাদের সময় কীটনাশক প্রয়োগের ফলে মাছ আর আগের মতো পাওয়া যাচ্ছে না। হারিয়ে যাচ্ছে খুঠামারা, বুড়ি ধরলা, চারস্রোতা, সুটুঙ্গা, বুড়া রায়ডাক, মরাতোর্ষা, সুতি সহ প্রচুর নদী।

এই অবৈধ চাষ ছাড়াও নদীবক্ষে বহু পিলার বসিয়ে সেতু নির্মাণের সময় নদী ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে দাবি পরিবেশপ্রেমীদের। অরূপের বক্তব্য, যদি সেই যুগে কম পিলার দিয়ে হাওড়া ব্রিজ, সেবক ব্রিজ বানানো যেতে পারে, আধুনিক যুগে কেন বানানো যাবে না? অন্যদিকে, কোচবিহারের বাংলাদেশ সীমান্তে বালাভূতে নদী থাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই, ফলে সীমান্ত অসুরক্ষিত। সবদিক দিয়ে দেখতে গেলে নদীগুলো একেবারেই অভিভাবকহীন বলে মনে করেন অরূপ।

তাঁর সংযোজন, নদীর জন্য সেচ দপ্তর থাকলেও তারা বাঁধের নির্মাণ, মেরামতি ছাড়া আর বিশেষ কিছু করে না। নদী নিয়ে ভারতে শেষ সার্ভে হয়েছিল ১৭৯০ থেকে '৯৩ সালে। নদীর পুরোনো ম্যাপের সঙ্গে বর্তমান গতিপথের বহু অমিল রয়েছে। আগের তুলনায় জলও একেবারেই কমে গিয়েছে। নদীর স্বাস্থ্য দেখার কেউ নেই। ফলে নদীর স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। অরূপ বলেন, 'শিক্ষার জন্য যদি শিক্ষা দপ্তর থাকতে পারে, অপরাধীদের জন্য যদি কারা দপ্তর থাকতে পারে, তাহলে আমাদের লাইফলাইন এই নদীগুলোর জন্য রাজ্যে নদী দপ্তর অবশ্যই থাকা উচিত।'


**TENDER NOTICE**

NIT No: 32/NKT/24-25 dated: 19/03/25 fund: 5th SFC is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 28/03/2025. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and office notice board of the undersigned.

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

**বগি পরিবহন**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-১৯, তারিখ ঃ ২০-০৩-২০২৫। টেন্ডার নংঃ এম-টিএসকে-২০২৫-১৯। কাজের নাম ঃ ০১ (এক) বছর সময়ের জন্য কোচিং ডিপো তিনসুকিয়া, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ডিবিডব্লিউএস ও রেলওয়ে ওয়ার্কশপ এনবিকিউএস-এর মধ্যে বগি পরিবহন। কাজের স্থানঃ তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, নিউ বঙাইগাঁও। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬৬,৯৫,৮৫১.২০/- টাকা। বায়নার মূল্যঃ ১,৩৩,৯০০.০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়ঃ ১১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ ১১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টার পরে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in।

সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ট্র্যাক সার্কিটের ব্যবস্থা করা**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএন্ডটি/এপিডিজে/২৭ তারিখঃ ২০-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ই-টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-২৭-২০২৪-২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে নিউ কোচবিহার ইয়ার্ডে জল জমা হওয়ার জন্যে এমএসডিএসি ব্যবহার করে ট্র্যাক সার্কিটের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৪,০৭,৮৪,৩৭৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৫৩,৯০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



**বিজ্ঞপ্তি**

আমি শ্রী মহানন্দ বর্মন, পিতা স্বর্গীয় শ্রী যোগেশ চন্দ্র বর্মন, গ্রাম - মধুপুর, পো - খুটিমারা, জেলা - কোচবিহার বাসিন্দা হইতেছি।
শ্যামাপ্রসাদ সরণি, গুড়িয়াহাটি মৌজায় 7150 নং দলিল মূলে 2162 দাগ এলআর খতিয়ান নং 8167 এবং 8437 নং দলিল মূলে 2162 দাগ এলআর খতিয়ান নং 571 (রেকর্ডভুক্ত রায়তের নাম শ্রীমতী গায়েত্রী চক্রবর্তী, শ্রীমতী অর্চনা বর্মা এবং শ্রীমতী পারমিতা চক্রবর্তী)-এর নিকট হইতে 8167 এবং 571 নং দাগের উপর 3.2175 শতাংশ পরিমাণ তারিখ 12/08/2024-এ 5326/24 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম শ্রী বিশ্বজিৎ বর্মন)-এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং MN/2025/0801/3934 নং নামপত্তন কেস মূলে কোচবিহার-1 নং বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর - সি অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোচবিহার-1 নং বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর-সি অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

Sahakari Sabhadhipati
Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar

**PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given to the public at large that, my client JATAN DUTTA, S/o Lt R. N. Dutta, W.No - 15, Siliguri, took possession of Shop No. EB-1 from Barun Talukdar, S/o Lt B. Talukdar, W. No. 6, Siliguri, who was the tenant of the said shop and had applied to the school authority to transfer his tenancy in favour of Sri Jatan Dutta in writing already with supporting documents.
Now Sri Jatan Dutta is intending to make Tenancy Agreement with School Authority of Nilnalini Bidya Mandir, Siliguri. If Barun Talukdar [as he is not found] or any of his legal heirs have any objection about the said tenancy agreement should send their claims to the undersigned or to the School Authority with their documentary evidence in support of the said claims thereof within 15 days of publication of this notice, failing which the claims if any shall be deemed to have been waived or abandoned.

Regards
SHEKHAR PATRA
Advocate, Siliguri
Ph : 98324-18880

**E-tender is being invited for supplying of ANSWER SCRIPTS at Jalpaiguri Government Engineering College,**
**Details may be seen :-**
**http://wbtenders.gov.in and www.igec.ac.in**
**from : 24.03.2025 at 12.00 hours.**
**No. JGEC/2025/Answer_Scripts/1**
**Sd/- Principal, JGEC.**

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি**

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মালদা ডিভিসনের জামালপুর (জেএমপি) ও সাহেবগঞ্জ (এসবিজি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনা। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্কিং-২৫-০৪। ক্রমিক নং.১, লট নং.ঃ** পার্কিং-এমএলডিটি-জেএমপি-এফডব্লু-৪৪-২৫-১, **স্টেশনঃ** জামালপুর (জেএমপি)। **ক্রমিক নং.২, লট নং.ঃ** পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিজি-টিডব্লু-৭২-২৫-২, **স্টেশনঃ** সাহেবগঞ্জ (এসবিজি)। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ০৭.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। সম্ভাব্য বিডদাতাদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-256/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


**সোনা ও রুপোর দর**

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৮৭৮৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৮৮৩০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৮৩৯৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৯৭৯৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৯৮০৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর


**ট্র্যাক, পি-ওয়ে, বিল্ডিং, ইয়ার্ড উন্নয়নের কাজ ইত্যাদি**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./১৩ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ১৮-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নংঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ কাটিহার ডিভিশনে- ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা- ১০টি (পি ওয়ে কাজ এবং ফর্মেশন কাজ)। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬,২৪,৬২,৪২৯.০৮/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৪,৬২,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ কাটিহার ডিভিশন - সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহার - এর এখতিয়ারের অধীনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা ১০টি। টেন্ডার মূল্যঃ ১৪,১৪,৫৭,৭৭০.০৭/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৮,৫৭,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহার -এর এখতিয়ারাধীন সুকনা থেকে দার্জিলিং সেকশনের মধ্যে এনজি টিটিআর ১ ইন ৮.৫। (মোট = ৫৩ সেট)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৩,৪৭,২৮৬.১৩/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,২১,৭০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/I/কাটিহার -এর এখতিয়ারাধীন ইবি-২২ -এর সাথে মার্জ করে এলসি ইবি-২১ নির্মূল। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৯৯,০৩,৭১৮.৮০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,৯৯,৫০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ৫, কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ইয়ার্ড উন্নয়ন-কুমেদপুর ইয়ার্ড (ইয়ার্ডের উন্নতির জন্য ক্রস ওভার স্থানান্তর)। টেন্ডার মূল্যঃ ৭৪,৬৭,১৬৬.৪৪/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,৪৯,৪০০/- টাকা;

উপরোক্ত সকল টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণয় চিত্তে মানুষের সেবায়


**কর্মখালি**

দোকানের জন্য লস্যি, ফালুদা, জুস প্রভৃতি বানাতে জানা দক্ষ কর্মচারী চাই শিলিগুড়ি। 7908609530 (M). (C/115274)

**বিক্রয়**

Ready to move premium Flat and Garage cum Godown at Hakimpara for sale. M : 9434048373. (C/115688)

**হারানো/প্রাপ্তি**

I Tanima Paswan residing at Pandapara, Checkpost, Kotwali, Jalpaiguri, 735132, West Bengal lost deed being no. 865/2013, registered at ADSR Jalpaiguri. If any one finds the deed kindly contact : 8967590735. (C/115690)

●

আমি Prerna Lohara, পিতা - Raju Lohara। ঠিকানা চুয়াপাড়া T.G, PO : কালচিনি, জেলা আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট (No WB2001ST201802634) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে ফোন করুন - 9883202335. (C/115514)

**অ্যাফিডেভিট**

I Manoj Das, S/o. Shibu Das of Roy para, Ward No. 16, Dhupguri, Jalpaiguri declared before the Court of Executive Magistrate, Jalpaiguri on 19-11-2024 that Manoj Das and Goutam Das are same and one identical person. (C/115687)

●

আমি মনা স্বর 19/9/2024 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মনা স্বর থেকে তুলসী মোহন্ত হয়েছি। (C/114780)


**Office of the Panchayat Samity**
**Tufanganj-I Panchayat Samity**
**Tufanganj, Cooch Behar**

**NOTICE INVITING TENDER**

E-Tender are invited vide this office Memo No. 961, NIT No-16(EO)/2024-25 Dated : 24-03-2025 & Memo No. 962, NIT NO-17(EO)/2024-25 Dated : 24-03-2025. Last date of Bid submission is 01-04-2025 & 07-04-2025 Intending tenderers may contact this Office for details.

Sd/-
Executive Officer
Tufanganj-I Panchayat Samity

**স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট**

সামগ্রী যোগানের হেতু ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৬৬/০২৪/২৪-২৫ তারিখঃ ২০-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ

টেন্ডার সংখ্যা. এনজে২৪৫৬৩৫বি
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১০-০৪-২০২৫

**সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসআইপি কমিটি অনুসারে উল্লেখিত ডিটেকশন পইন্ট এবং ট্র্যাক খণ্ডের জন্যে প্রত্যেক ট্র্যাক ডিভাইস এবং কার্ড যেমনঃ এক্সেল ডিটেক্টর্স, ট্র্যাক সাইড ইলেক্ট্রনিকস/ডিএসি ফিল্ড ইউনিট, সেন্ট্রাল ইভালুয়েটের সহিত আবশ্যক হওয়া ক্যাবল এবং সমস্ত সরঞ্জাম সহিত (সিস্টেমটির সঙ্গে যোগান দেওয়া এক পূর্ব নির্মিত রেকে সেন্ট্রাল ইভালুয়েটের ইউনিট থাকতে হবে), মাল্টি সেকশন ডিজিটাল এক্সেল কাউন্টারের (এমএসডিএসি) যোগান, পরিবহন, স্থাপন, ওয়্যারিং, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং। আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৭৬/২০১৩ ভিইআর.৩ অথবা অন্তিম এবং ওইএম/নির্মাতার স্পেসিফিকেশন অনুসারে বিভিন্ন ডিটেকশন পইন্ট এবং ট্র্যাক খণ্ডের জন্যে আবশ্যক হওয়া রিসেট ইউনিট, রিলে ইউনিট, ইভেন্ট লগার এবং ডায়াগনস্টিক টার্মিন্যাল আদি (প্রতি ডিপি - টি)। কনসাইনিঃ এসএসই/এসআইজি/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর। **পরিমাণঃ** ১২ টি।
**নোটঃ** টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস** ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা **আইআরইপিএসে** পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



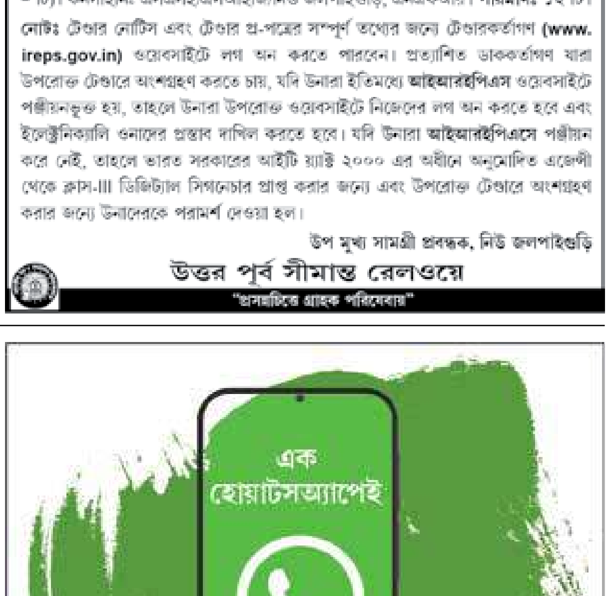


জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
**৯০৬৪৮৪৯০৯৬**
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ


## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

**মেষ :** মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। নতুন কোনও চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। **বৃষ :** সামান্য অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। সাংসারিক ঝামেলা মিটে যেতে পারে। **মিথুন :** পরিবারের কোনও এক সদস্যের সুখবরে আনন্দ। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। **কর্কট :** কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। **সিংহ :** বেহিসেবি খরচে রাশ টানুন। কোনও প্রস্তাব নিয়ে এলে ভেবে গ্রহণ করবেন। **কন্যা :** সামান্য কারণে রেগে গিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। প্রেমে শুভ। **তুলা :** নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। দীর্ঘদিনের ফেলে রাখা কাজ শুরু করতে পারেন। **বৃশ্চিক :** বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। বহুদিন আগের কোনও কাজের সুফল পাবেন। **ধনু :** ভাইয়ের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে সামান্য মতভেদ। প্রেমে শুভ। **মকর :** অফিসে সহকর্মীরা আপনার বিরোধিতা করতে পারে। সব কাজ সম্পূর্ণ করুন। **কুম্ভ :** সামান্যতেই খুশি থাকুন। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। **মীন :** ঈশ্বরে বিশ্বাস আজ গভীর হবে। প্রিয় বন্ধুর সহযোগিতায় কোনও কাজ সম্পূর্ণ হবে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ৪ চৈত্র, ২৫ মার্চ, ২০২৫, ১১ চ'ত, সংবৎ ১১ চৈত্র বদি, ২৪ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪২, অঃ ৫।৪৬। মঙ্গলবার, একাদশী রাত্রি ১১। ৪৭। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ১২।২১। শিবযোগ দিবা ১১।৩৩। ববকরণ দিবা ১২।১১ গতে বালবকরণ রাত্রি ১১।৪৭ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১২।২১ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১১।৪৭ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১১।৪৭ গতে নৈরৃঋতে। বারবেলাদি ৭।১২ গতে ৮।৪৩ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ২।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৫ গতে ৮।৪৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ১১।৪৭ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (পাপমোচনী)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫৪ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# পানীয় জল সংগ্রহে দুই কিমি পথ পাড়ি

সৌরভ দেব

**জলপাইগুড়ি, ২৪ মার্চ :** গরম পড়তেই জলকষ্ট শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিভিন্ন এলাকাতেও। কোথাও কুয়োর জলস্তর নেমে গিয়েছে। কোথাও আবার জল আনতে সকাল-বিকেল ছুটতে হচ্ছে প্রায় দেড়-দু'কিমি। জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ অধিকাংশ এলাকাতেই এখনও শেষ হয়নি। সরকারি ডিপ টিউবওয়েলগুলো দিয়েও ভালোমতো জল পড়ছে না। পেটের রোগ থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়ে জল কিনে খাচ্ছেন গ্রামীণ এলাকার বহু মানুষ।

জলকষ্ট নিয়ে সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় রায় বলেন, 'আমাদের তরফে ব্লকে প্রায় ৩০টি সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প বসিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও কিছু এলাকায় এই পাম্প বসবে। সে বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধানদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে। সেই কাজ শেষ হলে পানীয় জল নিয়ে আর সমস্যা থাকবে না।' জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার সোমনাথ চৌধুরীর বক্তব্য, জেলাজুড়ে ৫১ শতাংশের বেশি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু অনাবৃষ্টির কারণে ডুয়ার্স অঞ্চলে জলের স্তর নেমে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁদের করার কিছু নেই। যেখানে জলস্তর স্বাভাবিক রয়েছে সেখানকার মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

*উত্তর সুকান্তনগরের বাসিন্দারা এভাবেই জল বয়ে আনেন।*

তিস্তার বাঁধ দিয়ে সাইকেলে জলের পাত্র ঝুলিয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপাড়ায় জল নিতে এসেছিলেন সুকুমার মণ্ডল। বললেন, 'খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকান্তনগর থেকে শুরু করে একদম তিস্তার ব্রিজ পর্যন্ত বিবেকানন্দপল্লিতে জলের খুব সমস্যা। আমাদের কুয়োর জলে আয়রন থাকায় পানের অযোগ্য। সকাল-বিকেল প্রায় দু'কিমি সাইকেলে করে জল নিয়ে যেতে হচ্ছে।'

বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাকুয়াপাড়া, বোদাগঞ্জ, সাহেবপাড়া, বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধারবাড়ি, তেলিপাড়া, বড়বাড়ি এলাকাতেও পানীয় জলের সমস্যা বর্তমানে চরমে। সাহেবপাড়ার বাসিন্দা তেজেন রায় বলেন, 'আমাদের এলাকায় কুয়োর জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। বৃষ্টি না হলে কয়েকদিনের মধ্যে কুয়ো শুকিয়ে যাবে। জলস্বপ্নর কাজ খুবই ধীরগতিতে চলছে। এখন একমাত্র ভরসা সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্পের জল। কিন্তু সেই জলে এতটাই আয়রন থাকে যে খাওয়া যায় না।'

একই সমস্যা বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাউলিয়াভিটা, কাঁঠালডাঙ্গি, গেদিপাড়া, চ্যাওড়াপাড়ায়। চাউলিয়াভিটার বাসিন্দা নৃপেন রায় বলেন, 'আমাদের এখানে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই পানীয় জল কিনতে হয়। প্রতি মাসে প্রায় এক হাজার টাকা লেগে যায়। এটা আমাদের বাড়তি খরচ। আমরা চাইছি দ্রুত জলপ্রকল্প কার্যকর হোক।'

## জখম ১০

**নাগরাকাটা, ২৪ মার্চ :** যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে গরুবাথান ব্লকের প্যারেনে সোমবার নিয়ন্ত্রণ হারায় একটি যাত্রীবাহী গাড়ি। শিলিগুড়ি থেকে মালবাজার হয়ে তোদে যাওয়ার পাহাড়ি পথেগাড়িটি কাত হয়ে যায়। এর ফলে আহত হন ১০ জন। মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

# তীব্র জলসংকটে নাগরাকাটা

*সুতোর মতো জলই নাগরাকাটার এক্সচেঞ্জপাড়ার ভরসা বাসিন্দাদের।*

**নাগরাকাটা, ২৪ মার্চ :** তীব্র জলসংকটে ভুগছে নাগরাকাটা। প্রবল সমস্যায় পড়েছেন মহাদেব মোড় লাগোয়া এক্সচেঞ্জপাড়ার বাসিন্দারা। এলাকাটি নাগরাকাটার বাসস্ট্যান্ড হিসাবেও বহুলপরিচিত। গুরুত্বপূর্ণ ওই এলাকায় ৫০-৬০টি পরিবারের বাস। জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) দপ্তরের একমাত্র স্ট্যান্ডপোস্টই এলাকাবাসীর ভরসা। সেখান দিয়ে সরু সুতোর মতো জল পড়ে। ফলে, এক বালতি জল ভরতে দিন চলে যায় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ধৈর্যচ্যুত জনতা মাঝেমধ্যেই একে অন্যের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। কাকতালীয়ভাবে এখানেই রয়েছে আবার নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুরের দোকান। তিনিও জলসংকটের কথা স্বীকার করেন। সঞ্জয়ের কথায়, 'বিষয়টি পিএইচই-র নজরে আনা হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকেরই দাবি, জলসংকট সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হোক।'

এ প্রসঙ্গে বিজেপির নাগরাকাটা ১ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি বরুণ মিত্র বলেন, 'ঘরে ঘরে জলের সংযোগ দেওয়ার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা দেওয়া হয়নি। এদিকে সবেধন নীলমণি যে স্ট্যান্ডপোস্টটি রয়েছে সেটার আধ ইঞ্চি পাইপ দিয়ে যে গতিতে জল পড়ে, আজকের কর্মব্যস্ত যুগে কারও হাতে এত সময় নেই যে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বালতি ভরবেন। অবিলম্বে প্রশাসনের বিষয়টি দেখা দরকার। আমরাও নানা মহলে বিষয়টি জানিয়েছি। কিন্তু এখন অবধি কোনও লাভ হয়নি।'

মনা লোহার নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'জলসংকটের পাশাপাশি এখানে নিকাশিনালার সমস্যাও রয়েছে। পাইপের জল রাস্তা গড়িয়ে আশপাশের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ফলে, ওইসব বাড়ির উঠোনে কর্দমাক্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাই, এই এলাকায় দ্রুত নিকাশিনালা তৈরি করাও দরকার।' মরিয়ম সাঁওতাল নামে আরেক বাসিন্দা জানান, বাধ্য হয়ে দূর থেকে সাইকেলে বা কাঁধে করে পানীয় জল বয়ে নিয়ে আসতে হয়। ঝরিয়ো ওরাওঁ-এর দাবি, জলসংকটে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন বাড়ির মহিলারা। কারণ, জল সংগ্রহের কাজটি তাঁদেরই করতে হয়।

## আটক দুই

**ক্রান্তি, ২৪ মার্চ :** ক্রান্তি ব্লকের গোচিমারি চা বাগানের ঝোঁপের কাছ থেকে রবিবার এক সদ্যোজাতর রক্তমাখা মাথা ও দুই হাত উদ্ধারে চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহাংশগুলি উদ্ধার করে। সোমবার সেগুলি জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। গ্রাম সূত্রে খবর, এক পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারে দেওর-বৌদির সম্পর্কে মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হন। গত ১৮ মার্চ তিনি বাড়িতে মৃত সন্তান প্রসব করেন। গোটা ঘটনা আড়াল করতে সেই দেওর সদ্যোজাতর দেহ ওই ঝোঁপে ফেলে এসেছিল বলে অভিযোগ। সোমবার গ্রামে উত্তেজনা থাকায় ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মহিলা ও তাঁর দেওরকে আটক করে ফাঁড়িতে নিয়ে যায়।

## শিবির

**মালবাজার, ২৪ মার্চ :** সংস্থার পঞ্চম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করল স্নেহ ফাউন্ডেশন। সোমবার মাল ব্লকের রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজা চা বাগানের রূপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানটি হয়। বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করে সংস্থাটি।

## পুড়ল ঘর

**বানারহাট, ২৪ মার্চ :** মুহূর্তের আগুনে চা শ্রমিকের ঘর পুড়ে গেল। সোমবার সকাল ৯টা নাগাদ বানারহাট ব্লকের হলদিবাড়ি চা বাগানের মিশন লাইনে এই ঘটনাটি ঘটে। বাড়ির মালিক অনীতা ওরাওঁ তখন বাড়িতে ছিলেন না। তিনি চা বাগানে কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ করে তাঁর বাড়ির একটি ঘরে আগুন লেগে যায়। প্রতিবেশীরা তা দেখতে পেয়ে জল ঢেলে ওই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।

## ফিরল শকুন

**মালবাজার, ২৪ মার্চ :** পশ্চিম ডামডিমের খেলাধুরায় চেল নদীর ২৫ নম্বর সেকশনে বহুদিন পর শকুনের আনাগোনা শুরু হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ রক্ষাকারী এই পাখিটি বিলুপ্তির পথে।

ডুয়ার্সবাসী চিলের দেখা পেলেও সচরাচর শকুন নজরে পড়ে না। এবার শকুনের আনাগোনায় খুশি পরিবেশপ্রেমী থেকে বন দপ্তর। মালবাজার ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়ার্ড-২ রেঞ্জের তত্ত্বাবধায়ক অঙ্কন নন্দী বলেন, 'এটা অত্যন্ত খুশির খবর। যেভাবেই হোক সমাজ থেকে শকুনের প্রতি ঘৃণা ও কুসংস্কার দূর করা জরুরি।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹ ১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা লালু বারনাওয়াল - কে 20.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40L 42799 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য অনেক আনন্দ নিয়ে এসেছে। ডিয়ার লটারির অনেক কোটিপতি দেখার পর আমিও অন্যান্য বিজয়ীদের মতো খুব স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে একজন কোটিপতি হয়েছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

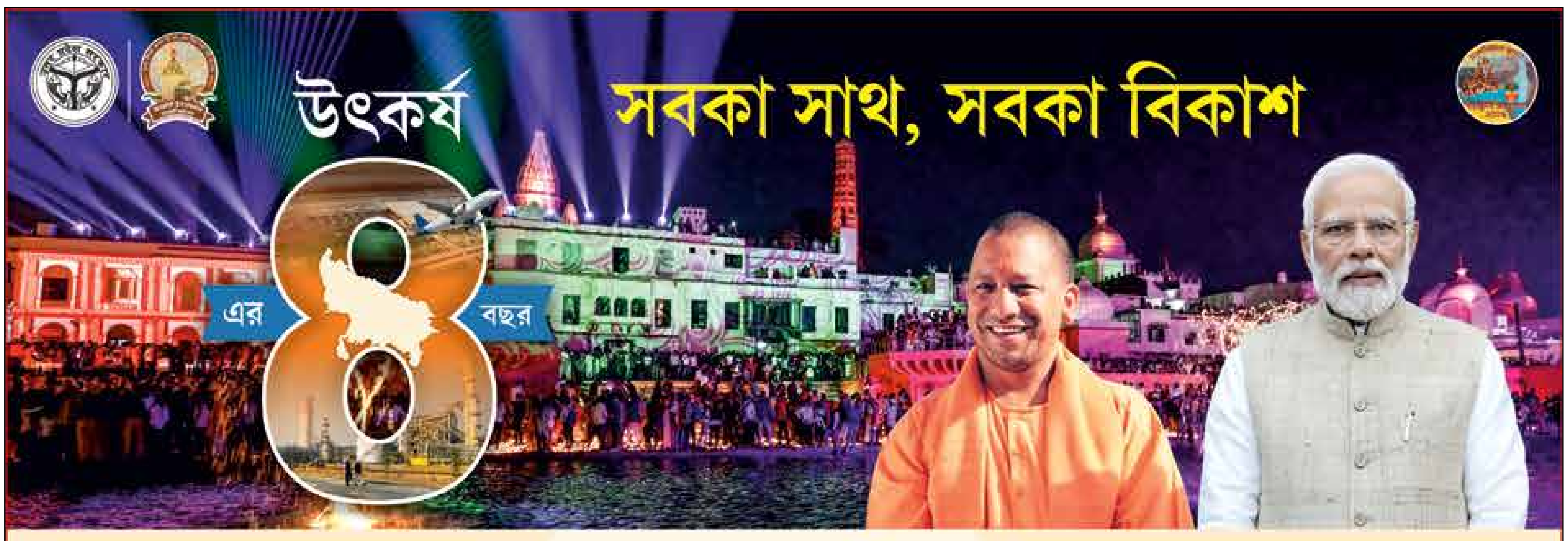


- প্রথমে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করা
- 56 লক্ষ+ পরিবারের জন্য স্থায়ী বাড়ি
- প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি বাস্তবায়নে প্রথম
- 1.86 কোটি উজ্জ্বলা গ্যাস সংযোগ বিতরণ।
- রাস্তার বিক্রেতাদের মধ্যে PM স্বনিধি ঋণ বিতরণে প্রথম
- সর্বোচ্চ 2.75 কোটি টয়লেট নির্মাণ

উত্তর প্রদেশ নং 1

- 15 কোটি নাগরিককে বিনামূল্যে রেশন বিতরণ
- 60 লাখ মাকে প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা সহায়তা
- 1.58 কোটি বাড়িতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ।
- 5 লক্ষ থেকে 9 কোটি লোক পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা
- জন ধন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 9.57 কোটি মানুষের
- 1 কোটি পরিবারকে গৃহস্থালী শংসাপত্র বিতরণ করা হয়েছে

### সুখী কৃষক, উত্তরপ্রদেশের পরিচয়

- প্রথম মন্ত্রীসভার প্রথম সিদ্ধান্ত: 36.359 কোটি টাকার ফসল ঋণ মওকুফ, 94 লক্ষ কৃষক উপকৃত
- যন্ত্রপাতি উৎপাদন: 2016-17 সালে 557.46 লক্ষ মেট্রিক টন থেকে 2023-24 সালে 668.39 লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত। মেট্রিক টন (20% বৃদ্ধি)
- সেচ ক্ষমতা: 2017 সালের মধ্যে 82.58 লক্ষ হেক্টর থেকে 131 লক্ষ হেক্টরে উন্নীত, 976টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে।
- আখের রেকর্ড মূল্য পরিশোধ: 2017 সাল থেকে 2.80 লক্ষ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা গত 22 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। 66 হাজার কোটি টাকা+ পরিশোধিত অর্থের চেয়ে বেশি
- চিনিকল: 3টি নতুন চিনিকল, 6টি চিনিকলের পুনরুজ্জীবন, 38টি চিনিকলের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- শস্য সংগ্রহ: মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ, 43,424 কোটি টাকার গম এবং 88,746 কোটি টাকার ধান মূল্য পরিশোধ করা
- প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনা: 2.86 কোটি কৃষকের কাছে 80,000 কোটি টাকা + স্থানান্তরিত হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী কুসুম যোজনার আওতায় 73,924টি সৌর পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

### শক্তিশালী নারী, সমৃদ্ধ প্রদেশ

- পুলিশে 20 শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য, 1.38 লক্ষেরও বেশি সরকারি চাকরি
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে 10 লক্ষ+ 1 কোটিরও বেশি নারীর কর্মসংস্থান
- নারী কর্মী: 2017 সালে 14.2 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2024 সালে 35.1 শতাংশে উন্নীত হবে।
- প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা: হোলি এবং দীপাবলিতে 1.86 কোটি পরিবারকে বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ, এলপিজি সিলিন্ডার রিফিল
- মুখ্যমন্ত্রী কন্যা সুমঙ্গলা প্রকল্প: 22.11 লক্ষ মেয়ে উপকৃত হয়েছেন।
- দুস্থঃ মহিলা পেনশন প্রকল্প: 33.55 লক্ষ মহিলা উপকৃত হয়েছেন।
- মুখ্যমন্ত্রী গণবিবাহ যোজনা: 4.22 লক্ষ দম্পতির বিবাহ সম্পন্ন, আর্থিক সহায়তার পরিমাণ 51 হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে। লক্ষ
- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সম্মানি বৃদ্ধি, 3.73 লক্ষ মহিলা উপকৃত
- বিসি সখী: 39 হাজার+ লেনদেন হয়েছে 31,626 কোটি, 85.81 কোটি টাকার লভ্যাংশ

### তরুণদের জন্য শক্তিশালী কাজ, কর্মসংস্থান

- মাথাপিছু আয় 2017 সালে 46 হাজার টাকা থেকে বেড়ে 2024 সালে হবে 1 লক্ষ 24 হাজার
- বেকারত্বের হার: 2016 সালে 18 শতাংশ যুবক বেকার, 2024 সালে বেকারত্বের হার 3 শতাংশে নেমে আসবে
- সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া: 8.5 লক্ষেরও বেশি সরকারি চাকরি, 3.75 লক্ষেরও বেশি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ
- MSME এবং বেসরকারি খাতে 2 কোটির বেশি এবং ODOP যোজনা থেকে 2.54 লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান
- মুখ্যমন্ত্রী যুব স্ব-কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় 2.27 লক্ষেরও বেশি যুবক কর্মসংস্থান পেয়েছেন।
- মুখ্যমন্ত্রী যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন অভিযানের আওতায় 10 লক্ষ নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা।

### সকলের সাথে সরকার

- 3,213টি অন্নপূর্ণা ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, 1,630টির কাজ চলছে।
- তপশিলি জাতির (দশম শ্রেণীর) 32,49,854 জন শিক্ষার্থীকে 708.49 কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান।
- 89,31,203 জন তপশিলি জাতি (ম্যাট্রিকুলেশন পরবর্তী) শিক্ষার্থীর জন্য 9,662.25 কোটি টাকার বৃত্তি।
- অনগ্রসর শ্রেণীর (দশম শ্রেণীর) 62,79,519 জন শিক্ষার্থীকে 1,28,627.48 কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান।
- 1,31,05,263 জন অনগ্রসর শ্রেণীর (ম্যাট্রিক-পরবর্তী) শিক্ষার্থীর জন্য 7,62,524.03 কোটি টাকার বৃত্তি।
- সাধারণ বিভাগের (দশম শ্রেণীর) 8,58,750 জন শিক্ষার্থীকে 221.95 কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান।
- সাধারণ বিভাগের (ম্যাট্রিক-পরবর্তী) 48,13,347 জন শিক্ষার্থীকে 5,49,986 কোটি টাকার বৃত্তি।

### স্বাস্থ্যের উপহার

- আয়ুষ্মান ভারত: 9 কোটি মানুষকে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা বীমা।
- 80টি মেডিকেল কলেজ চালু, দ্বিতীয়, 11,300টি এমবিবিএস আসন বৃদ্ধি
- গোরক্ষপুর ও রায়বরেলিতে এমস, লখনউতে অটল বিহারী বাজপেয়ী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
- মহাযোগী গুরু গোরক্ষনাথ আয়ুষ বিশ্ববিদ্যালয়, গোরক্ষপুর
- 2,2681টি আরোগ্য মন্দির পরিচালনা

### উন্নয়নের পথে উত্তরপ্রদেশের রথ

- 6টি এক্সপ্রেসওয়ে চালু আছে, 11টির কাজ চলছে, গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পর দেশের মোট এক্সপ্রেসওয়ের অংশ 55% শতাংশ হবে
- এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য: 2017 থেকে 491 কিমি, 2024 সালের মধ্যে 1,225 কিমি।
- 32 হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের রুটের নতুন নির্মাণ, 25 হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রুটের প্রশস্তকরণ/সৌন্দর্যায়ন
- 2017 সালের মধ্যে মাত্র 04টি বিমানবন্দর, 21 টি বিমানবন্দের মাধ্যমে 05 আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
- দেশের বৃহত্তম জেওয়ার বিমানবন্দর প্রায় প্রস্তুত, উত্তরপ্রদেশ বৃহত্তম বিমান পরিবহণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে
- হলদিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত জলপথ চালু নেই, প্রয়াগরাজ-অযোধ্যা পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ চলছে

### অপরাধের প্রতি শূন্য সহনশীলতা

- 2017 সালের আগে মাফিয়া এবং অপরাধীরা ছিল লাগামহীন, 2017 সালের পরে আইনের শাসন এবং ভয়মুক্ত ব্যবস্থা ছিল।
- এনসিআরবি-র তথ্য অনুসারে, 84.41% ডাকাতির ঘটনা, 77.43% লুটের ঘটনা, 41.01% খুনের ঘটনা, দাঙ্গায় 66.40%, মুক্তিপণের জন্য অপহরণের 54.72%, যৌতুক হত্যার 17.08% এবং ধর্ষণের মামলার সংখ্যা 26.15% হ্রাস
- 79,984 জন অপরাধীর বিরুদ্ধে গ্যাংস্টার আইন, 930 জন অপরাধীর বিরুদ্ধে এনএসএ ব্যবস্থা
- অবৈধ দখলদার মাফিয়াদের কাছ থেকে প্রায় 3000 কোটি মূল্যের সম্পত্তি জব্দ, অবৈধ সম্পত্তি ভেঙে ফেলা এবং গরিবদের নিয়ে আবাস
- এনকাউন্টারে 222 জন ভয়ঙ্কর অপরাধী নিহত, 28,000 এরও বেশি দুষ্কৃতীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে
- 7টি মহানগরীতে পুলিশ কমিশনারেট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, 18টি সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড ইউনিট প্রতিষ্ঠা
- 6টি বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাটালিয়ন, 3টি মহিলা পিএসি ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- সকল জেলায় সদর থানা, 11 লক্ষ+ সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন
- 112 পুলিশ কন্ট্রোল রেসপন্স টাইম 2017 সালের আগে ছিল 25.42 মিনিট, যা 2024 সালে কমে 7.24 মিনিটে দাঁড়িয়েছে।

### প্রতিটি ঘর আলোকিত

- প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলী হর ঘর যোজনা: 1.58 কোটি বাড়িতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ।
- জেলা সদরে 24 ঘন্টা, তহশিল সদরে 22 ঘন্টা, গ্রামীণ এলাকায় 20 ঘন্টা বিদ্যুৎ
- কৃষকদের ব্যক্তিগত নলকূপের মাধ্যমে সেচের জন্য বিদ্যুৎ বিলের উপর 100% ছাড়
- বুন্দেলখণ্ডে গ্রিন এনার্জি করিডোরের অধীনে 4,000 মেগাওয়াট ক্ষমতার প্ল্যান্ট
- 53 সংকুচিত বায়োগ্যাস/জৈব কয়লা/জৈব ডিজেল এবং জৈব ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন

### অন্ত্যোদয়ের মাধ্যমে দরিদ্র কল্যাণ

- প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা: 15 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা: 56 লক্ষেরও বেশি ঘর নির্মাণ।
- প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা: 1,80,000+ রাস্তার বিক্রেতাদের জন্য 3,000 কোটি টাকার ঋণ।
- হর ঘর জল যোজনা: 2.37 কোটিরও বেশি পরিবার কলের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল পায়
- মনরেগা: 200 কোটি কর্মদিবস তৈরি, প্রথমবারের মতো 100 দিনের কর্মসংস্থান প্রদান

### সর্বোত্তম শিক্ষার জন্য শিক্ষা

- 18টি বিভাগীয় সদর দপ্তরে অটল আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণ
- 57টি অ-সেবাপ্রাপ্ত জেলায় সিএম মডেল কম্পোজিট স্কুল নির্মাণ
- আলিগড়, আজমগড়, সাহারানপুর, বলরামপুর, মির্জাপুর এবং মোরাদাবাদে অবস্থিত রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অপারেশন
- প্রয়াগরাজে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ।
- গোরক্ষপুরে সৈনিক স্কুল, বনবিদ্যা কলেজ, এনসিসি প্রশিক্ষণ একাডেমি
- গোরক্ষপুর এবং চান্দৌলিতে ভেটেরিনারি সায়েন্স কলেজ

সুচনা এবং জনসংযোগ বিভাগ, উত্তর প্রদেশ | UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

### ৫৮৬ জায়গায় কর্মসূচি

# রামনবমীর তোড়জোড়

**অভিজিৎ ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ :** 'এবছর বিগত অন্য বছরের তুলনায় আরও বড় আকারে রামনবমী পালন করা হবে।' কয়েকদিন থেকে বারবার এই কথা শোনা যাচ্ছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মুখে। বিজেপি যে এবছর রামনবমী উদযাপনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে চলেছে শুভেন্দুর কথায় স্পষ্ট। ইতিমধ্যে তার আভাস মিলছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মতো বিভিন্ন সংগঠন আলিপুরদুয়ারে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে ৬ এপ্রিল রামনবমী নিয়ে। জেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৫৮৬ জায়গায় রামনবমী পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার শহর সহ বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার পড়তে শুরু করেছে। তৈরি হচ্ছে তোরণও।

আদতে এত জায়গায় রামনবমী উদযাপন হবে কি না সেই প্রশ্ন থাকছে। কেননা জেলায় প্রায় ১৩০০ বুথ রয়েছে। প্রায় অর্ধেক বুথে আদৌ রামনবমী পালন হবে কি না সেই প্রশ্নও থাকছে। যদিও রামনবমী উদযাপন সমিতির আলিপুরদুয়ার কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত দাসের দাবি, 'গত বছরের তুলনায় এবছর দ্বিগুণের বেশি জায়গায় রামনবমী উদযাপন করা হবে। আগে থেকে প্রচার চলছে।'

একদিকে রামনবমী উদযাপন সমিতির ব্যানারে যখন বিভিন্ন সংগঠন প্রস্তুতি করছে তখন প্রচারে না এসেই পিছনে বড় ভূমিকা নিচ্ছে বিজেপিও। বিভিন্ন বিজেপি নেতাকে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রামনবমী পালনের। পুরসভার ক্ষেত্রে ২ থেকে ৩টি ওয়ার্ড মিলে একজন বিজেপি নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন বিজেপি নেতাদের একপ্রকার প্রতিযোগিতা চলছে কার অনুষ্ঠান নজর কাড়তে পারে সেদিকেও।

জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মিঠু দাস বলছেন, 'রামনবমীতে সকলে শামিল হয়। আমরাও শামিল হব। এখানে রাজনীতির কোনও বিষয় নেই। এটা তো দলের কর্মসূচি নয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান।'

বিজেপির নেতারা এনিয়ে কিছু না বলতে চাইলেও জেলা স্তরের এবং মণ্ডল স্তরের নেতারা কিন্তু কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন রামনবমী সফলভাবে পালন নিয়ে। অঞ্চলভিত্তিক একটি করে অনুষ্ঠান হবে। এছাড়াও ছোট ছোট কয়েক জায়গায় পুজো হবে। জেলায় আরএসএসের আটটি প্রখণ্ডে শোভাযাত্রা করার ভাবনা রয়েছে। সব থেকে বড় শোভাযাত্রা হবে আলিপুরদুয়ার শহরে। এছাড়াও ফালাকাটা, বীরপাড়া, কালচিনি, জয়গাঁ, বারবিশা, বাবুরহাট, সাহেবপোঁতা এলাকাতেও বড় শোভাযাত্রা হবে। আলিপুরদুয়ার শহরের শোভাযাত্রা ফায়ার ব্রিগেডের থেকে শুরু হয়ে বিএফ রোড ধরে শোভাগঞ্জে শেষ হবে। শোভাগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের পাশে মন্দিরে পুজো, যজ্ঞ ও প্রসাদ বিলির আয়োজন করা হবে। শহরের এই বড় শোভাযাত্রায় আলিপুরদুয়ার জংশন, ঘাগরা এবং শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছোট শোভাযাত্রা এসে যোগ দেবে। শোভাযাত্রায় বেশ কিছু ট্যাবলোও রাখার ভাবনা রয়েছে রামনবমী উদযাপন সমিতি সূত্রে খবর।

**আয়োজন**

- রামনবমী পালনের উদ্দেশে আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকায় তৈরি হচ্ছে তোরণ
- প্রচারে না এসেই পিছনে বড় ভূমিকা নিচ্ছে বিজেপি
- বিভিন্ন বিজেপি নেতাকে এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে
- জেলায় আরএসএসের আটটি প্রখণ্ডে শোভাযাত্রা করার ভাবনা রয়েছে

## ষষ্ঠ মণ্ডল অফিসে কাজ শুরু

**শামুকতলা, ২৪ মার্চ :** দীর্ঘ অপেক্ষার পর সোমবার শামুকতলায় চালু হল প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক ও হাইস্কুলগুলির ষষ্ঠ মণ্ডলের অফিস। এতে আলিরপুরদুয়ার-২ ব্লকের ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতর ৭১টি স্কুল উপকৃত হবে। লোকনাথপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষিতীশচন্দ্র দেবনাথ বলেন, 'ষষ্ঠ মণ্ডলের জন্য নিজস্ব অফিস চালু হওয়ায় আমরা খুশি।' এতদিন আলিপুরদুয়ার ষষ্ঠ মণ্ডলের শামুকতলা মহাকালগুড়ি কোহিনুর এবং তুরতুরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাশাপাশি আরও অন্য স্কুলগুলিকে যশোডাঙ্গা বিডিও অফিস সংলগ্ন উত্তর মণ্ডলের সার্কেল অফিসে কাজের জন্য যেতে হত। আলিপুরদুয়ার ষষ্ঠ মণ্ডলের স্কুল ইনস্পেকটর সৈয়দ আনোয়ার মোল্লা বললেন, 'ষষ্ঠ মণ্ডলে অফিস চালু হওয়ায় আমরা সহজেই স্কুলগুলিতে মনিটরিং করতে পারব।'

**টুকরো খবর**

### কর্মশালা

**কুমারগ্রাম, ২৪ মার্চ :** শিশু সুরক্ষা বিষয়ে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী জওয়ানদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সোমবার একটি কর্মশালা হল ইন্দো-ভুটান সীমান্তের কালিখোলা এসএসবি শিবিরে। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট (সিনি) কুমারগ্রাম ব্লক শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় শিশু সুরক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সিনির কুমারগ্রাম ব্লক কোঅর্ডিনেটর টুম্পা বণিক জানালেন, চাইল্ড লেবার প্রহিবিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট, পকসো অ্যাক্ট, হিউম্যান ট্রাফিকিং আইন প্রভৃতি নিয়ে জওয়ানদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নজর দিতেই এই কর্মশালা।

### আলোচনা সভা

**আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ :** ট্র্যাক মেইনটেনার্সদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। রেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ করা। সেই কাজেরই নানা সমস্যার কথা শোনা হয় সভায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম সহ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদক সুজিতকুমার মিশ্রা প্রমুখ।

### স্মারকলিপি

**বারবিশা, ২৪ মার্চ :** বেহাল বোল্ডার বাঁধ সংস্কারের দাবিতে সোমবার ডুয়ার্সকন্যায় গিয়ে জেলা শাসককে স্মারকলিপি দিলেন কুমারগ্রাম ব্লকের খোয়ারডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম চ্যাংমারির নদীভাঙন কবলিত এলাকার বাসিন্দারা। স্মারকলিপি জমা দিয়ে এমনটাই জানালেন ওই এলাকার বাসিন্দারা জানালেন তাঁরা আশা করছেন, জেলা শাসকের হস্তক্ষেপে বর্ষার আগেই ভেঙে পড়া বোল্ডার বাঁধ মেরামতিতে উদ্যোগী হবে সেচ দপ্তর।

### দেহ উদ্ধার

**শামুকতলা, ২৪ মার্চ :** রায়ডাক চা বাগানে এলাকার এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল সোমবার সকালে। আন্স টোপ্পো (১৭) নামে ওই ওই কিশোরের বাবা-মা কেউ নেই। বাড়িতে সে একাই থাকত। প্রতিবেশীরা এদিন তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে শামুকতলা থানায় খবর দেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# ধাওয়া করে মদ বাজেয়াপ্ত

**সমীর দাস**

**কালচিনি, ২৪ মার্চ :** গত বৃহস্পতিবারের পর আবারও কালচিনি এলাকায় অভিযান চালিয়ে আবগারি দপ্তর প্রায় ১৮০ লিটার ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করল। রবিবার গভীর রাতে কালচিনির প্রত্যন্ত সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানের রাঙ্গামাটির পানিকূপটোলা এলাকায় আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা একটি ছোট গাড়িকে ধাওয়া করে আটক করেন। গাড়িটি থেকে বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত হওয়ায় চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি গাঙ্গুটিয়া চা বাগানের বাসিন্দা। আবগারি দপ্তরের তরফে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার সন্ধ্যা থেকেই আবগারি দপ্তরের কালচিনি সার্কেলের কর্মী ও আধিকারিকরা বাগানের ওই এলাকায় নজর রেখেছিলেন। এসএসবি ৫৩ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তাঁদের সহযোগিতায় ছিলেন।

রাত ১২টা নাগাদ একটি ছোট গাড়ি ওই এলাকা দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার সময় দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকরা গাড়িটির পিছনে ধাওয়া করেন। এভাবে কিছুটা পথ যাওয়ার পর আবগারি দপ্তরের গাড়িটি ছোট গাড়িটির পথ আটকায়। পালানোর পথ না পেয়ে অভিযুক্ত চালক গাড়ি থামাতে বাধ্য হয়। এরপর ওই গাড়ি থেকে ১০টি কাগজের বাক্সে ৭৮ লিটার ভুটানি বিয়ার এবং ১১টি বাক্সে প্রায় ১০০ লিটার ভুটানি হুইস্কি বাজেয়াপ্ত হয়। চালককে গ্রেপ্তারের সঙ্গে গাড়িটিকেও আটক করা হয়।

আবগারি দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন শেওয়াং বলেন, 'ভুটানি মদের কারবার রুখতে জেলাজুড়ে এই ধরনের অভিযান লাগাতার চলছে। ফলে বেআইনি মদ পাচার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এরকম অভিযান চলতে থাকবে।'

ভুটানের পাশাখা এলাকা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান রয়েছে। মাঝে থাকা বাসরা নদীতে এই মরশুমে জল থাকে না। তাই ভুটান থেকে মদ এনে ছোট গাড়িতে বোঝাই করে বাসরা নদী পার হয়ে সহজেই সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানে পৌঁছানো যায়। ফলে ওই এলাকায় অবৈধ মদ পাচারকারীদের রমরমা বাড়ছে। সেখান থেকে কালচিনির অন্যান্য চা বাগান সহ বাকি এলাকাগুলিতে বেআইনি মদ পাচারের এই চক্র চলছে। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের লোভে স্থানীয় কিছু মানুষও নিজেদের বাড়িতে বেআইনি মদ মজুত ও পাচারের ক্ষেত্রে সাহায্যও করছেন। আবগারি দপ্তর লাগাতার অভিযান চালিয়ে মদ পাচারের সেই নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলতে কড়া পদক্ষেপ করছে। গত ২০ মার্চ কালচিনির বিভিন্ন চা বাগানে একইভাবে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০০ লিটার ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

**ধৃত চালক**

- সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানে ১৮০ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত
- রবিবার সন্ধ্যা থেকেই নজরদারি চালায় আবগারি দপ্তর
- ঘটনায় মদবোঝাই গাড়ির চালক গ্রেপ্তার হয়েছে

ভুটানি মদের কারবার রুখতে জেলাজুড়ে এই ধরনের অভিযান লাগাতার চলছে। ফলে বেআইনি মদ পাচার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এরকম অভিযান চলতে থাকবে।

-উগেন শেওয়াং
*সুপারিন্টেন্ডেন্ট, আবগারি দপ্তর, আলিপুরদুয়ার*

*ভাটপাড়া চা বাগানের চা গাছের ঝোপের আড়ালে চিতাবাঘের শাবক।*

# বাগানে চিতাবাঘের তিন শাবকের দেখা

**সমীর দাস**

**কালচিনি, ২৪ মার্চ :** একটি নয়, দুটি নয় একসঙ্গে তিনটি চিতাবাঘের শাবকের দেখা মিলল কালচিনির ভাটপাড়া চা বাগানে। সোমবার সকালে বাগানের ২৩ আরপি সেকশনে কাজ করতে গিয়ে বাগানের শ্রমিকরা চা গাছের ঝোপের ভেতরে চিতাবাঘের তিনটি শাবককে দেখতে পান। তাঁরা তৎক্ষণাৎ বাগান কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালে কর্তৃপক্ষ বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পানা রেঞ্জে খবর দেয়। খবর পেয়ে পানা রেঞ্জের বনকর্মীরা সেখানে ছুটে যান। যদিও এখনও পর্যন্ত শাবক তিনটিকে উদ্ধার করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়নি। বন দপ্তর জানিয়েছে, চিতাবাঘের শাবকের গায়ে একবার মানুষের ছোঁয়া লাগলে মা চিতাবাঘ সেই শাবকদের আর গ্রহণ করে না। সেজন্য চিতাবাঘের শাবকদের উদ্ধার না করে সেখানেই রেখে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে মা চিতাবাঘ এসে শাবকদের সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে বলে আশা করছেন বনকর্মীরা।

কালচিনির চা বাগানগুলোতে বহুদিন থেকেই চিতাবাঘের দৌরাত্ম্য লেগে রয়েছে। কয়েকদিন আগেও মেচপাড়া, চুয়াপাড়া ও আটিয়াবাড়ি চা বাগানে চিতাবাঘকে খাঁচাবন্দি করা হয়েছিল। এদিন ফের চা বাগানের সেকশনে চিতাবাঘ দেখতে পেয়ে শ্রমিকরা তাই কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যদিও পরবর্তীতে কর্মরত শ্রমিকদের ওই সেকশন থেকে অনেকটাই দূরে কাজের জন্য স্থানান্তরিত করা হয়। বন দপ্তরের পানা রেঞ্জের তরফে জানানো হয়েছে, বনকর্মীরা ওই এলাকায় লাগাতার নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন। আপাতত ওই এলাকায় শ্রমিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বন দপ্তর জানিয়েছে, চিতাবাঘের শাবকগুলোর বয়স প্রায় ২০-২৫ দিন। যেহেতু এর আগেও কয়েকটি চা বাগানে মা চিতাবাঘ নিজের শাবকদের ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে, এক্ষেত্রেও তাই বন দপ্তরের কর্মীরা অপেক্ষা করার পক্ষপাতী।

এখন চিতাবাঘের প্রজনন ঋতু চলছে। এই সময় মা চিতাবাঘ শাবকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে জঙ্গলে প্রসব না করে চা বাগানকেই বেছে নেয়। কারণ প্রসবের পর জঙ্গলে অন্য বন্যপ্রাণী শাবকদের ওপর হামলা চালাতে পারে। সেকারণেই চা বাগানের শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশে মা চিতাবাঘ প্রসব করে অনেকেই নিশ্চিন্তে থাকে। একটু বড় হলে মা চিতাবাঘ আবার শাবকদের নিয়ে জঙ্গলে ফিরে যায়। এছাড়া বেশি শব্দ হলেও মা চিতাবাঘ শাবকদের কাছে ঘেঁষে না। তাই বনকর্মীরা এই এলাকায় যাতে শব্দ না হয় তা সুনিশ্চিত করছেন। এই মরশুমে চা বাগানের নর্দমায় জল থাকে না। তাই অনেক সময় চা বাগানের নর্দমায় প্রসব করে মা চিতাবাঘ। তবে ভাটপাড়া বাগানে মা চিতাবাঘটি চা গাছের ঝোপেই প্রসব করেছে বলে বন দপ্তরের অনুমান। মা চিতাবাঘ শাবকদের পরিত্যাগ করলে তখন অবস্থা বুঝে শাবকদের উদ্ধার করার কথা বিবেচনা করবে বন দপ্তর।

**ঝোপেই প্রসব**

- সোমবার সকালে ভাটপাড়া বাগানে তিনটি চিতাবাঘ শাবকের দেখা মেলে
- চিতাবাঘের শাবকগুলোর বয়স প্রায় ২০-২৫ দিন
- বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রেঞ্জের বনকর্মীরা সেখানে ছুটে যান
- এখনও পর্যন্ত শাবক তিনটিকে উদ্ধার করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়নি
- মা চিতাবাঘটি চা গাছের ঝোপেই প্রসব করেছে বলে বন দপ্তরের অনুমান

**পাঠকের লেন্সে**
8597258697
picforubs@gmail.com

বেলাশেষে।।
*হলদিবাড়ির আঙ্গুলদেখায় ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।*

# আবাস নিয়ে পথে বিশেষভাবে সক্ষমরা

**শালকুমারহাট, ২৪ মার্চ :** আবাস নিয়ে যেন অভাব, অভিযোগের শেষ নেই। এ নিয়ে এবার সোচ্চার হয়েছেন বিশেষভাবে সক্ষমরাও। কারণ বিশেষভাবে সক্ষমদের আবাসের ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তবে সোমবার আবাস নিয়ে বিশেষভাবে সক্ষমদের 'দিদিকে বলো'-তে ফোন করার পরামর্শ দিলেন তৃণমূল পরিচালিত শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায়।

এদিন আবাস সহ নানা দাবিতে মিছিল করে প্রধানের দ্বারস্থ হন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির প্রতিনিধিরা। প্রধানের পরামর্শে এখন সেভাবেই ধাপে ধাপে সবাই দিদিকে বলোতে ফোন করে নালিশ জানাবেন বলে বিশেষভাবে সক্ষমরা জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সম্পাদক অজিত দাস এদিনের কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁর কথায়, 'শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবাস নিয়ে দিদিকে বলো-তে ফোন করার পরামর্শ দেন। সেই মোতাবেক এখন বিশেষভাবে সক্ষমরা ফোন করবেন। তবে আবাস ছাড়াও আমাদের অন্যান্য দাবিও রয়েছে।'

কী কী দাবি? যেমন মানবিক ভাতা প্রতি মাসে এক হাজার টাকার বদলে পাঁচ হাজার টাকা করতে হবে। একশোদিনের কাজ দিতে হবে। অনলাইনে যাতে প্রতিবন্ধী শংসাপত্র গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে দেওয়া হয়, সেই দাবিও উঠেছে। আবার স্বনির্ভর হওয়ার জন্য বিশেষভাবে সক্ষমদের ঋণ দিতে হবে বলেও দাবিতে জানানো হয়। এইসব দাবিতে এদিন শালকুমার-১ ও শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে মিছিল করেন বিশেষভাবে সক্ষমরা। পরে দুই প্রধানের সঙ্গেই দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা।

দিদিকে বলোতে ফোন করে জানালেই কি বিশেষভাবে সক্ষমরা আবাস পাবেন? শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায়ের কথায়, 'আবাসের তালিকা অনেক আগের সমীক্ষা অনুযায়ী হয়েছে। তাই এখন কোনও দরিদ্র মানুষ যাতে আবাস থেকে বঞ্চিত না হন সেটা আমরাও চাই। দিদিকে বলোতে কেউ অভিযোগ জানালে পরবর্তীতে সেই নামের তালিকা আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আসবে। তখন সেই অনুযায়ী সমীক্ষা করে দেখা হবে।' এই প্রক্রিয়ায় আগামীতে বিশেষভাবে সক্ষমরাও আবাসের তালিকাভুক্ত হতে পারবেন, আশ্বাস প্রধানের।

*জয়ন্তীতে পড়ুয়াদের প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের পাঠ। সোমবার।*

### রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগ

# মোবাইল আসক্তি কাটাতে প্রকৃতি পাঠ

**অসীম দত্ত**

**আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ :** মুঠোফোন আসক্তি কাটিয়ে পড়ুয়াদের প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় করানোর লক্ষ্যে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ।

সংস্থার উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের মোট দশটি স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে সোমবার থেকে জয়ন্তীতে শুরু হয়েছে দু'দিনের এই প্রকৃতি বীক্ষণ শিবির। দুই জেলার মোট ৯০ জন পড়ুয়া শিবিরে অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ারের আটটি ও দুটি স্কুল রয়েছে কোচবিহারের। ব্যবস্থাপনায় রয়েছে আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাব। সংযোজনা করছে নেতাজি বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় জাতীয় পতাকা তুলে শিবিরের সূচনা করেন ডঃ কল্যাণ রুদ্র। এরপর স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রী সহ উপস্থিত সবার জাতীয় ও রাজ্য সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে শিবির শুরু হয়। অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার বালিকা বিদ্যালয়, জিৎপুর হাইস্কুল, নেতাজি বিদ্যাপীঠ, পাটকাপাড়া হাইস্কুল, সুকান্ত হাইস্কুল, জটেশ্বর হাইস্কুল, কোচবিহারের খোল্টা হাইস্কুল ও বাণেশ্বর খাপসা হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। প্রতিটি স্কুল থেকে একজন শিক্ষক এবং মেয়েদের স্কুলগুলি থেকে একজন করে শিক্ষিকা শিবিরে অভিভাবক হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) সুব্রত ঘোষ, নেচার ক্লাবের চেয়ারম্যান ও সম্পাদক যথাক্রমে গৌরচন্দ্র পাল ও ত্রিদিবেশ তালুকদার, পরিবেশপ্রেমী রানা বোস, পাপু দত্ত, অভিজিৎ মালাকার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সূচনা করে ডঃ কল্যাণ রুদ্র বলেন, 'মুঠোফোনের দাপটে নতুন প্রজন্ম একপ্রকার ঘরবন্দি। এই প্রজন্মকে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় করাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ রাজ্যজুড়ে এমন উদ্যোগ নিয়েছে। আলিপুরদুয়ার থেকে সেই যাত্রা শুরু হল।' শিবিরে পড়ুয়াদের পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়ের পাশাপাশি শক্তি সংরক্ষণ, জল সংরক্ষণ, প্লাস্টিক বর্জন, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, বর্জ্য হ্রাস, স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌচালয় ব্যবহার প্রসঙ্গেও সচেতন করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানান।

**পরিবেশ পরিচয়**

- সোমবার থেকে জয়ন্তীতে শুরু হয়েছে দু'দিনের এই প্রকৃতি বীক্ষণ শিবির
- মোট দশটি স্কুলের ৯০ জন পড়ুয়া অংশ নিয়েছে এই শিবিরে
- সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় জাতীয় পতাকা তুলে শিবিরের সূচনা হয়

# হাতির করিডরে ছড়ানো মদের বোতল

**অসীম দত্ত**

**আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ :** কাঁটায় ভরা পথে মানুষ চলতে না পারলেও বন্যপ্রাণীদের কাছে তা সমস্যার নয়। কিন্তু কাঁটার জায়গায় যদি মদের বোতল হয়? সেক্ষেত্রে বন্যপ্রাণীরা বিপদে পড়ে বৈকি। বক্সা টাইগার রিজার্ভে হাতির করিডরে পড়ে থাকা প্রচুর খালি মদের বোতলে বন্যজন্তুদের বিপদ ডেকে আনছে। বিশেষ করে ওই বোতলগুলি থেকে হাতির পালের জখম হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। কোথা থেকে বক্সার কোর জঙ্গলে ওই বোতলগুলি এল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পরিবেশপ্রেমীরা তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের পাম্পুবস্তি থেকে পানিঝোরা যাওয়ার পথে জঙ্গলের ধারে খালি মদের বোতলের স্তূপ জমে রয়েছে। পাশাপাশি জঙ্গলের মধ্যেও গড়াগড়ি খাচ্ছে অনেক কাচের বোতল। ওই সম্পূর্ণ এলাকাটাই হাতির করিডর হিসেবে চিহ্নিত। তারপরেও ওই এলাকায় মদের বোতল ফেলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় বুনোরা ঘুরে বেড়ায়। সেক্ষেত্রে এই মদের বোতল যথেষ্ট বিপদ ডেকে আনছে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেনের বক্তব্য, 'আমি বিষয়টি দেখছি। বনকর্মীদের পাঠিয়ে সমস্ত বোতল সরিয়ে ফেলা হবে। পাশাপাশি এমন বোতল ফেলে রাখা আটকাতে ওই এলাকায় সচেতনতা শিবিরও করা হবে। যাদের হাতির করিডরে কাচের বোতল ফেলতে দেখা যাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পাম্পুবস্তি এলাকায় ছোটবড় মিলিয়ে ১০টির মতো হোমস্টে রয়েছে। ওই হোমস্টেগুলি থেকেই খালি মদের বোতল ফেলা হয়েছে এমন গুঞ্জনও উঠেছে। যদিও সেই গুঞ্জনে কান দিতে নারাজ পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি পার্থসারথি রায় বলেন, 'কারা নামীদামি মদের খালি বোতল ফেলল তা যথেষ্ট সন্দেহের। হোমস্টেগুলি এখন একপ্রকার বন্ধই রয়েছে। পাশাপাশি এত দামি মদ বস্তির মানুষ সাধারণত পান করেন না। তাই আমাদের ধারণা বোতলগুলি বাইরে থেকে এনে ফেলা হয়েছে। এর পেছনে অন্য কোনও চক্রান্ত থাকতে পারে।'

আগেও একাধিকবার বক্সার জঙ্গলে, নদীর ধারে ভাঙা মদের বোতল থেকে বুনোরা জখম হয়েছে। তার পরেই বন দপ্তরের তরফে বক্সার পিকনিক স্পটগুলিকে বন্ধ করা হয়। ফের চলতি বছর থেকে ফের পিকনিক স্পটগুলো চালু করা হয়। তবে, জঙ্গল এলাকায় বিভিন্ন নদীর ধারে পিকনিকের মরশুমে মদের বোতল ফেলা রুখতে কড়া নজরদারি চালিয়েছে বন দপ্তর। তারপরেও এমন মদের বোতল ছড়িয়ে থাকা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে।

হস্তীবিশারদ তথা পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক পার্বতী বড়ুয়ার কথায়, 'আমাদের শিশুরা যেখানে চলাফেরা, খেলাধুলো করে আমরা কি সেখানে কাচের বোতল ফেলি? নিশ্চয়ই না। তবে হাতির চলাচলের পথে কেন মদের বোতল ফেলব? এতে ওরা জখম হয়। অনেক সময় মদের বোতলের কারণে হাতির পা জখম হয়ে ক্ষত মারাত্মক আকার নেয়। এতে বুনোদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।'

আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার এই বিষয়টিকে গভীর উদ্বেগের বলে মনে করছেন। অবিলম্বে প্রশাসন ও বন দপ্তর এই ঘটনার তদন্ত করুক চাইছেন তিনি। বক্সার জঙ্গলে হাতির করিডরে মদের বোতল ফেলা নিয়ে পার্বতী আরও বললেন, 'বন দপ্তরের মুষ্টিমেয় কর্মচারী দিয়ে এই অমানবিক কাজ বন্ধ করা সম্ভব নয়। সমস্ত নাগরিককে বন্যপ্রাণী রক্ষায় ভূমিকা নিতে হবে। পুলিশ ও প্রশাসনের উচিত আরও নজরদারি বাড়ানো।'

*রাজাভাতখাওয়ার পাম্পুবস্তি এলাকায় পড়ে রয়েছে খালি মদের বোতল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

> আমাদের শিশুরা যেখানে চলাফেরা, খেলাধুলো করে আমরা কি সেখানে কাচের বোতল ফেলি? নিশ্চয়ই না। তবে হাতির চলাচলের পথে কেন মদের বোতল ফেলব? এতে ওরা জখম হয়।
>
> - পার্বতী বড়ুয়া, *হস্তীবিশারদ*

### মমতার সম্মান

শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উৎসবে বিশেষ সম্মান দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান থাকাকালীন এই পুরস্কার চালু হয়েছিল।

### সৌমিত্রর দাবি

বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বানিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। ই-মেল করে নয়াদিল্লি ও বাঁকুড়া সাইবার থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন সাংসদ।

### কোহলির স্মৃতি

জামিন পেয়েও বিরাটের পা ছোঁয়ার মুহূর্ত ভুলতে পারছেন না বর্ধমানের ঋতুপর্ণ পাখিরা। কাছে যাওয়ার পর সেদিন তাঁকে কোহলি সেখান থেকে চলে যেতে বলেছেন বলেও জানালেন।

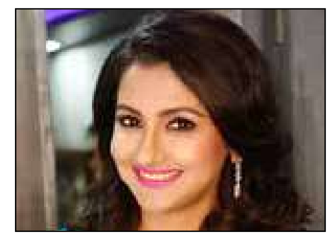

### হেলথ টিপস

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দিতে গিয়ে রোগা হওয়ার টিপস দিলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শরবত, ফল ও দই খাওয়ার নিদান অভিনেত্রীর।

## রবীন্দ্রভারতীতে স্থায়ী উপাচার্য চেয়ে বিক্ষোভ

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** স্থায়ী উপাচার্যের দাবিতে এবার বিক্ষোভে উত্তাল হল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। সোমবার রবীন্দ্রভারতীর জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা অস্থায়ী উপাচার্যকে ঢুকতে বাধা দেন। বিক্ষোভের জেরে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন তিনি।

রাজ্যের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নেই, তার অন্যতম রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৩ সাল থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও স্থায়ী উপাচার্য নেই। পরিবর্তে কাজ চালাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, প্রাক্তন বিচারপতি শুভকমল মুখোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। উপাচার্যের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারও অস্থায়ী। এদিন তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল ছাত্রপরিষদ। তাদের সঙ্গে যোগ দেন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্যরা ও ওয়েবকুপার সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, অবৈধভাবে ইসি মিটিং করেছেন অস্থায়ী উপাচার্য। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও অনুমতি নেননি তিনি ও অস্থায়ী রেজিস্ট্রার। এর প্রতিবাদেই মুখর হন পড়ুয়ারা। শুভকমলবাবু ক্যাম্পাসে যখন ঢুকতে যান, তখন তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ফলে তিনি ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যান। এর আগে রবীন্দ্রভারতীর বিটি রোড ক্যাম্পাসেও তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। যার জেরে তিনি ওই ক্যাম্পাস ছেড়ে জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে বসছিলেন। কিন্তু এখানেও তাঁকে এদিন ঢুকতে দেওয়া হল না। বিক্ষুব্ধদের দাবি, অবিলম্বে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে।

*রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে পড়ুয়ারা। সোমবার। -সংবাদচিত্র*

## বিধায়কদের হাজিরা, তৃণমূলের মার্কশিট

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** এবার থেকে বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে রীতিমতো মার্কশিট চালু করছে তৃণমূল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও দুটি বিধানসভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হবে। ওই দুটি অধিবেশনে দলীয় বিধায়করা কত সংখ্যায় হাজির হচ্ছেন, সেদিকে নজর রাখছেন দলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ। সোমবার বিধানসভায় দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবারের বাজেট অধিবেশনে ১৯ ও ২০ মার্চ সব বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে হুইপ জারি করেছিল তৃণমূল। ১৯ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সেদিন বিধায়কদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক থাকলেও ২০ মার্চ অধিবেশনের শেষ দিন খুব কম সংখ্যক বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। বিধানসভার হাজিরা খাতা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৫০ জন বিধায়ক বাজেট অধিবেশনে অনিয়মিতভাবে হাজির ছিলেন। তারপরই দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি এই ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই নির্দেশমতোই এদিন বৈঠকে বসে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এখন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে তৃণমূল। বিধানসভার অন্দরে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি যেভাবে সরকার পক্ষকে চেপে ধরছে,

### বৈঠকে সিদ্ধান্ত

সেই ঝাঁঝ আগামীদিনে আরও বাড়বে বলে মনে করছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এবছর মাঝামাঝি বিধানসভার বাদল অধিবেশন ও বছরের শেষে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন হবে। এই দুটি বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। নির্বাচনের আগে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশের জন্য সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হবে। তাই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে দলীয় বিধায়করা যাতে থাকেন, তা নিশ্চিত করতে চাইছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। যে মার্কশিট তৃণমূল তৈরি করছে, ওই মার্কশিটের ওপর ভিত্তি করেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দল যে টিকিট দেবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্তা দলীয় বিধায়কদের পৌঁছে দিয়েছেন পরিষদীয়মন্ত্রী। তার কারণ, বিভিন্ন ইস্যুতে দলীয় বিধায়কদের বিধানসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকা এবং আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বারবার সতর্ক করেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরও বিধায়কদের একাংশ উপস্থিত থাকছেন না। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, অধিবেশনে উপস্থিত না থাকলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁদের টিকিট দেওয়া যাবে না।

তৃণমূল সূত্রে খবর, অনুপস্থিত বিধায়কদের তালিকায় প্রথমদিকে রয়েছেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, খড়গপুর গ্রামীণের বিধায়ক দীনেন রায়, শ্রীরামপুরের বিধায়ক ডাক্তার সুদীপ্ত রায়, উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক, চণ্ডীপুরের বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী, ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী প্রমুখ। এই বিধায়কদের উপস্থিতি সবচেয়ে কম। এদিনই তাঁদের ফোন করে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

## বর্ধমান পর্ষদের চেয়ারম্যান সহ ১৩ জন ধৃত

**বর্ধমান, ২৪ মার্চ :** বর্ধমান আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক অরবিন্দ মিশ্রর নির্দেশে সোমবার গ্রেপ্তার হলেন বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারপার্সন তথা বর্ধমান-১ ব্লক তৃণমূল সভানেত্রী কাকলি তা গুপ্ত। তাঁর সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বর্ধমান পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস ভট্টাচার্য, অঞ্চল সভাপতি শেখ জামাল, রায়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক বাগ সহ ১৩ জনকে। মঙ্গলবার বিচারক এই মামলার রায় ঘোষণা করবেন বলে আদালত সূত্রে খবর। সরকারি আইনজীবী হরিদাস মুখোপাধ্যায় জানান, এদিন বিচারক এদের হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মঙ্গলবার রায় ও সাজা ঘোষণার কথা। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পূর্ব বর্ধমানের নাড়ীগ্রাম দাসপাড়ায় তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ হয়েছিল। ঘটনায় তৎকালীন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য জীবন পালের বাবা দেবু পাল গুরুতর জখম হন। জীবনের স্ত্রী সন্ধ্যারানি পাল পরদিন বর্ধমান থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই মামলায় এই নির্দেশ।

## সাময়িক বরখাস্ত

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** দল বিরোধী কাজের অভিযোগে দক্ষিণ কলকাতার বেহালার চার বিজেপি নেতাকে সাময়িক বরখাস্ত করল রাজ্য বিজেপি। রাজ্য বিজেপির শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির আহ্বায়ক প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই করা চিঠি দিয়ে মঙ্গলবার ওই নেতাদের থেকে সাত দিনের মধ্যে তাঁদের আচরণের কারণ জানাতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হল বলেও ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে।

## জামিনের মেয়াদ বাড়ল

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত বাড়াল বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ, এবার থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকরা বাড়ির বাইরে থেকে সুজয়কৃষ্ণের ওপর নজরদারি রাখবেন। তার জন্য অস্থায়ী নির্মাণ তৈরি করে দেওয়া হবে। তাঁর বাড়িতে চিকিৎসক, আত্মীয়রা ও ব্যাংকের এক কর্মী যেতে পারবেন। তাঁর আইনজীবী আদালতে অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সুজয়কৃষ্ণের বাড়ির দোতলা দখল করে নিয়েছেন। ঘরের শৌচাগার ব্যবহার করছেন। সিবিআইয়ের যুক্তি, কোনও ব্যক্তির ওপর নজরদারি চালাতে হলে তাঁর বাড়িতেই সারাক্ষণ থাকার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসও ব্যবহার করেছে বাহিনী। মামলার পরবর্তী শুনানি ২১ এপ্রিল।

## কল্যাণের বিরুদ্ধে মামা

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেই এবার আদালতে অভিযোগ জানালেন তাঁর মামা কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী। সোমবার তিনি ব্যাঙ্কশাল আদালতে সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্যগ্রহণ পর্বে তিনি জানান, কল্যাণময়ের কথাতেই তিনি কাগজপত্র খতিয়ে না দেখে সংস্থার নথিতে সই করেছেন। নিয়োগ দুর্নীতিতে এমন পাঁচটি সংস্থার হদিস পান তদন্তকারীরা যার ডিরেক্টর পদে ছিলেন কল্যাণময়ের এই মামা। এই প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি কল্যাণময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, 'আমি কল্যাণময়কে বিশ্বাস করতাম। ভাগ্নে যেখানে বলত সেখানে সই করে দিতাম। আমি ছাড়া কল্যাণময়ও ডিরেক্টর ছিল।' পার্থর জামাই কল্যাণময় ইতিমধ্যে রাজসাক্ষী হয়েছেন। তাঁর নাম অভিযুক্তদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

## দোষী কতজন, প্রশ্ন হাইকোর্টের

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে একজন নাকি আরও কেউ জড়িত ছিল, তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রথম চার্জশিট জমা দেওয়ার পর দীর্ঘদিন পেরিয়েছে। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে ফের তদন্তের আবেদন জানিয়ে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের আর্জির ভিত্তিতে মামলাটির শুনানি হয়। তখনই সিবিআইয়ের উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'এই ঘটনায় আগেই একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আদালতের জানা

### আরজি কর মামলা

দরকার, এই ঘটনা একজনের দ্বারা ঘটেছিল নাকি গণধর্ষণ? চার্জ গঠনের সময় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ধারা প্রয়োগ করা হয়েছিল? ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৭০ ধারার আওতায় কি তদন্ত হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে, তাহলে ওইসময় সন্দেহভাজন কারা ছিলেন? এখন আপনাদের তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে? এখন কি আপনারা তথ্যপ্রমাণ লোপাট বা কোন বিষয়ে তদন্ত করছেন তা স্পষ্ট করুন।' মামলার পরবর্তী শুনানির দিন সিবিআই-কে কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি সাপেক্ষে হাইকোর্টের আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল নির্যাতিতার পরিবার। এদিন তাঁদের তরফে আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র আদালতে দাবি করেন, 'হাইকোর্টের নজরদারিতে পুনরায় তদন্ত চাইছি আমরা। সিবিআইয়ের চার্জশিটে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তো আবার তাহলে তদন্ত হওয়া দরকার। সিবিআইয়ের অ্যাডিশনাল এসপি পদমর্যাদার আধিকারিকদের নিয়ে সিট গঠন করে হাইকোর্টের নজরদারিতে তদন্ত করা হোক।' পালটা সিবিআইয়ের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার জানান, ওই পদমর্যাদার আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল তদন্ত করেছে। তখন নির্যাতিতার পরিবারের তরফে আইনজীবী দাবি করেন, সেক্ষেত্রে রিপোর্ট চাওয়া হোক, তদন্ত এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট দিক সিবিআই।

নির্যাতিতার পরিবারের প্রশ্ন, 'সিসিটিভি ফুটেজ কি সংরক্ষণ করা হয়েছিল? ফরেন্সিক রিপোর্টে কি এই বিষয়ের উল্লেখ ছিল?' রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে বলেন, 'চার্জশিট দেওয়া হয়েছে, বিচার শেষ পর্যায়ে এসেছে। এখন পুনরায় তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি?'

### জখমের পেছনেও মেরুকরণের সুর বেলগাছিয়ায়

# শুভেন্দুকে পুলিশি হেনস্তা

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** হাওড়ার বেলগাছিয়ায় সরকার, প্রশাসন কোথায়? সরকার তো লন্ডনে। সোমবার বেলগাছিয়ার দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে এই মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বেলগাছিয়ার ভাগাড় এলাকায় বহু হিন্দিভাষী মানুষের বাস। এই ঘটনায় প্রশাসনের উদাসীনতার পিছনে হিন্দিভাষী মানুষদের উচ্ছেদের চক্রান্ত দেখছে বিজেপি। শুভেন্দুর মতে, সেই কারণেই এত বড় ঘটনার পর দুর্গত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে কোনও হেলদোল নেই সরকারের। সম্প্রতি ভূমিধসের কারণে হাওড়ার বেলগাছিয়ার বহু বাড়িতে ফাটল দেখা গিয়েছে। বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা। ফলে বহু পরিবারকে বাড়ি ছেড়ে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিতে হয়। তার সঙ্গে বিষাক্ত মিথেন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় এলাকার মানুষজন আতঙ্কিত। এই পরিস্থিতিতে সোমবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুকে দেখে প্রশাসনের বিরুদ্ধে যাঁরা ক্ষোভ জানাতে এসেছিলেন তাঁদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'আমি সরকার নই, বিরোধী দলনেতা হিসেবে, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি।'

ঘটনার ৪ দিন পর এদিন সকালে সেখানে গিয়েছিলেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেই ঘটনায় মন্ত্রীকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'আমি আসব জেনে উনি তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে চলে এসেছেন।' এরই মধ্যে রবিবার থেকে এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছিল। স্বাভাবিক কারণেই ক্ষুব্ধ মানুষ এদিন মন্ত্রীকে দেখে কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষোভের মুখে পড়েন ফিরহাদ। নিয়মরক্ষার পরিদর্শন সেরে বিক্ষুব্ধদের আশ্বস্ত করতে আগামী তিনদিনের মধ্যে পুনর্বাসনের আশ্বাস দেন তিনি। তা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আগে পানীয় জলটুকু দিন, আগে মানুষ তো বাঁচুক। তারপর না হয় পুনর্বাসন দেবেন।' এদিকে পুরমন্ত্রী এলাকা ছাড়ার পরই সেখানে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকায় ঢুকতে গেলে বিরোধী দলনেতাকে বাধা দেয় পুলিশ। সেই ঘটনায় পুলিশের সঙ্গে কিছুটা বচসা বাধে তাঁর। এক পুলিশকর্মীর নখের আঘাতে আহতও হন শুভেন্দু। এই ঘটনাতেও পুলিশের ধর্মীয় পরিচয় টেনে এনে অভিযোগ করেছেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, 'ঘটনাস্থলে থাকা হিন্দু পুলিশরা আমার গায়ে হাত না দিয়ে নিয়মরক্ষার প্রতিরোধটুকু করেছেন। কিন্তু সাব ইনস্পেকটর গোলাম মোর্তাজার হাতের নখে আমাকে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে।' বেলগাছিয়া থেকে বিধানসভায় ফিরে সেই ক্ষতের পরিচর্যা করান তিনি। বিজেপি নেতা সজল ঘোষের বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সরা বিধানসভায় এসে তাঁর শুশ্রূষা করেন। এদিকে শুভেন্দুর দাবি, সোমবার সকালে পুরমন্ত্রী গিয়ে স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়ে এলাকায় ঢুকতে পারেননি। সেই কারণেই রাজ্য পুলিশ তাঁকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দিয়েছে।

এদিন ক্ষতিগ্রস্ত একশোটি পরিবারকে ৫০০০ টাকা ও ত্রিপল বিলি করেছেন শুভেন্দু। দুর্গত মানুষের ত্রাণে রাজ্য প্রশাসনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'রাজ্য প্রশাসন কোথায়, সরকার তো লন্ডনে। রবিবার থেকে এলাকার শতাধিক পরিবারকে শুকনো খাবার ও ভাত-ডালের সাধ্যমতো ব্যবস্থা করেছে বিজেপি। এরা মানুষকে পানীয় জলটুকুও তো দেয় না।' পানীয় জলের সংকটের অভিযোগ শুনে জল সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এলাকার প্রতিটি পরিবারকে দৈনিক ২০ লিটার পানীয় জল সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

## বিডিওদের হুঁশিয়ারি

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** হিন্দিভাষী ও বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবারগুলির নাম বেছে বেছে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে তৃণমূল, এই মর্মে অভিযোগ বিজেপির। কৃষ্ণনগর ব্লক-২ ও বাগদার বিডিওকে এই ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বাগদা ও কৃষ্ণনগর ব্লক-২ এর দুই বিডিওকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সোমবার শুভেন্দু বলেন, 'অবিলম্বে এই চিঠি প্রত্যাহার করতে হবে। নাহলে অভিযুক্তদের নিয়ে বিডিও অফিসের সামনে ধর্নায় বসব।' এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছেও অভিযোগ জানাবে বিজেপি।

শুভেন্দুর অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগের ভিত্তিতে বিডিওদের একাংশ তথ্য অনুসন্ধানের নামে হিন্দিভাষী ও বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু হয়ে এই রাজ্যে আসা পরিবারদের হেনস্তা করছে।

এদিন এই সংক্রান্ত কিছু নথি তুলে ধরে (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) শুভেন্দু বলেন, 'কৃষ্ণনগর ব্লক-২ স্থানীয় তৃণমূল নেতা জনৈক আবদুর রহিম শেখ সাদা কাগজে বিডিওর কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতে ৯৮ জন হিন্দু ভোটারকে তথ্য যাচাইয়ের নামে ডেকে পাঠানো হয়েছে।' তাঁর মতে, এটা নিয়মবিরুদ্ধ। সাদা কাগজে লেখা অভিযোগের ভিত্তিতে বিডিও কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেন না। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে হলে কমিশনের নির্দিষ্ট ফর্মে অভিযোগ করতে হয়। অথচ তা না করে সাদা কাগজে লেখা অভিযোগের ভিত্তিতে বিডিও যে পদক্ষেপ করেছেন, সেটা অবৈধ। একইভাবে বাগদা বিডিও থেকেও স্থানীয় বেশকিছু হিন্দু পরিবারকে ডেকে তাঁরা যে বাংলাদেশি নন, এই ব্যাপারে প্রমাণ দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুভেন্দু বলেন, 'এ তো কেন্দ্রের সিএএকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা। আমরা কোনওভাবেই ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে এই চক্রান্ত মানব না।' কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী কোনও ভোটারের বাসস্থান বা স্থায়ী পরিচয় নিয়ে কোনও সংশয় থাকলে অভিযোগকারীকেই তা প্রমাণ করতে হয়।

*সল্টলেকে ডাক্তার-নার্সদের বিক্ষোভ। সোমবার। -আবির চৌধুরী*

## সিজিও অভিযান

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** অভয়ার মৃত্যুর ৭ মাস পরও সিবিআই কোনও অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করতে পারেনি। সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে সোমবার সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করেন চিকিৎসক ও নার্সরা। 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার', 'সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম' ও 'নার্সেস ইউনিটি'-এর নেতৃত্বে ওই সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান হয়। প্রায় শ-দুয়েক ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ মানুষ মিছিলে যোগ দেন। যদিও সিজিও কমপ্লেক্সে ঢোকার আগে পুলিশি ব্যারিকেডে আটকে যান তাঁরা। ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে গেলে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয়। শেষে সংগঠনের পক্ষে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয়। তাদের বক্তব্য, এখনও পর্যন্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় ছাড়া বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও চার্জশিট দিতে পারেনি সিবিআই। আরজি করের মামলায় সিবিআই তদন্তে সন্তুষ্ট নন অভয়ার পরিবারও।

## আনন্দধারায় টাকা না দেওয়ার অভিযোগ

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** আইসিডিএস ও আশাকর্মীদের স্মার্টফোন বাবদ টাকা ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্য সরকারকে দিতে হবে, হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এনআরএলএম প্রকল্পে ২ লক্ষ ৫১ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী, আইসিডিএস ও আশাকর্মীদের স্মার্টফোন দিতে ২৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্র। এর মধ্যে রাজ্যের ৪৭ হাজার গোষ্ঠীর প্রায় ৫ লক্ষ মহিলাকে স্মার্টফোন দিতে ৭০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্র। গত ১৮ অক্টোবর ২০২৩ রাজ্যকে সেই টাকা দেওয়ার পরেও তা খরচ না করে ওই টাকার সুদ বাবদ অর্থ ভিন্ন খাতে খরচ করছে রাজ্য সরকার।

এদিন বিরোধী দলনেতা বলেন, 'সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, আসলটা জমিয়ে রেখে কেন্দ্রীয় ওই টাকার সুদের অর্থ দিয়েই খেলা, মেলা, মোচ্ছব চালিয়ে যাওয়া। আর ২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে ডিসেম্বর, জানুয়ারি মাস নাগাদ সেই টাকা দিয়ে স্মার্টফোন কিনে তা বিলি করে রাজ্য সরকারের কৃতিত্ব নেওয়া। সরকারের এই কৌশল আমরা ধরে ফেলেছি। আমরা চাই, চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে (৩১ মার্চ, ২০২৫) এই টাকা খরচ করতে হবে সরকারকে। নাহলে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের কাছে আমরা দাবি জানাব, অবিলম্বে খরচ করতে না পারার কেন্দ্রীয় এই বরাদ্দ ফেরত নেওয়া হোক এবং ওই টাকা সরাসরি রাজ্যের বরাদ্দকৃত আইসিডিএস ও আশাকর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠিয়ে দিক কেন্দ্র।'


### আলিপুরদুয়ার জংশন - বনগাঁও জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশন এবং লামডিং জংশন-বনগাঁও জংশন - লামডিং জংশন স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৫৪৬৪/০৫৪৬৩ আলিপুরদুয়ার জংশন-বনগাঁও জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন এবং ০৫৬০৪/০৫৬০৩ লামডিং জংশন-বনগাঁও জংশন-লামডিং জংশন স্পেশাল ট্রেনগুলি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবে :–

**০৫৪৬৪/০৫৪৬৩ আলিপুরদুয়ার জংশন-বনগাঁও জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন স্পেশাল ট্রেন**

| আলিপুরদুয়ার - বনগাঁও | | | (০৫৪৬৪) (০৫৪৬৩) | বনগাঁও - আলিপুরদুয়ার | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| চলার দিন | পৌঁছবে | ছাড়বে | স্টেশন | পৌঁছবে | ছাড়বে | চলার দিন |
| ২৫.০৩.২০২৫ মঙ্গলবার | — | ১৪.৩০ | ↓ আলিপুরদুয়ার জংশন | ১৮.৩০ | — | ২৯.০৩.২০২৫ শনিবার |
| | ২১.১০ | ২১.২০ | নিউ জলপাইগুড়ি | ১২.০৫ | ১২.১৫ | |
| ২৬.০৩.২০২৫ বুধবার | ০১.৩০ | ০১.৪০ | মালদা টাউন | ০৮.২৫ | ০৮.৩৫ | |
| | ০৪.৩০ | ০৪.৩৫ | রামপুরহাট জংশন | ০৫.৩৮ | ০৫.৪৩ | |
| | ০৭.০৮ | ০৭.১০ | ব্যান্ডেল | ০২.৫২ | ০২.৫৪ | |
| | ১১.০০ | ১১.১০ | ঠাকুরনগর | ২৩.১০ | ২৩.২০ | ২৮.০৩.২০২৫ শুক্রবার |
| | ১২.০০ | — | বনগাঁও জংশন ↑ | — | ২২.৫০ | |

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ মাল জংশন, মালবাজার, ময়নাগুড়ি রোড, জলপাইগুড়ি রোড, কিষাণগঞ্জ, ডালখোলা, বারসোই জংশন, পাকুর, সাঁইথিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান জংশন এবং নৈহাটি স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ/দিন : আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ০৫৪৬৪** – ২৫.০৩.২০২৫ তারিখ (মঙ্গলবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **বনগাঁও জংশন থেকে ০৫৪৬৩** – ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন :** স্লিপার ক্লাস – ০৯টি, দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস) - ০৪টি এবং জিএসএলআরডি - ০২টি = ১৫টি কোচ। **ক্যাটিগরি :** মেল/এক্সপ্রেস।

**০৫৬০৪/০৫৬০৩ লামডিং জংশন-বনগাঁও জংশন-লামডিং জংশন স্পেশাল ট্রেন**

| লামডিং - বনগাঁও | | | (০৫৬০৪) (০৫৬০৩) | বনগাঁও - লামডিং | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| চলার দিন | পৌঁছবে | ছাড়বে | স্টেশন | পৌঁছবে | ছাড়বে | চলার দিন |
| ২৫.০৩.২০২৫ মঙ্গলবার | — | ০৭.০০ | ↓ লামডিং জংশন | ০৪.০০ | — | ৩০.০৩.২০২৫ রবিবার |
| | ১১.০০ | ১১.১৫ | গুয়াহাটি | ০০.০৫ | ০০.১৫ | |
| ২৬.০৩.২০২৫ বুধবার | ০০.২৫ | ০০.৩৫ | মালদা টাউন | ১০.০৫ | ১০.১৫ | ২৯.০৩.২০২৫ শনিবার |
| | ০২.৩৫ | ০২.৪০ | রামপুরহাট জংশন | ০৭.১০ | ০৭.১৫ | |
| | ০৫.৪০ | ০৫.৪২ | ব্যান্ডেল | ০৪.৩২ | ০৪.৩৪ | |
| | ০৯.৫০ | ১০.০০ | ঠাকুরনগর | ০০.৫০ | ০১.০০ | |
| | ১১.০০ | — | বনগাঁও জংশন ↑ | — | ০০.৩০ | |

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে লঙ্কা, ডালপুখুরি, হোজাই, যোগীজান, কামপুর, কামাখ্যা, নিউ বঙ্গাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, ফালাকাটা, নিউ ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি জংশন, কিষাণগঞ্জ, ডালখোলা, বারসোই, পাকুর, সাঁইথিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান জংশন এবং নৈহাটি স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ/দিন : লামডিং জংশন থেকে ০৫৬০৪** – ২৫.০৩.২০২৫ তারিখ (মঙ্গলবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **বনগাঁও জংশন থেকে ০৫৬০৩** – ২৯.০৩.২০২৫ তারিখ (শনিবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন :** স্লিপার ক্লাস – ০৯টি, দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস) - ০৪টি এবং জিএসএলআরডি - ০২টি = ১৫টি কোচ। **ক্যাটিগরি :** মেল/এক্সপ্রেস। চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

**পূর্ব রেলওয়ে**

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


## আবহাওয়ার খবরে উৎসাহ

**নির্মল ঘোষ**

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** নিখুঁত পূর্বাভাসের লক্ষ্যে সোমবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরে উদযাপিত হল 'বিশ্ব আবহাওয়া দিবস'। আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা হয়, তা জানতে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল ও বিজ্ঞান ক্লাব থেকে ৩২৪ জন ছাত্রছাত্রী ভিড় জমিয়েছিল। আবহাওয়াবিদরা তাদের নানা বিষয়ে তথ্য দেন। ছিল আবহাওয়া সম্পর্কিত আলোচনাচক্রও। দিনটি উদযাপনে ওড়ানো হয় বিশেষ বেলুনও।

প্রতি বছর ২৩ মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস পালিত হয়। কিন্তু রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় সোমবার দিনটি পালিত হল। শিক্ষক শুভদীপ পাঁজার সঙ্গে হাওড়ার ডোমজুড়ের বলুহাটি হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ১৩ জন ছাত্রছাত্রী এসেছিল। কীভাবে ডিজিটালি আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তা দেখে তারা বিস্মিত। শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের আট পড়ুয়া আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করে অধিকর্তাদের। উত্তরে সন্তুষ্ট মিহিকা হালদার, সৃজিতা তালুকদাররা।

*আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর ভবন। -সংবাদচিত্র*

পড়ুয়াদের দেখার জন্য দপ্তর 'আবহাওয়া বেলুন' রেখেছিল। এই বেলুনে যন্ত্র লাগিয়ে সেটি ওড়ানোর মাধ্যমে বিভিন্ন উচ্চতায় তাপমাত্রা, বাতাসের চাপ ইত্যাদি রেকর্ড করা হয়। সেই তথ্য সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে এরোপ্লেন চলাচলে। পড়ুয়াদের দেখাতে রাখা ছিল স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র (সিস্টেম)। আবহাওয়াবিদ মণিকা কর জানান, যন্ত্রটি মূলত সমুদ্র,পাহাড় সহ দুর্গম এলাকায় বসানো থাকে। এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য জিপিআরএস সিস্টেমে সোজা আবহাওয়া দপ্তরের সার্ভারে পাঠানো হয়। অটোমেটিক এই সিস্টেম দ্রুত সুচারুভাবে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠায়। যা বিশ্লেষণ করেই তৈরি হয় রিপোর্ট। ছিল 'পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি'-র পুস্তক প্রদর্শনীও। সংস্থার দুই বিজ্ঞানী শুক্তিশুভ্রা ভট্টাচার্য ও রজত মণ্ডল জানান, দেশের বিভিন্ন উৎসবের তারিখ ঠিক করা হয় এই বইগুলি দেখেই। এছাড়াও যাঁরা পঞ্জিকা তৈরি করেন, তাঁরাও এইসব বইয়ের সাহায্য নেন।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর সোমনাথ দত্ত বলেন, 'প্রতি বছরই এই দিনটি আমরা পালন করি। আবহাওয়া সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রচারই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ বছরের থিম ছিল আগাম পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে কোনও ফাঁকফোকর থাকলে তা বোজানো। এর ফলে সহজেই যে দুর্যোগ এড়ানো সম্ভব হবে।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১১ চৈত্র ১৪৩১

# পদ্মের চালে তসলিমা

চৌষট্টি খোপের দাবায় রাজা-মন্ত্রী, হাতি-ঘোড়া-নৌকার চেয়ে বিপদে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সামান্য বোড়ে। চর্চা শুরু হয়েছে, বাংলাদেশের নির্বাসিত সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন কি এবার বঙ্গ রাজনীতিতে সেই বোড়ে হতে চলেছেন? আচমকা তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে ফেরাতে সম্প্রতি রাজ্যসভায় সরব হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। কেন তিনি হঠাৎ এত সরব? শমীক যে দলের প্রতিনিধি, সেই বিজেপি পরিচিত মুসলিমবিরোধী বলে।

সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পরের ভোটে নির্বাচিত মুসলমান বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ফেলে দেওয়ার আগাম হুমকি দিয়েছেন। যদিও মনে রাখা দরকার, এই দলটিই ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ২৯৪টির মধ্যে আটটি আসনে মুসলিম প্রার্থী দিয়েছিল। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আট বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ওই প্রার্থীরা।

নয়ের দশকে ইসলামি মৌলবাদ ও মৌলবাদীদের নিশানা করে 'দ্বিখণ্ডিত' উপন্যাস লেখায় বাংলাদেশে তসলিমার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হয়েছিল। তখন তিনি বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হন। আশ্রয়ের খোঁজে আসেন কলকাতায়। কিছুদিন পার্কসার্কাসে ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। কলকাতাতেও তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ফেটে পড়লে রাতারাতি বাংলাদেশি সাহিত্যিককে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করেছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। তখন থেকে তিনি দিল্লি প্রবাসী।

তাঁর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে রাজ্যসভায় শমীক আসলে বামপন্থী-প্রগতিশীলদের সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'প্রগতিশীলতার ছদ্মবেশে ইসলাম মৌলবাদের কাছে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করেছিল বামফ্রন্ট সরকার।' ২০২৪-এর জুলাইয়ে দিল্লিতে তসলিমার অস্থায়ী রেসিডেন্স পারমিট শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তা বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন তাঁকে কলকাতায় ফেরানোর দাবিতে বিজেপি সাংসদের তৎপরতা তাঁর দলের নয়া রাজনীতি কি না, তা নিয়ে চর্চা চলছে।

মনে করা হচ্ছে, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে মমতাবিরোধী লড়াইয়ে মুসলিম মৌলবাদের কড়া সমালোচক তসলিমাকে হাতিয়ার করার ছক কষছেন শমীকরা। তাই, বিজেপির এই তসলিমা-প্রীতি। এখন থেকে সেই প্রদীপ জ্বালানোর সলতে পাকানো শুরু হয়েছে। দেশের সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে একদা বিতাড়িত তসলিমাকে বিধানসভা ভোটের আগে কলকাতায় ফেরাতে সফল হলে বিজেপির মুসলিম বিরোধিতার তকমা কিছুটা ঘোচানো যাবে। তৃণমূলের সংখ্যালঘু-প্রীতিকেও খানিকটা মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

শমীক বাংলা ভাষায় তসলিমার অবদান মনে করিয়ে সংসদে দাবি করেছেন, 'কলকাতা তসলিমার প্রাণের শহর। তিনি কলকাতায় ফিরতে চান, বাংলায় কথা বলতে চান, বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান।' শমীকের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তবে বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী তসলিমার কলকাতায় ফেরা অনুচিত বলে মনে করেন। তাঁর মতে, এতে বিতর্ক হতে পারে, বাড়তে পারে অশান্তি। সিপিএম আবার 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' অবস্থান নিয়েছে। দলের রাজ্যসভা সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর কথায়, 'নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁকে সরাতে হয়েছিল। তসলিমা চাইলে ফিরতে পারেন। তবে পুরোটা রাজ্য ও কেন্দ্রের বিষয়।'

সামাজিক মাধ্যমে শমীককে ধন্যবাদ জানিয়ে তসলিমা পোস্টে লিখেছেন, ২০০৭-এ সিপিআই সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্ত তাঁকে কলকাতায় ফেরাতে রাজ্যসভায় সরব হয়েছিলেন। পরবর্তী ১৮ বছরে কেউ এমন দাবি তোলেননি। তসলিমার হয়তো অজানা যে, তাঁকে বাংলাছাড়া করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন আরএসপি'র প্রবীণ সাংসদ অবনী রায়। বামফ্রন্টের তৎকালীন বৈঠকগুলিতে বহুবার বিমান বসু, শৈলেন দাশগুপ্তদের বিরোধিতা করেছেন তিনি। কিন্তু প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। তাঁকে হার মানতে হয়েছে। বাংলা ছাড়তে হয়েছে তসলিমাকে।

## অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

# উষ্ণায়ন কমাতে অস্ত্র যখন তরল গাছ

তরল গাছ লাগানোয় অসুবিধা নেই। লাগানো যায় রাস্তার ডিভাইডারে, যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে, বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থলে।

বিমল দেবনাথ

বাড়বাড়ন্ত তাপ প্রলম্বিত করছে গ্রীষ্ম। দিন-দিন রূপ রং রস হারিয়ে দীন হচ্ছে বসন্ত। ঝরাপাতাদের মাটির উরসে মিশে যাওয়ার জন্য দু'দণ্ড সময় দেয় না দুষ্ট লোক। কাটা ধানের নাড়ার মতো ঝরাপাতাতেও আগুন লাগায়। আগুন একবার লাগলে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণে বনে গাছে। পুড়ে যায় ডিম, কীটপতঙ্গ কত কী!

জীবন পোড়ানি আগুনে শুধু তাপ থাকে না, থাকে ধোঁয়াও। ধোঁয়া বাতাস দখল করলে ডাঙার মাছের মতো ছটফট করে মানুষ। কিন্তু ভাবে কি, কীভাবে শহরের মাটি সিমেন্টের চাদরে ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে সবুজের বসত? গাছ ছাড়া উন্নয়নের বিষ হজম করার ক্ষমতা আর কারও নেই, এটা সবার জানা। তবুও শহরের সবুজ প্রতিদিন কমছে, খারাপ হচ্ছে শহরের স্বাস্থ্যও। গাছের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও শহরের সর্বত্র গাছের চারা পোঁতার জায়গার খুব অভাব। কংক্রিটের জঙ্গলে গাছের চারা পুঁতলেও তার বেঁচে থাকা খুব কঠিন। রাস্তার ডিভাইডারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় মৃত শুকনো গাছ।

সুস্থ নাগরিক জীবনের জন্য নীলষষ্ঠীর সঙ্গে গাছষষ্ঠী এখন সময়ের দাবি হলেও সব জায়গায় গাছ পাওয়াই দুষ্কর। এমতাবস্থায় বিজ্ঞানীরা নগরবাসীদের আশার আলো দেখাচ্ছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় তরল গাছের কথা উঠে এসেছে। এই তরল গাছ শহরের দূষিত বায়ুকে পরিশোধন করতে পারে বহুলাংশে। তবে তরল গাছ প্রকৃত গাছের বিকল্প নয়। ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশে সবুজ বনভূমি থাকাটা সুস্থ পরিবেশের জন্য অনিবার্য। তরল গাছ স্থাপন করলেও গাছের গুরুত্ব কম করা যাবে না এক বিন্দুও। তরল গাছে হবে না ফুল, ফল। বাসা বাঁধবে না পাখি, ধরে রাখবে না মাটি। এই গাছ শুধু বায়ু দূষণ কমাবে।

রাতে হাজার-লক্ষ জোনাকির আলো জ্বালাবে, সৌন্দর্য বাড়াবে শহরের। শহরের যে স্থানে আর গাছ লাগানো সম্ভব নয় সেখানে সবুজের হাতছানি দেওয়ার এক উৎকৃষ্ট উপায়।

কী এই তরল গাছ? এই গাছের ডাক নাম লিকুইড-৩। এটি একটি শহুরে ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টর। একটা ফার্মেন্টার ট্যাংকে জলের মধ্যে উদ্ভিজ্জাণু পালন করা হয়। উদ্ভিজ্জাণু কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন বাতাসে ছাড়ে। উদ্ভিজ্জাণু হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈবাল। ফার্মেন্টার ট্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে সোলার সেলের প্লেট যা ট্যাংকে বিদ্যুৎ শক্তির জোগান দেবে।

বিদ্যুৎ ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টরের ভেতরে সারা বছর ধরে অতিপ্রাকৃতিক সবুজ আলো সৃষ্টি করবে। এই আলো ব্যবহার করে উদ্ভিজ্জাণু শৈবাল দিবারাত্রি অবিরাম সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চালাবে। বর্ষা বা শীতকালের কম সূর্যালোকের সময়ও এই ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টর কাজ করে। উদ্ভিজ্জাণুর খাদ্য হিসাবে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ট্যাংকের সোলার প্লেটের সঙ্গে যুক্ত পাম্প টেনে জলের ভেতরে ছেড়ে দেয়। এই রকম একটা ৬০০ লিটারের ট্যাংক দুটো দশ বছর বয়স্ক গাছ বা ২০০ বর্গমিটার তৃণভূমির সমান বায়ু পরিশোধন করতে পারে।

তরল গাছ বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রকৃত গাছ থেকে ১০-১৫ গুণ বেশি দক্ষ। এটা খুব কম সময়ে তৈরি করা যায় এবং স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাজে লেগে যায়। অতি আধুনিকতা ও সাইবারপাঙ্কের উত্তুঙ্গ নান্দনিক কাজকর্মের মধ্যেও ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টর নজরকাড়া বহুমুখী কাজ করে। বায়ু পরিশোধন ছাড়াও সোলার লাইট, মোবাইল চার্জার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বাড়ায় শহরের সৌন্দর্য। ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টরগুলো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এগুলো হতে পারে শহরের অলিগলির বেঞ্চের ব্যাকরেস্ট, স্মৃতিফলকের ব্যাকড্রপ, বিভিন্ন স্ট্যান্ড ইত্যাদি।

একটা ৬০০ লিটারের ট্যাংক হতে পারে দশ ফুট লম্বা বেঞ্চের দুই ফুট উঁচু দেড় ফুট চওড়া ব্যাকরেস্ট। ফার্মেন্টার ট্যাংকে ব্যবহার করা হয় স্থানীয় জলাভূমি বা পুকুরের শৈবাল। এই শৈবাল শহরের উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে সক্ষম এবং সাধারণ পরিষ্কার জলে বেঁচে থাকে। ট্যাংক রক্ষণাবেক্ষণের তেমন কোনও ঝক্কি নেই। মাসে এক বা দু'বার ট্যাংকের অতিরিক্ত শৈবাল বের করে নিতে হয়। পুরোনো জলের সঙ্গে কিছুটা নতুন জল দিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। প্রতি মাসে সে বায়োমাস উৎপন্ন হবে সেগুলো জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায় এবং দেখাতে পারে বিকল্প আয়ের পথ।

> **কী এই তরল গাছ? গাছের ডাক নাম লিকুইড-৩। এটি একটি শহুরে ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টর। একটা ফার্মেন্টার ট্যাংকে জলে উদ্ভিজ্জাণু পালন করা হয়। উদ্ভিজ্জাণু কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে অক্সিজেন বাতাসে ছাড়ে। উদ্ভিজ্জাণু হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈবাল। ফার্মেন্টার ট্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে সোলার সেলের প্লেট যা ট্যাংকে বিদ্যুৎ শক্তির জোগান দেবে।**

তরল গাছের ধারণা প্রথম চালু হয় ইউরোপের সার্বিয়াতে। সার্বিয়ার বেশিরভাগ মানুষ শহরে বাস করে। এই দেশের শহরগুলোতে গাছ লাগানোর মতো তেমন কোনও জমি ছিল না। তখন বিজ্ঞানী ইভান স্পাসোজেভিচ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে তরল গাছের বিষয়টা উপস্থাপনা করেন বেলগ্রেড শহরে। রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি এই তরল গাছকে গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণের একটা অন্যতম প্রযুক্তি বলে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানোর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল রিপোর্ট মোতাবেক ২০৩০ সালের মধ্যে বাতাসে কার্বনের পরিমাণ ৪৩ শতাংশ কমাতে হবে এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে ৬০ শতাংশ। এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো কম করার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের কার্বন কণাকে প্রাকৃতিকভাবে পৃথক করে আবদ্ধ করতে হবে। এই কাজটা তরল গাছ অনেক দ্রুত ও সুনিপুণভাবে করতে পারে।

আইপিসিসি'র ২০২২-এর সূত্র বলছে, কার্বন ইত্যাদি গ্রিনহাউস গ্যাস ৭০ শতাংশ সৃষ্টি হচ্ছে শহরাঞ্চলে। শহরের সর্বত্র নেই ফাঁকা জায়গা যেখানে গাছ লাগানো যেতে পারে। কিন্তু তরল গাছ লাগানোতে কোনও অসুবিধা নেই। তরল গাছ লাগানো যেতে পারে রাস্তার ডিভাইডারে, যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে, বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থলে।

ভারতে প্রথম তরল গাছ বসানো হয়েছে নয়ডা শহরে ধরমপাল সত্যপাল গ্রুপের সদর দপ্তরের সামনে। তাদের তরল গাছ একটা ঘনক আকারের। ট্যাংকে উদ্ভিজ্জাণুর তরল মিশ্রণ ধারণ ক্ষমতা ১৬০০ লিটার যা ছয়টা দশ বছর বয়স্ক গাছের সমান। এটা প্রকৃতি, প্রযুক্তি ও চিত্রকলার এক অসাধারণ সুন্দর উপস্থাপনা যা শহরের বায়ু দূষণ কম করছে, বাড়াচ্ছে সৌন্দর্য। তবে ভারতে এই বিষয়টা এখনও তেমনভাবে সাড়া ফেলেনি। দু'হাজার চব্বিশ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ডিএস গ্রুপের সদর দপ্তরেই তরল গাছ লাগানো হয়েছে। অথচ শহরের নানা স্থানে নানা আকার ও আয়তনে তরল গাছ বসালে অক্সিজেন পাওয়া যেত সঙ্গে সঙ্গে।

গাছ লাগিয়ে অপেক্ষা করার মতো বিষয়টা এখানে নেই। শহরের যে অঞ্চলে একটা ঘাস গজানোর জায়গা নেই, সেখানে তরল গাছ বসিয়ে পাওয়া যেতে পারে শত শত গাছের নির্মল অনুভূতি। বায়ু দূষণে জর্জরিত নগরবাসী বিশুদ্ধ প্রাণবায়ু পেয়ে মুক্তি পেত নানা দূষিত বায়ুজনিত রোগ থেকে। এই বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করলে শহরের বায়ু দূষণ দ্রুত কমত এবং সুন্দর হয়ে উঠত। সুঠাম হত শহরের স্বাস্থ্য। শ্লথ হত বিশ্ব উষ্ণায়নের গতি। গাছের সঙ্গে তরল গাছও হয়ে উঠত বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানোর অন্যতম হাতিয়ার।

*(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। প্রাক্তন বনকর্তা)*

## আজ

### ২০২০

বিখ্যাত আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষ প্রয়াত হন ২০২০ সালে আজকের দিনে।

### ১৯৮৪

১৯৮৪ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ক্রিকেটার অশোক দিন্দা।

## আলোচিত

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কোথায়? ফ্রিডম অফ স্পিচ নেই, আছে ফ্রিডম অফ অ্যাকশন। প্রতিপক্ষকে মারধর করা, মহিলাদের ধর্ষণ করে মেরে ফেলা... আর কী আছে? সবসময় বাধা দেওয়া হয় কথা বলতে গেলে। একনাথ শিন্ডে ক্ষমতার জন্য দল পালটেছেন। এটা কি বালাসাহেবকে অপমান নয়?

- জয়া বচ্চন

## ভাইরাল/১

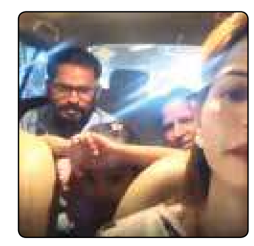

গুরুগ্রামের এক মহিলা অ্যাপক্যাব ভাড়া করেন। মাঝপথে চালক অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে পিছনের সিটে বসিয়ে মহিলা নিজেই গাড়ি চালিয়ে অর্ধেক পথ আসেন। এ জন্য অর্ধেক ভাড়া তাঁর প্রাপ্য, বলে মন্তব্য করতেই চালক হেসে ফেলেন।

## ভাইরাল/২

পাকিস্তানের এক ব্যক্তির মাথা দিয়ে পানীয়ের ক্যান ভাঙার ভিডিও ভাইরাল। ব্যক্তিটি মোট ৩৯টি ক্যান মাথা দিয়ে ভেঙে ফেলেন মাত্র ৩০ সেকেন্ডে। এতটাই জোরে আঘাত করছিলেন যে, ক্যান থেকে পানীয় ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল।

জনমন

## জনমত

# ছাত্র আন্দোলনের নামে রাষ্ট্র বিরোধিতা বরদাস্ত নয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা তথা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নাম। মেধাসম্পন্ন ছাত্র, শিক্ষক, গবেষকের কর্মগৌরবে গৌরবান্বিত এই বিশ্ববিদ্যালয়। তবে বাম ও অতিবাম রাজনীতির আঁতুড় রূপে এবং একাধিক রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তন ও আন্দোলনের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর খবরের শিরোনামে থাকে। সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ে (ওয়েবকুপার সম্মেলনে) প্রবেশের ফলে তাঁকে ঘিরে উত্তাল ও ক্ষিপ্ত ছাত্র সংগঠনের স্লোগান, মন্ত্রীর গাড়ি ভাঙচুর, অবরোধ, ঘেরাও এবং এসবের মধ্যে পড়ে এক ছাত্রের আহত হওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এটাই ছিল তাদের দাবি পেশের পদ্ধতি।

অধ্যাপক গোপাল সেন হত্যাকাণ্ড থেকে সম্প্রতি ব্রাত্য বসু- এদের উচ্ছৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল আন্দোলন থেকে রেহাই পাননি কেউই। সম্প্রতি এখানে অতিবাম ছাত্র সংগঠনের কাশ্মীরের আজাদির পক্ষে পোস্টার ফেলা কোথাও যেন ভারতের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। শুধু কাশ্মীর থেকে প্যালেস্তাইন নয়, আফজাল গুরু থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, কৃষ্টি, সংসদীয় আইন সবেরই এরা বিরুদ্ধবাদী পথ ধরে। এদের আন্দোলনে বারবার বিঘ্নিত হয়েছে শিক্ষার পরিবেশ। উত্তপ্ত হয়েছে রাজ্য থেকে দেশীয় রাজনীতি।

বিশ্ববিদ্যালয় মেধাচর্চার কেন্দ্র। স্বাধীন ও উন্নতচিন্তার বিকাশ ক্ষেত্র। তার মানে এই নয়, মুক্তচিন্তার নাম করে দেশের অখণ্ডতা, গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা, বিচ্ছিন্নতাবাদের পথ অবলম্বন করে ভারতে বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেওয়া। ভারতীয় গণতন্ত্র, অখণ্ডতা কারও দয়ার দান নয়, দীর্ঘ পরিশ্রম ও লড়াইয়ের ফল। এই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করার অধিকার কারও নেই। ছাত্রসমাজ দেশের ভবিষ্যৎ। উন্নত রাষ্ট্র গঠনের কান্ডারি। তাই বলে ছাত্র আন্দোলন ও মুক্তচিন্তার নামে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ কখনোই বরদাস্ত নয়।

**ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।**

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# বৃক্ষই নাম বদলে হতে পারে বিবাহ

ফুলের সঙ্গে আমাদের আনন্দের সম্পর্ক। কিন্তু যখনই ফুল রূপান্তরিত হল ফলে, তখন সেটা পৌঁছে গেল আবশ্যকতায়।

সুনন্দ অধিকারী

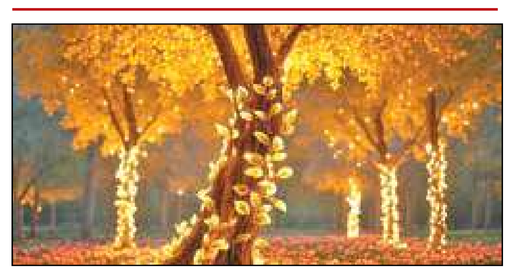

শিরোনামই বলছে বিবাহ ও গাছকে একসূত্রে গাঁথতে। সেই বন্ধনকালে আমাদের সঙ্গী বিজ্ঞানও। এবার সেই বন্ধনের পালা।

আমরা জানি মানবসভ্যতার শুরুতে বিবাহ প্রথা ছিল না। পরবর্তীকালে মূলত দুটি কারণে নারী-পুরুষ সম্পর্কে আগল লাগল। অবাধ মেলামেশার গণ্ডি কেটে দেওয়া হল। মূলত যা দৈহিক সম্পর্কে জড়ানো নারী-পুরুষ। ফলত আগল পড়ল স্বেচ্ছাচারিতায়।

দ্বিতীয়ত, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদের অবসান ঘটল। এভাবেই চালু হল বিবাহ প্রথা শুরুতে ধর্মের হাত ধরে। পরবর্তীতে আধুনিক সভ্যতায় সেটাই পর্যবসিত হল আইনে। খুব সংক্ষেপে এই হল বিবাহ নামক প্রথার নেপথ্য কাহিনী। কিন্তু এখানে আমরা বলছি বিবাহ কিনা বৃক্ষতুলনীয়! কিন্তু কীভাবে?

ঠিক এইখানে এসে আমাদের ফিরে তাকানো যাক উপনিষদের দিকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদ আমাদের জানাল- সমুদ্র যেমন যাবতীয় জলরাশির একমাত্র মিলনাধার, তেমনই ত্বক সমস্ত স্পর্শের। নাক সব গন্ধের। জিভ রসের। চোখ রূপের। কান শব্দের। মন সংকল্পের। হৃদয় বুদ্ধি বা বিদ্যার। হাত কাজের। জননেন্দ্রিয় সমস্ত আনন্দের। এসব বলে সবশেষে বলল, বাক সমস্ত বেদের একমাত্র গতি। এখানে বাক মানে শব্দ বা বাক্য। মানে শব্দই ব্রহ্ম।

তবে সে যাই জানাক। আপাতত আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ ওই আনন্দকেন্দ্রিক।

কিন্তু কেন? কেননা প্রেম আমাদের আনন্দ দান করে। আর তার চূড়ান্ততম প্রকাশ নারীপুরুষের মিলনে। এক্ষেত্রে মস্তিষ্ক বিজ্ঞানও সঙ্গ দেয় আমাদের। মানুষের অন্যতম ইতিবাচক আবেগ ভালোবাসা ও যৌনতা। অবশ্য এ কেবল নিতান্ত আবেগ বা আনন্দেই সীমাবদ্ধ নয়। তাৎপর্য এর অনেক গভীর। কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। যৌনতা ছাড়া যেমন প্রজাতির টিকে থাকা অসম্ভব, তেমনই ভালোবাসা ছাড়া শিশুর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

এই আনন্দসূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি। ফুল বা প্রেম যদি আমাদের খেলার সঙ্গী হয়। তবে ফল সেখানে প্রয়োজনের সঙ্গী। অর্থাৎ ফুলের সঙ্গে আমাদের আনন্দের সম্পর্ক। কিন্তু যেই সেটা রূপান্তরিত হল ফলে, তখন সেটা নিছক আনন্দ পেরিয়ে পৌঁছে গেল আবশ্যকতায়। আর এইখানেই বিবাহের সঙ্গে মিলে গেল গাছ। অথবা গাছের সঙ্গে বিবাহ।

আবার যৌনতার সঙ্গে জড়িয়ে মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সিস্টেম। ডোপামিন আমাদের সুখ এবং আনন্দের অনুভূতি বাড়িয়ে দেয়। তাই ডোপামিনকে হ্যাপি হরমোন বলে। তবে শুধু ডোপামিন নয়। সেরোটোনিন, অক্সিটোসিন এবং এন্ডোরফিন নামক তিনটে নিউরোট্রান্সমিটার আমাদের ইতিবাচক ভাবনা তৈরি করে। এর মধ্যে অক্সিটোসিনকে বলে লাভ হরমোন।

ভালো বা আনন্দদায়ক কিছু দেখা বা কাজের সময় ডোপামিনের নিঃসরণ ঘটে। যা আমাদের রিওয়ার্ড সিস্টেমকে উদীপ্ত ও নিয়ন্ত্রণ করে আনন্দানুভূতি সৃষ্টি করে। এটা তাই প্রেরণাদায়ক হরমোনও বটে। সেরোটোনিন ভালোলাগার সঙ্গে সন্তুষ্টির কথাও বলে।

গাছ প্রাণের ধারক ও বাহক। সে যেমন প্রাণবায়ু দেয়। আবার সেই জোগানকারী খাদ্যের। একটি সুস্থ বিবাহ নারীপুরুষের মিলন অতিক্রম করে দুটি পরিবারকে একত্রিত করে। সেই বন্ধন উত্তর প্রজন্ম সন্তান সৃষ্টির মাধ্যমে লালন করে। ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় সুস্থ স্বাভাবিক সমাজের। অন্যদিকে গাছ ভূমিক্ষয় রোধের সঙ্গে প্রতিহত করে ঝড়কেও।

তাই শেষাবধি গাছ ও বিবাহকে একসূত্রে গাঁথলে অশুদ্ধ হয় না মহাভারত।

*(লেখক প্রবন্ধকার)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯৭

**পাশাপাশি :** ১। খরচে কুণ্ঠা, কৃপণতা, চুরির অভ্যাস ৩। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রী ৫। বদল, একটির সঙ্গে অন্যটির বদল হয়ে যাওয়া ৬। বাদ্যকর হিন্দুজাতিবিশেষ ৭। অহংকারী, গর্বী ৯। পূর্ণ এক বছর, সম্পূর্ণ বর্ষ ১২। ছোট ঘণ্টা, আলজিভ ১৩। ব্যাকরণে নিয়মের ব্যতিক্রম, পতন ঘটানো, মৃত্যু ঘটানো।

**উপর-নীচ :** ১। বোকা, স্থূলবুদ্ধি ২। নতুন ৩। যে পাদানিযুক্ত জোড়া লাঠির সাহায্যে দ্রুত চলা যায় ৪। অল্পবয়স্ক স্ত্রী, পুত্রবধূ ৫। ছোট, ক্ষুদ্র ৭। পত্নী ৮। মুখে মুখে রচিত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের গান ৯। দল, সমিতি, সম্প্রদায়, বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাজ ১০। বাতি, প্রদীপ, প্রদীপের সলতে ১১। সখী, সঙ্গিনী, প্রণয়নী।

### সমাধান ■ ৪০৯৬

**পাশাপাশি :** ১। কত্থক ৪। দক্ষিণ ৫। রাকা ৭। চন্দ্রিমা ৮। থানকুনি ৯। মরহুম ১১। মদত ১৩। বপু ১৪। গগন ১৫। নহলা।

**উপর-নীচ :** ১। কদাচ ২। কদমা ৩। পণপ্রথা ৬। কাহিনী ৯। মনিব ১০। মনগড়া ১১। মনন ১২। তবলা।

## বিন্দুবিসর্গ

## শিন্ডেকে নিয়ে মজা কমেডিয়ান কুণাল কামরার

# মুম্বই তোলপাড়, চলল ভাঙচুর

**মুম্বই, ২৪ মার্চ :** মহারাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন মহাযুতির দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক শিবসেনা। সম্প্রতি এক স্ট্যান্ডআপ কমেডি শো-তে সেই দলের নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী (এখন উপমুখ্যমন্ত্রী) একনাথ শিন্ডেকে ইঙ্গিত করে 'মজা' করেছিলেন কৌতুক অভিনেতা কুণাল কামরা। তার জেরে শিবসেনা কর্মীদের রোষের মুখে পড়েছেন তিনি।

মুম্বইয়ের যে হোটেল চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিন্ডের উদ্দেশে মন্তব্য করেছিলেন কুণাল, সেই হোটেল ও সংলগ্ন হ্যাবিট্যাট কমেডি ক্লাবের স্টুডিওতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, শিবসেনাকর্মীরা চেয়ার তুলে স্টুডিওর সিলিং ভাঙছেন। হুমকি দিচ্ছেন কুণালকে। ওই ঘটনার কয়েকঘণ্টা বাদে হাতুড়ি, শাবল নিয়ে সেখানে হাজির হন বৃহৎ মুম্বই পুরসভার কর্মীরা। তাঁদের দাবি, কমেডি ক্লাবের স্টুডিওর একাংশ বেআইনিভাবে গড়ে উঠেছে। সেটি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে।

এদিকে কুণালের মন্তব্য রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণের সুচনা করেছে। কৌতুক, বাকস্বাধীনতা, কটাক্ষের প্রেক্ষিত নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক চলছে। কুণালের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে একাধিক এফআইআর। কৌতুক শিল্পীর বিরুদ্ধে তোপ দাগতে গিয়ে রাহুল গান্ধি ও উদ্ধব ঠাকরেকে নিশানা করেছে শিবসেনা-বিজেপি জোট। বিপরীতে কুণালের হয়ে সওয়াল করেছেন শিবসেনা-ইউবিটি ও কংগ্রেস নেতারা। বাকস্বাধীনতার প্রশ্নে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সপা সাংসদ জয়া বচ্চন।

ঘটনার সূত্রপাত 'নয়া ভারত' নামে একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। সেখানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কিছু মন্তব্য করেন তিনি। একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বে শিবসেনায় ভাঙন নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে 'গদ্দার' (বিশ্বাসঘাতক) শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও নিজেই পোস্ট করেন কুণাল। সেখানে একটি জনপ্রিয় হিন্দি গানের প্যারোডির মাধ্যমে শিন্ডের শরীরীভাষার উল্লেখ করেন। তবে কোথাও সরাসরি শিন্ডের নাম নেননি কুণাল। সেই ভিডিও-র সূত্র ধরেই উত্তাল হয়েছে মারাঠা রাজনীতি।

উপমুখ্যমন্ত্রীর হয়ে সুর চড়িয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি বলেন, 'যখন আপনি অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন আপনার স্বাধীনতা সীমিত হয়ে যায়। প্রচার পেতে সুপারি (চুক্তি) নিয়ে যদি আপনি সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিদের অপমান করেন, তাহলে তা সহ্য করা হবে না।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'স্ট্যান্ড-আপ কৌতুকাভিনেতা এবং ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে কেউ আপত্তি জানাবেন না। তবে আমরা যদি বাকস্বাধীনতার আড়ালে বেপরোয়া আচরণ করি, তাহলে তা সহ্য করা হবে না। আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' শিবসেনা সাংসদ নরেশ মাহস্কে বলেন, 'কামরা একজন চুক্তিবদ্ধ কৌতুকাভিনেতা। তাঁর সাপের লেজে পা রাখা উচিত হয়নি। একবার দাঁত বেরিয়ে গেলে, ভয়াবহ পরিণতি হবে।' কুণালকে দেশছাড়া করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। যদিও কমেডি ক্লাবে ভাঙচুর নিয়ে শাসক শিবিরের কোনও নেতাই মন্তব্য করেননি।

বিপরীতে কুণালের পক্ষ নিয়েছেন শিবসেনা নেতা উদ্ধব ঠাকরে। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় না কুণাল কামরা ভুল কিছু বলেছেন। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাসঘাতকই বলতে হবে। যাঁদের রক্তে বিশ্বাসঘাতকতা আছে, তাঁরা কখনোই প্রকৃত শিবসৈনিক হতে পারেন না।' উদ্ধব-পুত্র আদিত্য ঠাকরে বলেন, 'কাপুরুষরা স্টুডিও ভাঙচুর করেছে। সরকারকে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে।' সপা সাংসদ জয়া বচ্চন বলেন, 'বাকস্বাধীনতা কোথায়? স্বাধীনতার মানে কি শুধু হট্টগোল, বিরোধীদের মারধর, মহিলাদের ধর্ষণ, খুন করা? আপনি (একনাথ শিন্ডে) ক্ষমতার জন্য দল ছেড়ে দল তৈরি করেছেন। এটা কি বালাসাহেবের অপমান নয়?'

তোপ-পালটা তোপের মধ্যে নিজের অবস্থানে অনড় কুণাল। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বর্তমানে তামিলনাড়ুতে থাকা কুণাল পুলিশকে জানিয়েছেন, নিজের মন্তব্যের জন্য তিনি মোটেও অনুতপ্ত নন। তাঁর ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন নেই। একমাত্র আদালত নির্দেশ দিলে তিনি সেই পথে হাঁটবেন। স্টুডিও ভাঙচুরের ঘটনায় শিবসেনার ১১ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছিল মুম্বই পুলিশ। এদিনই তাঁরা জামিন পেয়ে গিয়েছেন।

> যখন আপনি অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন আপনার স্বাধীনতা সীমিত হয়ে যায়
> **দেবেন্দ্র ফড়নবিশ,** মুখ্যমন্ত্রী, মহারাষ্ট্র

> কামরা একজন চুক্তিবদ্ধ কৌতুকাভিনেতা। তাঁর সাপের লেজে পা রাখা উচিত হয়নি
> **নরেশ মাহাস্কে,** শিবসেনা সাংসদ

> আমার মনে হয় না কুণাল কামরা ভুল কিছু বলেছেন। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাসঘাকতই বলতে হবে
> **উদ্ধব ঠাকরে,** নেতা, শিবসেনা-ইউবিটি

> বাকস্বাধীনতা কোথায়
> **জয়া বচ্চন,** সাংসদ, সপা

ঠান্ডার মধ্যেই লন্ডনের রাস্তায় প্রাতর্ভ্রমণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

# লন্ডনে হাইড পার্কে 'ওয়ার্ম আপ' দিদির

**লন্ডন, ২৪ মার্চ :** মেঘলা আকাশ। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। লন্ডনের পারদ নেমেছে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই পরিস্থিতিতেও তাঁকে থামানো গেল না। সোমবার ভোরে অচেনা আবহাওয়াতেও চেনা ছন্দে পাওয়া গেল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পায়ে হাওয়াই চটি, পরনে দুধসাদা শাড়ি। এই পরিচিত পরিধানেই তিনি হাঁটাহাঁটি করলেন বাকিংহাম প্যালেস ও হাইড পার্কে।

সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ভারতীয় হাই কমিশনে আমন্ত্রণ রয়েছে তাঁর। তার আগে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে কার্যত 'ওয়ার্ম আপ' সেরে ফেললেন মমতা। হাঁটতে হাঁটতেই একবার মজা করে বললেন, 'আজ ওয়াক নয়, ওয়ার্ম আপ।'

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ছয়দিনের জন্য লন্ডন সফরে গিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। একাধিক বৈঠক থেকে রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখা থেকে পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব রয়েছে তাঁর। শহরে থাকলেও শত কাজের মধ্যেও শরীরচর্চায় কখনও ফাঁকি দেন না মুখ্যমন্ত্রী। নির্দিষ্ট সময় মেনে বাড়িতে ট্রেড মিলে হাঁটেন। জেলা সফরে গেলে প্রাতর্ভ্রমণ 'অবধারিত' তাঁর। বিদেশ সফরেও এই রুটিনের অন্যথা হয় না। এবারও হলও না।

সঙ্গী ও নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়ে সোমবার সকাল-সকাল প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজে 'বাংলার নারীর ক্ষমতায়ন ও সাফল্য' নিয়ে বক্তৃতা দেবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত থাকবেন বিসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি তথা ভারতীয় ক্রিকেটদলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। লন্ডন দ্বিতীয় ঘরবাড়ি সৌরভের। সেখানেই চাকরি করেন তাঁর মেয়ে সানা। তিনি যতটা থাকেন কলকাতায়, তার চেয়েও বেশি হয়তো বা টেমসের তীরে। তাই মমতার একান্ত পছন্দের শিল্পোদ্যোগীর সেখানে থাকায় বিস্ময়ের কিছু নেই। আগামীকাল ব্রিটিশ বণিকসভার সঙ্গে শিল্পপতিদের নিয়ে মমতার লগ্নি বৈঠক। ২৬ তারিখ সরকারি স্তরে বাণিজ্য বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর একটি ভিডিও এদিন সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি লন্ডনের বিখ্যাত হাইড পার্কে দৌড়াচ্ছেন—তাও আবার শাড়ি ও স্যান্ডেল পরে! এই দৃশ্য দেখে নেটিজেনদের মধ্যে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। নানা মজার মন্তব্য ভেসে উঠতে থাকে মোবাইলের পর্দায়।

সাধারণত রাজনৈতিক সমাবেশ বা বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচিতে দীর্ঘ পথ হেঁটে যাওয়ার জন্য পরিচিত মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিরাচরিত গতিতেই এদিন হাঁটছিলেন, এমনকি দৌড়োচ্ছিলেনও। ভিডিওতে তাঁকে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'পিছিয়ে থেকো না, এগিয়ে এসো!' তাঁর এই চিরচেনা তরতাজা ফুরফুরে ভাব আর দৃঢ় মানসিকতার জন্যই তিনি বারবার সংবাদের শিরোনামে উঠে আসেন। এদিনও এলেন।

বিদেশ সফরেও নিজের নিয়মিত শরীরচর্চার অভ্যাস বজায় রেখে মমতা আরও একবার দেখালেন, তিনি শুধু রাজনৈতিক মঞ্চেই নয়, সমান স্বচ্ছন্দ বিশ্বের যে কোনও রাস্তায়!

## কানাডায় ভোট ২৮ এপ্রিল

**অটোয়া, ২৪ মার্চ :** আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ, অন্যদিকে কানাডাকে অঙ্গরাজ্য করার মার্কিন হুমকির কথা মাথায় রেখে আচমকা সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন কানাডার নয়া প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার ৯ দিনের মাথায় দেশের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করলেন। ২৮ এপ্রিল কানাডায় ভোট। পার্লামেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল অক্টোবরে। নির্ধারিত সময়ের সাত মাস আগেই হাউস অফ কমন্স ভেঙে দিয়ে নির্বাচনের ডাক দিয়েছেন।

কার্নি বলেন, 'আমি গভর্নর জেনারেলকে হাউস অফ কমন্স ভেঙে দিয়ে ভোট করানোর কথা বললাম। ২৮ এপ্রিল ভোট হোক একথাও বলেছি। তিনি রাজি হয়েছেন।' নির্বাচন এগিয়ে আনার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'আমেরিকা আমাদের ভাঙতে চাইছে, যাতে আমেরিকা আমাদের দখল নিতে পারে। আমরা (কানাডা) তা হতে দেব না। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। আমাদের সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেজন্য জনগণের রায় জোরালো হওয়া দরকার।'

## হাসপাতালে হামলা, হত ৫১

**গাজা, ২৪ মার্চ :** দক্ষিণ গাজার খান ইউনুস শহর থেকে রবিবার বাসিন্দাদের উত্তর গাজায় সরে যেতে বলেছিল ইজরায়েলি সেনা। সেইমতো দলে দলে প্যালেস্তিনীয়রা পায়ে হেঁটে উত্তর গাজার ত্রাণশিবিরগুলিতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই ওইদিন গভীর রাতে খান ইউনুসের নাসির হাসপাতালে বোমা ফেলেছে ইজরায়েলের বায়ুসেনা। হাসপাতালটি কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসাকর্মী, রোগী সহ কমপক্ষে ৫১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একাধিক শিশু রয়েছে। মৃতের তালিকায় রয়েছেন জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের এক কমান্ডারও।

## ১০৭৮ পয়েন্ট উত্থান

**মুম্বই, ২৪ মার্চ :** টানা ৬ দিনের উত্থান একমাসের সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছে দিল শেয়ার বাজারকে। সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনে সেনসেক্স ১০৭৮.৮৭ পয়েন্ট উঠে ৭৭৯৮৪.৩৮ পয়েন্টে এবং নিফটি ৩০৭.৯৫ পয়েন্ট উঠে ২৩৬৫৮.৩৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে।

## আজ শুনানি

**নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ :** কর্ণাটকে এক প্রথমসারির মন্ত্রীর সঙ্গে অন্য মন্ত্রী, বিধায়ক ও বিচারক সহ ৪৮ জনের বিরুদ্ধে মধুচক্র কেলেঙ্কারির যে অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত করুক সিবিআই কিংবা বিশেষ তদন্তকারী দল সিট। এই মর্মে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বিনয় কুমার সিং মামলা দায়ের করেছেন। আজ শুনানি হতে পারে ওই মামলার।

# মমতার সঙ্গে বিরোধ ওড়ালেন অভিষেক

## 'বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে দরকার নেই'

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ :** ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনাই হতে চলেছে তৃণমূলের ইস্যু, সোমবার নয়াদিল্লিতে এক ঘরোয়া আলোচনায় সাংবাদিকদের এটাই বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেকের কথায়, 'বাংলার বঞ্চনা অবশ্যই একটি বড় ইস্যু হতে চলেছে আগামী নির্বাচনে। যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে, সেই টাকা যদি মিটিয়ে দিত তাহলে প্রতিটি ব্লকে কোটি টাকার সেতু, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করা যেত।' তবে আগে অপরাজিতা বিলটিতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আদায় করাই মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, লোকসভা ভোটের আগে ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখে বিজেপি বাংলার মানুষের সঙ্গে অন্যায় করেছে। ফলস্বরূপ লোকসভা ভোটে বাংলায় বিজেপির ফল খারাপ হয়েছে। তবুও বিজেপি শিক্ষা নেয়নি। এখনও ১০০ দিনের কাজের বরাত দেওয়া হয়নি বাংলায়। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে তৃণমূল ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক।

তবে বারবার দলের ফাটল নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও অভিষেক এদিন দলের অভ্যন্তরে কোনও বিদ্রোহ নেই বলেই দাবি করেছেন। বিরোধীদের প্রচারকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'দিদি আমার নেত্রী। কিছু ব্যক্তি দলের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করলেও তাতে কোনও প্রভাব পড়বে না।' তিনি স্পষ্ট জানান, তৃণমূল দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে চলে। উত্তরবঙ্গ বা রাজ্যের যে কোনও জায়গা থেকে নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রবীণ-নবীন একাকার। দলীয় সাংসদদের নিয়ে নয়াদিল্লিতে অভিষেক।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে অভিষেক স্পষ্ট জানান, '২০২৬-এ আমাদের কংগ্রেসের দরকার নেই।' তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস বরাবরই সিপিআইএম-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জোটের সুযোগ দিলেও কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। ভবিষ্যতে জোটের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘরোয়া আলোচনায় এপিক সংক্রান্ত অনিয়ম রুখতে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই দলের পক্ষ থেকে দুইটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বুথস্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নজরদারি চালানো হবে। ৯০ হাজার বুথে ৭.৫ কোটি ভোটারের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে তৃণমূল।

## বেতন, ভাতা বাড়ল সাংসদদের

**নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ :** মুদ্রাস্ফীতিতে ধুঁকছে দেশ। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জেরে জর্জরিত আমজনতা। সেই সব ভুলে একলাফে ২৪ শতাংশ বাড়ানো হল সাংসদদের বেতন। প্রায় সমানুপাতিক হারে বাড়ছে সাংসদদের দৈনিক ভাতা এবং প্রাক্তন সাংসদদের পেনশনও।

কেন্দ্রীয় সরকার সোমবার সাংসদ ও প্রাক্তন সাংসদদের বেতন, দৈনিক ভাতা ও পেনশনে ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি অনুমোদন করেছে। এই নতুন ব্যবস্থা ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বর্তমান সাংসদদের দৈনিক ভাতা এবং প্রাক্তন সাংসদদের পেনশন ও অতিরিক্ত পেনশন বাড়ানো হয়েছে।

নতুন বেতন কাঠামো এইরকম। ক্ষমতাসীন সাংসদদের বেতন আগে ছিল প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। দৈনিক ভাতা আগে ছিল ২,০০০ টাকা। এখন বেড়ে হয়েছে ২,৫০০ টাকা।

প্রাক্তন সাংসদদের পেনশন আগে ছিল ২৫,০০০ টাকা। এখন তা বেড়ে ৩১,০০০ টাকা হয়েছে। অতিরিক্ত পেনশন (৫ বছরের বেশি সাংসদ থাকলে) আগে ছিল ২,০০০ টাকা প্রতি মাসে। এখন তা বেড়ে মাসিক ২,৫০০ টাকা হয়েছে।

এই বৃদ্ধি সাংসদদের বেতন, ভাতা ও পেনশন সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী করা হয়েছে এবং আয়কর আইনের 'কস্ট ইনফ্লেশন ইনডেক্স'-এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে।

# নাগপুর হিংসায় বাড়ি ভাঙা হল ফাহিমের

**নাগপুর, ২৪ মার্চ :** বিজেপি মানেই যেন বুলডোজার। আবারও বুলডোজার চলল বাড়ি ভাঙতে। এবার নাগপুরে। ঔরঙ্গজেবের সমাধিকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি নাগপুরে যে হিংসা ছড়িয়েছিল, সেই মামলায় দেশদ্রোহের অভিযোগে ধৃত সংখ্যালঘু ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এমডিপি) নেতা ফাহিম খান ও আরও একজনের বাড়ি সোমবার ভেঙে দিল স্থানীয় পৌর প্রশাসন।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে বুলডোজার নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে ধাক্কা খেল মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। নাগপুরে সাম্প্রতিক গোষ্ঠীহিংসার পরে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সরকার একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষের বাড়ি ও দোকান ভাঙা শুরু করেছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু বম্বে হাইকোর্ট সোমবার বুলডোজার প্রয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে। একইসঙ্গে পুলিশের এহেন অতিসক্রিয়তাকে তীব্র তিরস্কার করেছে বম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চ।

নাগপুরের ক্ষেত্রে সেই নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে আবেদন জানানো হয়েছিল বম্বে হাইকোর্টে। সেই মামলার শুনানিতে সোমবার প্রশাসনকে তিরস্কার করে আদালত। সেই সঙ্গে অবিলম্বে বুলডোজার চালানো বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও তার আগেই সোমবার সকালে প্রশাসন নাগপুরের যশোধরা নগর এলাকার সঞ্জয় বাগ কলোনিতে হিংসায় অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির বাড়ির একাংশকে 'বেআইনি নির্মাণ' বলে চিহ্নিত করে বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

## এলাহাবাদে বদলি বিচারপতি ভার্মা

**নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ :** দিনকয়েকের টানাপোড়েনের পর বিচারপতি যশবন্ত ভার্মাকে বিচারের দায়িত্ব থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অব্যাহতি দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার উচ্চ আদালতের তরফে এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির জন্য পদক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে বিচারপতি ভার্মাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছিল সেখানকার বার কাউন্সিল। শীর্ষ আদালতের একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের বৈঠকে বিচারপতি ভার্মাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সোমবার সেই প্রস্তাব সুপারিশের আকারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাচক্রে এদিনই এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশ বিচারপতি ভার্মার ইমপিচমেন্টের দাবিতে সরব হয়েছেন।

সম্প্রতি বিচারপতি ভার্মার সরকারি বাসভবন থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধারের ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়। তাঁর মতে, বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে, সেগুলি খতিয়ে দেখতে আরও তদন্তের প্রয়োজন। বিচারপতি ভার্মা অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, বাড়ির যে স্টোররুম থেকে টাকা উদ্ধারের দাবি করা হয়েছে সেখানে অনেকেই যাতায়াত করেন। ওই ঘরে বস্তা বস্তা টাকা লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বাড়িতে আগুন লাগার পর টাকা উদ্ধার সম্পর্কে তিনি বা বাড়ির গৃহকর্মীদের কেউ অবগত ছিলেন না বলেও বিচারপতি ভার্মা জানিয়েছেন।

বিতর্ক শুরু হওয়ার পর দিল্লি হাইকোর্টে তাঁর বেঞ্চে কোনও মামলার শুনানি হয়নি।

# পড়ুয়াদের আত্মহত্যা রুখতে সুপ্রিম টাস্ক ফোর্স

**নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ :** পেশায় বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মী এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের সম্প্রতি মৃত্যু হয় নিউটাউনের একটি বহুতলের সাততলা থেকে পড়ে গিয়ে। অবসাদ থেকেই আত্মহত্যা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। অন্যদিকে রাজস্থানের কোটায় একই দিনে দু'টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। চলতি মাসে এই নিয়ে সেখানে মৃত্যু হল ছয়জনের। তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত একটি আবেদনের জবাবে জানা গিয়েছে, ২০১৯-'২০ থেকে ২০২৩-'২৪ সালের মধ্যে দেশের ২৩টি আইআইটির মধ্যে ৩৭ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন।

দেশের সর্বত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার যে ক্রমবর্ধমান ছবি সাম্প্রতিককালে উঠে এসেছে, তার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। সোমবার এই টাস্ক ফোর্স গঠনের ঘোষণা করা হয়।

২০২৩ সালে আইআইটি দিল্লির দুই দলিত ও আদিবাসী শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনার পর তাঁদের পরিবার আদালতের দ্বারস্থ হয়। মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানায়, শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। বরং সমগ্র জনসমাজেই এটি একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা।

বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা ও আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'আমরা শিক্ষার্থী আত্মহত্যার এই ধারাবাহিক ঘটনাগুলিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন মনে করছি। এই ঘটনাগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে হবে না। শিক্ষাঙ্গনে এই ভয়ঙ্কর প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে।'

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাটের নেতৃত্বাধীন এই টাস্ক ফোর্স চার মাসের মধ্যে একটি রিপোর্ট দাখিল করবে। সেই প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করে তার প্রতিরোধে কী করণীয়, তা সুপারিশের আকারে জানাতে হবে কমিটিকে। টাস্ক ফোর্সে থাকবেন উচ্চশিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নারী ও শিশুকল্যাণ এবং আইনমন্ত্রকের প্রতিনিধিরাও।

আইআইটি দিল্লির দুই পড়ুয়ার পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের সন্তানরা ক্যাম্পাসে হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। কিন্তু দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর মামলা বন্ধ করে দেয়। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কড়া ভর্ৎসনা করেছে দিল্লি পুলিশকে। শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ বলেছে, আত্মহত্যার সম্ভাব্য কারণগুলি খতিয়ে দেখা উচিত ছিল পুলিশের। বিশেষত আত্মহননের পিছনে সম্ভাব্য হেনস্তার বিষয়টি তদন্তকারীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ছিল। উচিত ছিল সেইমতো এফআইআর করাও। কিন্তু তা না করে পুলিশ গুরুতর গাফিলতি করেছে। দিল্লি পুলিশকে ফের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে। বিশেষ করে র‍্যাগিং, বৈষম্য ও হেনস্তার মতো বিষয়গুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানসিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে, যা শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

### একনজরে

- টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাট
- কমিটিতে থাকছেন উচ্চশিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নারী ও শিশুকল্যাণ এবং আইনমন্ত্রকের উচ্চপদস্থ কর্তারাও
- আত্মহত্যার কারণগুলি খতিয়ে দেখে তার প্রতিকারে কী করণীয়, তা সুপারিশের আকারে চার মাসের মধ্যে জানাতে হবে টাস্ক ফোর্সকে
- শিক্ষাঙ্গনে পড়ুয়াদের হেনস্তা ও আত্মহত্যার তদন্তে গাফিলতির জন্য ভর্ৎসনা দিল্লি পুলিশকে
- পড়ুয়াদের আত্মহত্যা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং এগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন, বক্তব্য সুপ্রিম কোর্টের
- ২০১৯-'২০ থেকে ২০২৩-'২৪ সালের মধ্যে দেশের ২৩টি আইআইটির মধ্যে ৩৭ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন

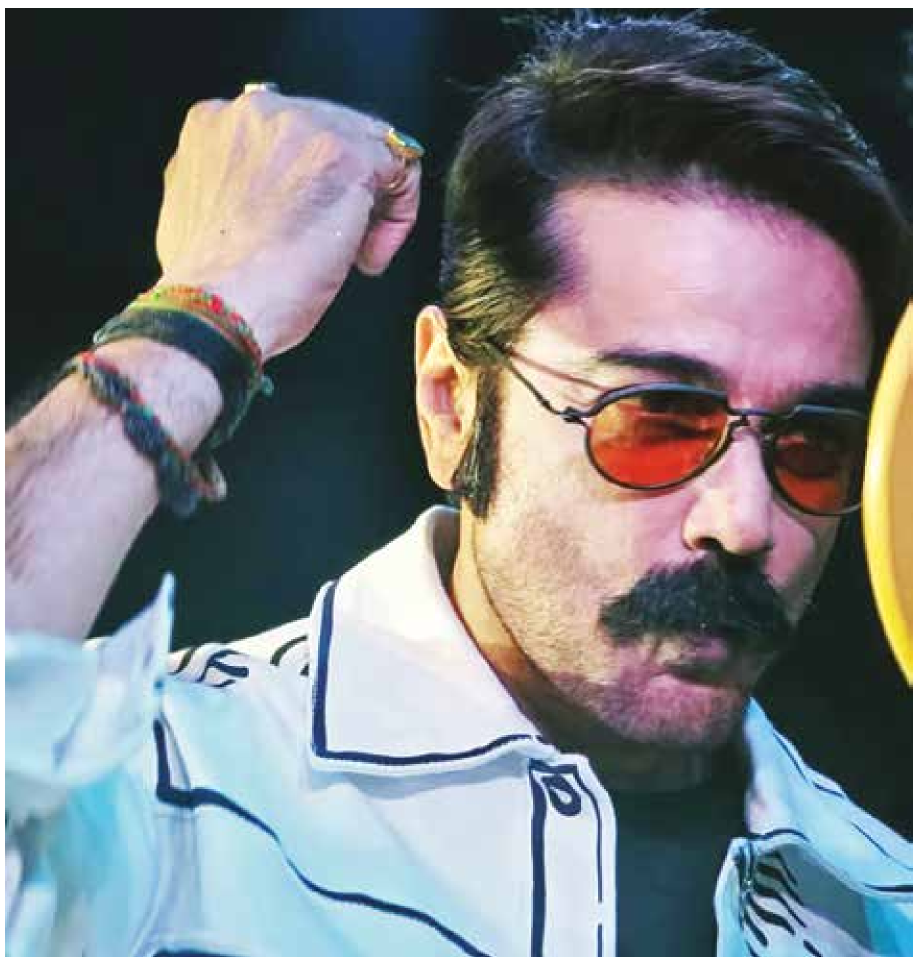

# ছেলেকে নিয়ে কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন প্রসেনজিৎ?

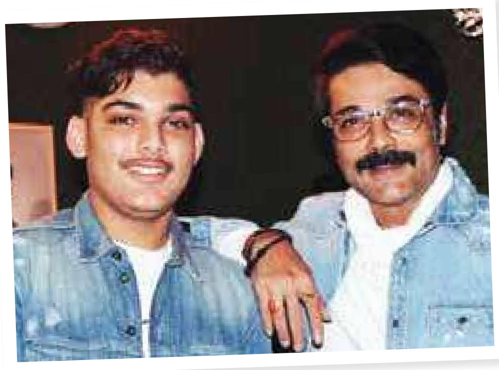

কিছুদিন আগেই প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তাঁর মিশুক অভিনয় করবে না। মানে তৃষাণজিৎ। প্রসেনজিৎ এবং অর্পিতার একমাত্র ছেলে। ছেলের মন পড়ে আছে ফুটবলে। কিন্তু না, ছেলে নিজেই বলেছেন, ফুটবলের কেরিয়ারে তাঁর উৎসাহ নেই। তাহলে? উনিশ বছরের জন্মদিন পেরোতে না পেরোতেই ছেলে জানিয়েছেন, তিনিও বাবার পেশায় আসতে চান।

মানে অভিনয়। প্রসেনজিতের ছেলে যে অভিনয় করবেন, তা শুনে আশ্চর্য হচ্ছেন না কেউ। কিন্তু প্রসেনজিৎ যে কথাটা ছেলেকে বলেছেন, সে কথা শুনে ইন্ডাস্ট্রির চক্ষু চড়কগাছ। কী বলেছেন তিনি?

'ছেলেকে পরিষ্কার বলে রেখেছি, তোমাকে সবরকম সাপোর্ট দেব। এ দেশের সিনেমা জগতের যে কোনও লোক আমাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। তার পুরো সুবিধা আমার ছেলের জন্য নেব। তোমাকে সেরা ট্রেনিং দেব কিন্তু একটা কাজ আমি করব না, টাকা দিয়ে লঞ্চ করাব না।'

অথচ শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ানের প্রথম ওয়েব সিরিজ কিন্তু রেড চিলিজ করছে। শাহরুখ সেখানে অভিনয়ও করছেন। যদিও আরিয়ান অভিনয় নয়, পরিচালনা করছেন, তবুও অন্য কোনও হাউজের হাত ধরে আরিয়ান আসেননি।

তাহলে মিশুকের হাউজ কে হবে? চর্চায় রয়েছে শ্রীভেঙ্কটেশ কিংবা কৌশিক গাঙ্গুলি। আর নায়িকা? না, পুরনো কেউ নয়। তিনিও হয়তো নতুন হবেন। অথবা বলিউডের। এখনও তা স্পষ্ট নয়। তবে বাবা যে ছেলেকে পরিচয় করাতে উঠেপড়ে লেগেছেন, সে কথা স্পষ্ট। ফিল্মি পার্টি হোক বা অ্যাওয়ার্ড শো, ছেলেকে নিয়েই পৌঁছোন তিনি। শুধু তাই নয়, ছেলের সঙ্গে পার্টিতে তারকাদের তোলা ছবিও নিজের প্রোফাইল থেকে শেয়ার করেন। তার মানে, জোরকদমে কাজ শুরু।

এবার ইন্ডাস্ট্রির নাম কি তৃষাণজিৎ? তেমনটি হতেই পারে। সম্প্রতি এসভিএফ ও হইচই সংস্থা তাদের ছবি ও সিরিজের ঘোষণা করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে প্রসেনজিতের সঙ্গে তৃষাণজিৎ নজর কেড়েছিলেন সকলের। এদিনই শোনা গিয়েছিল, চলতি বছরেই তৃষাণজিৎ পা রাখবেন অভিনয়ে। তাঁর পিছনে থাকবেন এসভিএফই। প্রথমে এ বিষয়ে টনক নড়ে তৃষাণজিৎকে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবির সেটে দেখে।

তাঁর ছবিতেই কি নতুন নায়কের আত্মপ্রকাশ হবে? উত্তরে সৃজিত না-ই বলেন। তবে তৃষাণজিৎ নাকি অভিনয়ের পাঠ নিচ্ছেন দামিনী বেণী বসুর কাছে থেকে। তবে দামিনীও এ বিষয়ে মুখ খোলেননি।

যাই হোক না কেন, এবার তৃষাণজিতের এবার নায়ক হওয়ার অপেক্ষা।

# স্বস্তিকা ফের প্রেমে?

এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। একে বসন্ত, তায় গত পূর্ণিমাতে পুদুচেরিতে সমুদ্রের তীরে ঠিক কার সঙ্গে বসেছিলেন তিনি? এদিন তিনি যে ছবিটি শেয়ার করেছেন সেটা পুদুচেরিতে তোলা। তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। কী আছে সেই ছবিতে?

অনেকটা দূর থেকে তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সমুদ্র সৈকতে পাথরের উপর এক জুটি বসে। খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে পাশাপাশি বসে আছেন তাঁরা। মুখ স্পষ্ট নয় যদিও। তবে তাঁদের সামনে থাকা দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র ভাসছে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়। ছবি পোস্ট করে টেক্কা অভিনেত্রী রবি ঠাকুরের গানের লাইন ধার করে লেখেন, 'তোমরা যে বল দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা।'

যদিও ছবিতে থাকা মহিলাটি তিনিই কিনা স্পষ্ট নয়। তিনি ছবিটি তুলে থাকতে পারেন আবার ছবির মহিলাটিও তিনি হতে পারেন। তবে এমন রোমান্টিক লাইন দিয়ে ছবিটি পোস্ট করায় তাঁর অনুরাগীদের অনুমান, অভিনেত্রী ফের প্রেমে পড়েছেন। এই বসন্তেই তাঁর জীবনে লেগেছে প্রেমের রং। নেটপাড়ার অনুমান, প্রেমিকের সঙ্গে পুদুচেরি বেড়াতে গিয়েছেন অভিনেত্রী। সেখানেই তুলেছেন ছবিটি।

স্বস্তিকা ছবি শেয়ার করার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই তাঁকে নতুন প্রেমের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেউ আবার জানতে চেয়েছেন, এ পুরুষ কে! বলা বাহুল্য, স্বস্তিকা কোনও উত্তরই দেননি।

# আওয়ারাপন সিক্যুয়েল, মুখ খুললেন ইমরান

চলতি বছর ইমরান হাশমি তাঁর জন্মদিন উদযাপনের ব্যবস্থাটা অন্যভাবে করলেন। সোমবার তিনি পোস্ট করেছেন আওয়ারাপন ২-এর খবর। ২০০৭ সালের এই ছবির কিছু ক্লিপিংস সমৃদ্ধ একটি টিজার শেয়ার করেছেন। টিজারে দেখা যাচ্ছে, তিনি খাঁচা থেকে একটি পাখি উড়িয়ে দিয়ে বলছেন, কারোর জন্য মরে যাওয়াই আমার জীবনের লক্ষ্য। টিজার শেষ হচ্ছে এই লেখা দিয়ে, আওয়ারাপন ২--সফর চলছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে 'তেরা মেরা রিস্তা' গানটিও শেনা যায়, দর্শকদের নস্টালজিক করে তুলতে যা যথেষ্ট। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এই ছবি আসছে ২০২৬ সালের ৩ এপ্রিল। কিছুদিন আগে ওই ছবি তাঁর অভিনীত চরিত্রের অ্যানিমেটেড ক্লিপ শেয়ার করেন। সঙ্গে ছবির গান, তখনই অনুমান করা গিয়েছিল আওয়ারাপন ২-এর বিষয়ে। এখন আনুষ্ঠনিকভাবেই ঘোষণা করলেন ইমরান। প্রথম আওয়ারাপনের পরিচালক ছিলেন মোহিত সুরি। এবার সেই দায়িত্ব কে সামলাবেন, তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে আবারও যে এমরান দারুণ শক্তিশালী পারফরমেন্স দেবেন, তা নিয়ে অনুরাগীরা নিশ্চিত।

# রিয়ার 'সিদ্ধি'লাভ

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুরহস্য কেস ক্লোজ করল সিবিআই। সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সুশান্ত আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে কেউ জড়িত নয়। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ থেকে রিয়া চক্রবর্তীকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

এই কথা সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে রিয়ার আইনজীবী সতীশ মানশিন্ডে সিবিআইয়ের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। রিয়ার ভাই শৌভিক সোশ্যাল হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'সত্যমেব জয়তে'। আর রিয়া তাঁর বাবা এবং ভাইকে নিয়ে সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিতে যান। গণপতির আশীর্বাদ নিয়ে ফেরার সময় পাপারাৎজিদের মুখোমুখি হন রিয়া। না, তিনি কোনও কথা বলেননি। শুধু হাতজোড় করে উচ্চারণ করেছেন, 'গণপতি বাপ্পা মোরিয়া'

## সচেতনতা বাড়াতে সলমন

আইপিএল-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঝকঝকে চকচকে মেজাজকে সরিয়ে যক্ষারোগের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আয়োজিত ক্রিকেট ম্যাচে হাজির ছিলেন সলমন খান। নিজের ইমেজ ও স্টারডমকে ব্যবহার করে এই উদ্যোগ যাতে সফল হয় এবং এরকম আরও অনুষ্ঠান যাতে হয়, তার জন্যই এই পদক্ষেপ। কিছুদিন আগে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য তিনি চক্ষু শিবিরের আয়োজন করেন। তিনি ও তাঁর বিয়িং হিউম্যান এনজিও এমন নানা অনুষ্ঠান করেন, যক্ষা রোগের সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ তেমনই একটি।

## শ্রদ্ধার নাম জানা গেল

স্ত্রী ২ এত বড় হিট, তা সত্ত্বেও নায়িকা শ্রদ্ধা কাপুরের নাম জানা যায়নি। তিনি স্ত্রী-র মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবিতে। বর্তমানে স্ত্রী ৩-এর স্ক্রিপ্ট ভাইরাল। তাতেই জানা গিয়েছে, এই ছবিতে শ্রদ্ধা কাপুরের নাম হবে গায়ত্রী। এ নামের যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। গায়ত্রী মন্ত্র অধ্যাত্মের পথে এগোবার শক্তি দেয়। ছবিতে ভিকি বিপদে পড়লে গায়ত্রী সবসময় তার পাশে দাঁড়ায়। স্ত্রী ২-এর ক্লাইম্যাক্সে দেখা যায়, সারকাটার হাত থেকে ভিকিকে বাঁচাতে গায়ত্রী, স্ত্রী-কে ডাকছে, এই সারকাটাই তার বাবা।

স্ত্রী ৩ ছবিতে দেখা যাবে মহাযুদ্ধ। ছবির নির্মাতা ম্যাডক ফিল্মস। তাদের ব্যানারে ভেড়িয়া ২ তৈরি হবে, অভিনয়ে বরুণ ধাওয়ান। এছাড়া আয়ুষ্মান খুরানা, রশ্মিকা মানডানা অভিনীত থামা ছবিটিও আছে নির্মাতাদের তালিকায়। সব ফ্র্যাঞ্চাইজির মিলন ঘটবে স্ত্রী ৩-এ।

## একনজরে সেরা ৫

### শেখর, প্রাইম ঝগড়া

কিছুদিন আগে শেখর কাপুর অভিযোগ করেন, প্রাইম ভিডিও তাঁকে না জানিয়েই তাঁর ছবি ব্যান্ডিট কুইন কাটছাঁট করে দেখিয়েছে।... ক্রিস্টোফার নোলন-এর ছবি কি এভাবে কাটা যেত? সোমবার প্রাইম ভিডিও আনুষ্ঠানিকভাবে এর প্রতিবাদ করে জানিয়েছে, তারা ছবির ডিস্ট্রিবিউটার এনএইচ স্টুডিও থেকে ছবির যে ভার্সান পেয়েছে, তাইই দেখিয়েছে।

### হতে পারে কহানি ৩

আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানা না গেলেও শোনা গিয়েছে, পরিচালক-প্রযোজক সুজয় ঘোষ একটি চিত্রনাট্যকে মান্যতা দিয়ে বিদ্যা বালানের কাছে পাঠিয়েছেন, বিদ্যা তাতে রাজি হয়েছেন। সব ঠিক থাকলে আবার পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁরা হাত মেলাবেন, তৈরি হবে কহানি ৩। কহানি ২ হয়েছিল ২০০৬-এ।

### কীর্থি সুরেশের হিন্দি ছবি

দক্ষিণী অভিনেত্রী কীর্থি সুরেশ আরও একটি হিন্দি ছবিতে কাজ করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। রণবীর কাপুর তাঁর নায়ক হতে পারেন। এটি রোমান্টিক কমেডি হতে পারে। এর আগে বরুণ ধাওয়ান, ওয়ামিকা গাব্বি অভিনীত বেবি জন ছবিতে তাঁকে দেখা গিয়েছে।

### আমিরের স্বীকৃতি

সম্প্রতি আমির খান স্বীকার করেছেন, শাহরুখ ও সলমন খানের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তবে এখন, এই ৩৫ বছর পর নিজেদের মধ্যে তাঁরা বন্ধুত্ব আর উষ্ণতাই অনুভব করেন। আম্বানিদের বিয়ের অনুষ্ঠানে মুকেশ আম্বানির অনুরোধেই তিনি শাহরুখ-সলমনের সঙ্গে নেচেছিলেন। দুই খানকে তিনি বলেওছেন, এবার আমরা তিনজন একসঙ্গে ছবি করতেই পারি।

### প্রতীক স্মিতা পাতিল

বাবার পদবি বব্বর ত্যাগ করে প্রতীক শুধু প্রতীক স্মিতা পাতিল হলেন। তিনি বলেছেন, আমার মন আর আত্মা যা চেয়েছে, তাই করেছি। আমি বাবার মতো হতে চাই না। আমার মায়ের সঙ্গেই জুড়ে থাকতে চাই। জন্মের পর থেকেই রাজ বব্বররা প্রতীকের সঙ্গে ছিলেন না। প্রতীকও তাঁর বিয়েতে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাননি।

# আসছে ইতিহাসের অন্ধকারময় অধ্যায়

ছবির নাম কেসরি চ্যাপ্টার ২: দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ জালিয়ানওয়ালাবাগ। সোমবার প্রকাশ্যে এল ছবির টিজার। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এবং তারপরের ঘটনা নিয়ে এই ছবি। এই ঘটনা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্পটাই বদলে দিয়েছিল। ছবির প্রধান অভিনেতা অক্ষয় কুমার, আর মাধবন, অনন্যা পাণ্ডে। অক্ষয় ছবিতে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সি শঙ্করন নায়ারের ভূমিকায়, তিনি এই নারকীয় ঘটনার পর ব্রিটিশ আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। ছবিতে এই ঘটনার পরবর্তী অধ্যায় উঠে আসবে বলে নির্মাতারা দাবি করছেন, যার অনেকটাই নাকি আমাদের অজানা। এক মিনিট ১৫ সেকেন্ডের টিজারটির অসাধারণত্ব পরতে পরতে। প্রথম ৩০ সেকেন্ড কোনও টাইটেল বা দৃশ্য নেই, শুধু শোনা যায়

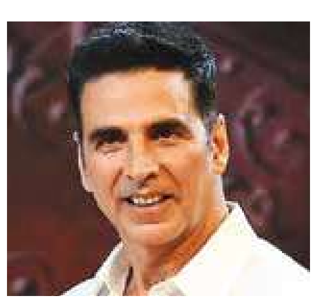

মানুষের চিৎকার, আক্রান্তদের আর্তনাদ, কান্না এবং হাহাকারের মতো একটি আবেদন-- দয়া করে থামান, গেট বন্ধ। এর সঙ্গে পর্দায় আসে একটা সাবধানবাণী, এই দৃশ্য ভীষণ ভয়ংকর, একে দেখানো যাবে না। শঙ্করণ আয়ার জালিয়ানওয়ালাবাদের ঘটনার প্রতিবাদে আইনের পথে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধকার দিক তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। প্রসঙ্গত, ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় সম্মিলিত নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশুর ওপর জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সেনা নির্বিচারে গুলি চালায়। শতাধিক মানুষ সেদিন নিহত হন।

ভিন্নধর্মী ছবির পরিচালক করণ সিং ত্যাগী।

ছবির মুক্তি ১৮ এপ্রিল ২০২৫।

## ঢাই কিলো হাত নিয়ে সানি

সানি দেওল-এর ছবি 'জাট'-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে এল। ছবির পরিচালক গোপীচাঁদ মলিনেনি। খলনায়ক রণদীপ হুড়া। এছাড়া আছেন বিনীত কুমার সিং, রেজিনা ক্রেসেন্দ্রা, স্বরূপা ঘোষ, সংযমী খের প্রমুখ। তিন মিনিটের ট্রেলারে দেখা যায়, অজস্র অপরাধ হয়ে চলছে যার হোতা রণতুঙ্গা বা রণদীপ। পরের দৃশ্যে সানির আগমন। পুলিশ অফিসার। বেশকিছু অপরধীকে শায়েস্তা করে তিনি নিজের পরিচয় দেন এবং জানান তিনি রানার দুনিয়াকে ধ্বংস করার মিশনে যাচ্ছেন। ট্রেলার শেষ হয় তাঁর আইকনিক ডায়লগে, এই আড়াই কিলো হাতের পাঞ্জার শক্তি পুরো উত্তর ভারত দেখেছে, এবার দক্ষিণ ভারতের পালা।

# ইউনেসকোর সঙ্গে মউ স্বাক্ষর

## রাজ্যে প্রথম উদ্যোগ ফালাকাটা কলেজে

**সুভাষ বর্মন**

**ফালাকাটা, ২৪ মার্চ :** ফালাকাটা কলেজের ইতিহাসে নয়া পালক। সোমবার এই কলেজের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করল ইউনেসকো। যা আলিপুরদুয়ার জেলা তো বটেই, গোটা রাজ্যের মধ্যেই প্রথম। এই মউয়ের মাধ্যমে আগামীতে ইউনেসকোর বিভিন্ন কর্মসূচিতে শামিল হতে পারবে কলেজ। অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের পাশাপাশি পড়ুয়ারাও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন।

শিক্ষার পাশাপাশি সমাজ, সংস্কৃতির উন্নতি হোক, এমনটাই চাইছে ইউনেসকো। আর এজন্য কলেজ পড়ুয়াদের ভূমিকা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে রাজ্যের মধ্যে প্রথম ফালাকাটা কলেজকে বেছে নেওয়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষ দারুণ খুশি। তবে এখন ধাপে ধাপে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের সঙ্গেই এভাবে মউ স্বাক্ষর করা হবে বলে ইউনেসকোর প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন।

ইউনেসকোর রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনের কোঅর্ডিনেটর ডঃ কার্তিকচন্দ্র সূত্রধরের কথায়, 'প্রথমে কলেজের ৩০ জন অধ্যাপক, অধ্যাপিকাকে ইউনেসকোর সদস্যপদ নিতে হয়। তবেই এই মউ স্বাক্ষর করা সম্ভব। ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা রাজ্যের মধ্যে প্রথম সেই সদস্যপদ নিয়েছেন। তাই এদিন মউ স্বাক্ষরিত হল। তবে এখন ধাপে ধাপে রাজ্যের অন্যান্য কলেজের সঙ্গেও এই মউ স্বাক্ষরিত হবে।'

এর ফলে কী হবে? যেমন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পৃথিবীর সব দেশেই তো পালিত হয়। ইউনেসকোর গাইডলাইন মেনে এবার আগামীতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঘটা করে ফালাকাটা কলেজে উদযাপিত হবে। তাতে পড়ুয়ারা শামিল হবেন। পড়ুয়াদের মাধ্যমে সমাজে সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এরকম ইউনেসকো স্বীকৃত আন্তর্জাতিক স্তরের নানা কর্মসূচিতেই এবার থেকে শামিল হবে ফালাকাটা কলেজ।

এদিন ইউনেসকোর স্টেট কোঅর্ডিনেটর ছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারতের ইউনেসকোর সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ অশ্বিনীকুমার শর্মা উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে কলেজের সেমিনার রুমে আলোচনা হয়। তারপর মউ স্বাক্ষরিত হয়। এই মউ স্বাক্ষরের দিনটিকে ঐতিহাসিক বলে মনে করছেন কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি সুরেশ লালা। তাঁর কথায়, 'আমি পদে থাকাকালীন আন্তর্জাতিক স্তরের এত বড় একটি মউ স্বাক্ষরিত হল। যা কিনা রাজ্যের মধ্যে প্রথম। তাই এই দিনটি কলেজের কাছে একটি ঐতিহাসিক দিন। এজন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি।'

এই মউয়ের মাধ্যমে কীভাবে কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন সেকথা জানিয়েছেন অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। অধ্যক্ষের কথায়, 'অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা ইউনেসকোর বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ইউনেসকোর জার্নালে নিজেদের লেখাও পাঠানোর সুযোগ পাবেন। এভাবে অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা আরও সমৃদ্ধ হলে তা পড়ুয়াদেরও উপকারে লাগবে। এছাড়াও ইউনেসকো থেকে ফান্ডও আসবে।'

এই মউ স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ প্রদীপকুমার অধিকারী ও ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপিকা অর্পিতা দত্ত বিশ্বাস। তাঁরা জানান, আগামীতে কলেজ থেকে একটি ঘরের ব্যবস্থা করা হলে ইউনেসকো একটি গ্রন্থাগারের জন্য সহযোগিতা করবে। সেটা সম্ভব হলে পড়ুয়ারা সেই গ্রন্থাগার থেকে পড়ুয়ারা আরও বেশি উপকৃত হবে।

এই মউয়ের বিষয়টি পড়ুয়াদের মধ্যেও সাড়া ফেলেছে। দ্বিতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়া পূজা সরকারের কথায়, 'এটা গর্বের বিষয়। আগামীতে ইউনেসকোর মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু ভালোভাবে জানতে পারব।' আবার ষষ্ঠ সিমেস্টারের বিক্রম মণ্ডলের আফসোস, 'আমরা তো কলেজে আর কয়েক মাস আছি। এরকম ইউনেসকোর সঙ্গে মউ আরও আগে স্বাক্ষরিত হলে ভালো হত।'

১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত ফালাকাটা কলেজ এখন অনেকটাই উন্নত। পরিকাঠামোগত উন্নতির পাশাপাশি পড়াশোনা, খেলাধুলোয় এই কলেজের সুনাম রয়েছে। সেক্ষেত্রে এই মউ কলেজের গৌরব যেন আরও বাড়িয়ে দিল।

মউ স্বাক্ষরের পর ইউনেসকোর আধিকারিকদের সঙ্গে ফালাকাটা কলেজ কর্তৃপক্ষ। সোমবার।

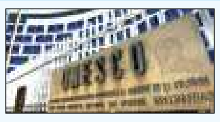

### কীভাবে হল

প্রথমে কলেজের ৩০ জন অধ্যাপক, অধ্যাপিকাকে ইউনেসকোর সদস্যপদ নিতে হয়েছে

তবেই এই মউ স্বাক্ষর করা সম্ভব

ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা রাজ্যের মধ্যে প্রথম সেই সদস্যপদ নিয়েছেন

### লাভ হবে

ইউনেসকো স্বীকৃত আন্তর্জাতিক স্তরের নানা কর্মসূচিতেই এবার থেকে শামিল হবে ফালাকাটা কলেজ

ইউনেসকোর জার্নালে নিজেদের লেখা পাঠানোর সুযোগ পাবেন অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা

ইউনেসকো থেকে ফান্ডও আসবে

কলেজে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য ইউনেসকো সহযোগিতা করবে

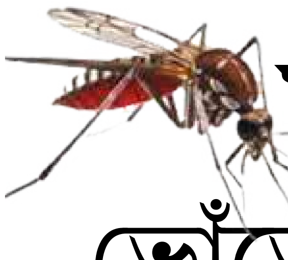

# মশার কামড়ে অস্থির

## ভোঁভোঁ শব্দে অতিষ্ঠ

**পল্লব ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ :** আলিপুরদুয়ার শহরের রাস্তাঘাট, দোকানপাট, উদ্যান কোথাও দাঁড়ানো যায় না সন্ধ্যার পর। আড্ডা দিতে গেলেও ১০ থেকে ১৫ মিনিটের বেশি বসা যায় না। ঘরে বাইরে এখন মশার উৎপাত। ঠিক এমনই বিরক্তি শোনা গেল সুশান্ত দেবনাথের কথায়।

সুশান্তের কথায়, 'সামান্য গরম পড়তেই বেড়েছে মশার উপদ্রব। মশার যন্ত্রণায় দৈনন্দিন কাজ করাটাই দায় হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের দ্রুত মশানাশক রাসায়নিক স্প্রে করা উচিত।'

শুধু সুশান্ত নন। শহরের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা সকলে মশার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ। দিন শেষ হতে না হতে মশার ভোঁভোঁ শব্দ শুরু হয়ে যায়। মশার উৎপাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পড়ুয়াদের। অভিভাবক পম্পা সাহা বলেন, 'মশার উৎপাতে সন্ধ্যায় ছেলের পড়াশোনায় খুবই সমস্যা হচ্ছে।'

পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিডি প্রিভেনশন ও কন্ট্রোলের নোডাল অফিসার বিমলেন্দু তালুকদার জানান, এই মুহূর্তে শহরের নর্দমা, নালা ইত্যাদি পরিষ্কারের কাজ চলছে। পরিষ্কার হলেই মশানাশক রাসায়নিক স্প্রে করা হবে। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে সমস্ত ওয়ার্ডে কমিটি গঠন করে সচেতনতামূলক প্রচারও শুরু হবে গাইডলাইন মেনে।

শহরের নেতাজি রোড সংলগ্ন খাল, আলিপুরদুয়ার স্টেশন সংলগ্ন এলাকা, প্যারেড গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকা, কলকাকলি স্কুল সংলগ্ন এলাকা, নিউ আলিপুরদুয়ার মোড় এলাকা সহ শহরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে থাকা নালা-খালগুলিতে আবর্জনা জমে জল যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, শহরের বিএমসি ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর কচুরিপানা জন্মেছে। নোংরা জলে মশা জন্মালেও ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গি জাতীয় মশা পরিষ্কার জলেও জন্মায়। ফলে এই মুহূর্তে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গির প্রাধান্য সেভাবে দেখা না গেলেও মশার উৎপাত প্রচণ্ড আকার নিয়েছে। এরফলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন রোগের শিকার হতে পারেন বলে মনে করছেন শহরবাসীদের একাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এপ্রিল পর্যন্ত মশার উপদ্রব বেশি থাকে। তাই মশাবাহিত রোগের পরিমাণও বেড়ে যায়।

সোমবার শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন নেতাজি খাল থেকে আবর্জনা তুলতে দেখা যায় পুরকর্মীদের। তবে শহরের অধিকাংশ রাস্তার পাশের নালায় ময়লা তুলে রাখা হয়েছে। স্তূপীকৃত আবর্জনা ও যত্রতত্র রাখা ডাস্টবিনের কারণে শহরকে জঞ্জাল নগর মনে হচ্ছে। যে হারে মশার উপদ্রব বেড়েছে ততটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম চোখে না পড়ায় জনমানসে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। বছরখানেক আগেও শহরে ডেঙ্গির প্রকোপ ভালোরকম ছিল। তাই সিঁদুরে মেঘ দেখছে আমজনতা।

পুরসভার বিরোধী কাউন্সিলার শান্তনু দত্ত বলছেন, 'পুরসভায় কর্মী ও গাড়ির সংখ্যা কম রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে কাজ ধীরে এগোচ্ছে। আগামী বর্ষায় মশার উৎপাত রুখতে পুরসভার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা দরকার।'

বিএমসি মাঠ সংলগ্ন কচুরিপানায় ভরা নর্দমা।

বীরপাড়া চৌপথিতে রাস্তার পাশে জমা জলে মশকবাহিনী।

# নালা, গর্ত হয়ে উঠেছে আঁতুড়

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**বীরপাড়া, ২৪ মার্চ :** এখনও সেভাবে গরম পড়েনি। কিন্তু শীত একটু কমতেই যেভাবে দাপট দেখাচ্ছে মশকবাহিনী, তাতে রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন বীরপাড়ার বাসিন্দারা। রাতে তো বটেই, দিনেও বেপরোয়া মশার দল। দিনরাত ২৪ ঘণ্টাই শহরবাসী অস্থির হয়ে উঠেছেন মশার উপদ্রবে।

আর এজন্য এলাকার বাসিন্দারা দায়ী করছেন পরিচ্ছন্নতার অভাবকেই। নিকাশিনালা এবং রাস্তার পাশে জমা জলই মশার আঁতুড়, বলছেন ভুক্তভোগীরা। নিকাশিনালাগুলি নিয়ম মেনে সময় মতো সাফ না করানোর ফলে সমস্যা বেড়েছে, অভিযোগ স্থানীয়দের। অবশ্য নালা সাফাইয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে পঞ্চায়েত।

বীরপাড়া চৌপথির পাপ্পু পাল বলছিলেন, 'নালায় দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা জমে রয়েছে। জমতে জমতে নালা বুজে গিয়েছে। ফলে জল বেরিয়ে যেতে পারছে না। বীরপাড়ার নালাগুলি এখন মশার আঁতুড়। দিনেও কামড়াচ্ছে মশা। অথচ নালা সাফাই করা হচ্ছে না।'

অবশ্য বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুচিত্রা মল্লিক আশ্বাস দিচ্ছেন। বলছেন, 'এ নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে কথা হয়েছে। শীঘ্রই বীরপাড়ার বিভিন্ন এলাকার নিকাশিনালাগুলি সাফাইয়ের কাজ শুরু করা হবে।'

আবর্জনা নিয়ে সমস্যা অবশ্য এখানে নতুন কিছু নয়। বরং এই আবর্জনাই বীরপাড়ার অন্যতম প্রধান সমস্যা। ঘটা করে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন হলেও এখনও নিয়মিত আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ শুরু করা হয়নি। বীরপাড়ার লোকালয়ে একটু ঘুরে বেড়ালেই চোখে পড়বে সর্বত্র আবর্জনার স্তূপ। আবর্জনা জমেছে নালাতেও। এতেই সমস্যা চরমে উঠেছে। ক্ষুদিরামপল্লির সুরজ সাহানি বলছেন, 'আগে নালায় জমা আবর্জনা সাফাই করা দরকার। এছাড়া মশা মারার ওষুধ স্প্রে করাও প্রয়োজন।'

শহর ঘুরে দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন এলাকায় রাস্তাঘাটের আশপাশের গর্তে জল জমে রয়েছে। কারণ সপ্তাহ তিনেক ধরে মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণে হলেও বৃষ্টি হচ্ছে। এতে বংশবিস্তারের সুযোগ পেয়েছে মশা। জমা জলে কিলবিল করছে মশার লার্ভা। জলের উপরিভাগে বসে পূর্ণাঙ্গ মশা। বিশেষজ্ঞরা বারবার বলছেন, পরিষ্কার জমা জলেই ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার মশা জন্মায়। যাতে ঘরে বা বাড়ির আশপাশে কেউ জল না জমায়, সেজন্য প্রশাসনের তরফে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সচেতনতার প্রচারও চলে। কিন্তু খোদ প্রশাসনকে সচেতন করবে কে?

ঋতুবদলের এই সময়টায় মশার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া আরও কঠিন। বলছেন এলাকাবাসী। কারণ, শীতের প্রকোপ কমায় মশার প্রকোপ বেড়েছে। ফ্যান চালিয়ে বসলে একটু হয়তো শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু গরম তো পুরোপুরি পড়েনি। ঠান্ডা লাগে যে! সেই সমস্যার কথাই উঠে এল কলেজপাড়ার বাসিন্দা দীপঙ্কর সরকারের কথায়। বলছিলেন, 'দিনেরবেলা তো মশারি খাটানো যায় না! এদিকে মশা তাড়াতে ফ্যান চালালে ঠান্ডা লাগে। নালাগুলি সাফাই করা হলেই সমস্যা অনেকটা মিটে যাবে। না হলে ঘরে ঘরে জ্বর সহ নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হব আমরা।'

> আবর্জনা জমে থাকার সমস্যা নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে কথা হয়েছে। শীঘ্রই বীরপাড়ার বিভিন্ন এলাকার নিকাশিনালাগুলি সাফাইয়ের কাজ শুরু করা হবে।
>
> **সুচিত্রা মল্লিক,** *প্রধান*
> *বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত*

## ৫ দফা দাবি

**ফালাকাটা, ২৪ মার্চ :** সোমবার দুলাল দোকান এলাকার বাসিন্দারা ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান, বিডিও, বিএলআরও সহ বিভিন্ন দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য গফুর আহমেদ বলনে, 'আমরা মোট ৫ দফা দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছি। জমির দাম ঠিক করা, জমির দখলদার ঘোষণা, সমস্ত জমি বাস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা ইত্যাদি। প্রশাসন জানিয়েছে, তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।'

## কমিটি গঠন

**আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ :** আন্তজাতিক রাজবংশী চলচ্চিত্র উৎসব কমিটির উদ্যোগে অক্টোবরে চলচ্চিত্র উৎসব হতে চলছে আলিপুরদুয়ারে। সেই উপলক্ষ্যে সোমবার ৬০ জনের একটি কমিটি গঠিত হল। এবার এই উৎসব দশম বর্ষে পড়তে চলেছে। ওই উৎসব কমিটির প্রতিষ্ঠাতা দেবকুমার দাস বলেন, 'আজ কমিটি গঠিত হল। ১০ এপ্রিল পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে চূড়ান্ত কমিটি গঠিত হবে।'

## নৃত্যানুষ্ঠান

**বীরপাড়া, ২৪ মার্চ :** রবিবার বীরপাড়া এলাকার দুর্গাবাড়িতে একটি ধ্রুপদি নৃত্যানুষ্ঠান হয়। কত্থক নৃত্যশিল্পী দেবজ্যোতি মণ্ডল এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে আশিক সরকার পরিবেশিত ভরতনাট্যম নৃত্য বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। দেবজ্যোতি জানালেন, আশিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভরতনাট্যম পরিবেশন করেছেন।

# তিনে পা : কী চেয়েছি, কী পেয়েছি

খোলা জানালা

আলিপুরদুয়ার জেলার দ্বিতীয় পুরসভা ফালাকাটা। পঞ্চায়েত থেকে শহরে উন্নীত হয়েছে, দেখতে দেখতে ৩ বছর পার হয়ে গেল। এই সময়কালে মানুষের প্রত্যাশা কী ছিল, নবগঠিত পুরসভা সেই প্রত্যাশা কতটাই বা পূরণ করতে পেরেছে, সেসব নিয়ে মুখ খুললেন শহরের দুই বিশিষ্ট নাগরিক।

## হোক সবুজায়ন

**শৌরসেনী ভদ্র**
*নৃত্যশিল্পী, ফালাকাটা*

আমাদের অনেক আশার আলো জ্বালিয়ে ফালাকাটা পুরসভার জন্ম। আজ তার তিন বছর বয়স। বছর তিনেকের এই পুরসভার থেকে আমার কাছে প্রাপ্তির চাইতে অপ্রাপ্তির তালিকাটাই একটু বেশি লম্বা। আমার প্রাপ্তির মধ্যে প্রথম দিকেই থাকবে, একজন স্বচ্ছ চেয়ারম্যান পাওয়ার কথা। বাকি কাউন্সিলারও ভালো। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় একাধিক রাস্তা, কয়েকটি ড্রেন হয়েছে। আবার বেশকিছু প্রস্তাব নাকি উপর মহলে পাঠানোও হয়েছে। এর থেকে বেশি অবশ্য তেমন কিছুই পাচ্ছি না।

বরং যা যা হবার কথা ছিল তার বেশিরভাগই হয়নি। বলতে গেলে নিরানব্বই শতাংশই হয়নি। তাই এখনও বেশিরভাগ ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলপ্রকল্প চালু হয়নি। রাস্তার পাশে অবর্জনার স্তূপ জমে থাকে অনেক জায়গাতেই। নিকাশি ব্যবস্থা খুব খারাপ। ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। তাই একটু বৃষ্টিতেই বাড়িতে রাস্তার জল ঢুকে যায়। ফলে খুব মশামাছির উপদ্রব হয়। এর মধ্যে আবার আশার কথা হল, ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ শুরু হয়েছে। পুরসভার উচিত, খুব শীঘ্র এই কাজ শেষ করা। পুরসভা যদি শিশুদের জন্য একটি শিশু উদ্যান তৈরি করে দেয়, তাহলে তা হবে ছোটদের খেলাধুলো, বিনোদনের জন্য একটা ভালো পদক্ষেপ।

আমি মনে করি, পুর কর্তৃপক্ষের তরফে ওয়ার্ডভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে অনেক সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হবে। এছাড়া, ফালাকাটায় অনেক বড় বড় গাছ কাটা পড়েছে। শহরে সবুজের বড়ই অভাব। ভবিষ্যতের উষ্ণায়নের কথা মাথায় রেখে প্রচুর গাছ লাগানো দরকার। পুরসভা নাগরিক স্বাস্থ্য, শহরের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যায়নের দিকে আরও নজর দিলে আমাদের প্রাণের শহর হয়ে উঠবে আরও সুন্দর। আমার মনে হয়, আমার মতের সঙ্গে শহরের অনেকেরই মতামত মিলবে।

## আমার শহর, গর্বের শহর

**মাধুরী রায়**
*শিক্ষিকা*

দেখতে দেখতে তিন বছর পূর্ণ করল ফালাকাটা পুরসভা। তিন বছরে অনেক কাজ করেছে পুর কর্তৃপক্ষ। রাস্তাঘাট আগের তুলনায় অনেক ভালো। গলির রাস্তাগুলোও অনেকটা ঠিক হয়েছে। কয়েকটা গলির রাস্তার হাল অবশ্য এখনও খারাপ। ওই রাস্তাগুলো দিয়ে যে কোনেও অসুস্থ মানুষের চলাফেরা করা ভয়াবহ কষ্টের।

তবে শহরটা বেশ পরিষ্কার থাকে আগের তুলনায়। ফুটপাথ থেকে খাবারের দোকানগুলো সরিয়ে দেওয়ার জন্য পথচারীদের সুবিধা হয়েছে। ফুটপাথে নিয়ে দখলদারির সমস্যাও অনেকটা কমে ছিল। যদিও ফের ফুটপাথ দখল শুরু হয়েছে। টোটোর দৌরাত্ম্য আগের চেয়ে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলেও কমেনি। বাড়ির আবর্জনা ফেলার বন্দোবস্ত তিন বছরেও হল না। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাসস্ট্যান্ডের কাজ এখনও শুরু হয়নি। যার জন্য দুর্ঘটনা বেড়েই চলছে। শহরে সুলভ শৌচালয় কমপ্লেক্স তৈরি করা প্রয়োজন। প্রচুর লোকজন প্রতিদিন বাইরে থেকে বিভিন্ন কাজে ফালাকাটায় আসেন। সুলভ শৌচালয় থাকলে তাঁদের সুবিধা হবে।

গরমে ধুলোর সমস্যা দূর করতে গাড়ি দিয়ে রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করুক পুরসভা। সামনেই গ্রীষ্মকাল। গরম যত বাড়বে, মশার উপদ্রব তত বাড়বে। যদি অন্য শহরের মতো এখানেও মশা দমনে রাসায়নিক স্প্রে করা হয়। রোগের প্রকোপ কমবে। আশা রাখি খুব শীঘ্রই এই সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। ফালাকাটা আমাদের অহংকারের শহর। একে সুন্দর করার পরিকল্পনার দায়িত্ব পুরসভার।

# লক্ষাধিক টাকার চুরি

**আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ :** আলিপুরদুয়ার শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ায় বাড়ির দরজা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটল। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দাবি, নগদ প্রায় ২৫ হাজার টাকা ও প্রায় ৪ লক্ষ টাকার সোনার গয়না খোয়া গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সোমবার দুপুর দেড়টা নাগাদ টুম্পা দে ও রেখা দে সহ সেই বাড়ির অন্য লোকজন দরজায় তালা দিয়ে বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে অপারেশন চালায় দুষ্কৃতী বা দুষ্কৃতীরা। বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ টুম্পারা ফিরে এসে দেখেন, ঘরের দরজা ধারালো কিছু দিয়ে কেটে ভেঙে ফেলা হয়েছে। ঘরের পেছন দিকে ধারালো হ্যাকস' ব্লেড পড়ে ছিল। তা দিয়েই দরজা কাটা হয়েছে বলে অনুমান। আলমারিতে রাখা বিভিন্ন জিনিস ওলট-পালট হয়ে ছিল। এমনকি টাকা জমানোর মাটির ঘটও ভেঙেছে চোর। এসব দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েন টুম্পা। প্রতিবেশীরা তাঁর শুশ্রূষা করেন। টুম্পার শাশুড়ি রেখা দে-ও বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় কাউন্সিলার দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়।

# মাটি না মেলায় চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ :** প্রতিমা তৈরির মাটি মিলছে না। দুর্গাপুজোর প্রস্তুতির শুরুতে হোঁচট মৃৎশিল্পীদের। পুজোর আর ছয় মাস বাকি। এদিকে, বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। অন্য বছর ফেব্রুয়ারিতেই মাটির ব্যবস্থা হয়ে যায়। তবে চলতি বছরে রয়্যালটি সহ প্রশাসনিক কাজকর্মে সময় লাগায় মাটি জোগাড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে মৃৎশিল্পীদের কাছে। তবে এই সমস্যা কিন্তু নতুন নয়। কয়েক বছর ধরে আলিপুরদুয়ারে মাটি সংকট বেড়েই চলছে। চলতি বছর পুজো এগিয়ে আসায় সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা।

আলিপুরদুয়ারের মৃৎশিল্পী সম্পাদক গোপাল পাল বলেন, 'মাটি পেতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে রয়্যালটি পেতে দপ্তরে দপ্তরে ঘুরতে হচ্ছে। এদিকে, বর্ষা শুরু হলে মাটি জোগাড় কঠিন হয়ে পড়বে।'

প্রতিমা গড়তে এঁটেল মাটির প্রয়োজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর জন্য কৃষিজমির ওপর নির্ভর করতে হয়। সেই মাটির জন্য জমির ওপরের স্তর ফেলে নীচে স্তরের মাটি নিতে হয়। ফলে জমির উচ্চতা কমে যায়। পরবর্তীতে সেই জমিতে জল জমে যাওয়ায় চাষবাসেও সমস্যা হয়। ফলে কৃষকরাও মৃৎশিল্পীদের মাটি দিতে চাইছেন না।

অপরদিকে, এঁটেল মাটি সব জায়গায় পাওয়া যায় না। জমি মালিকদের রাজি করানোর পর আরও একাধিক পদক্ষেপ করতে হয়। কোথা থেকে কত পরিমাণ মাটির প্রয়োজন তা নির্দিষ্ট হওয়ার পরেই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অনুমতি নিতে হয়। তার জন্য রয়্যালটি আবশ্যক। আর এই রয়্যালটির কাগজ পেতে অনেকটা সময় পেরিয়ে যাচ্ছে বলে মৃৎশিল্পীদের অভিযোগ।

বর্ষাকাল শুরু হলে জলমগ্ন পরিস্থিতি হতে পারে। তখন মাটি তোলা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাছাড়াও মাটি ট্র্যাক্টর করে গন্তব্যে পৌঁছাতে অনেক সময় অন্যের জমি ব্যবহার করতে হয়।

মিত্র পাল নামে মৃৎশিল্পীর কথায়, 'এই সময় মাটি সংগ্রহ করতে না পারলে প্রতিমা তৈরি পিছিয়ে যাবে।'

মৃৎশিল্পী সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার শোভাগঞ্জ এলাকার কুমারটুলির জন্য প্রায় একশো ট্রলির বেশি মাটির প্রয়োজন। মাটির সংকটের জন্য দাম বেড়ে চলেছে। গত বছর যে মাটি আড়াই হাজার টাকা প্রতি ট্রলি ছিল। চলতি বছরে তার দাম প্রায় তিন হাজার টাকার ওপরে উঠবে বলে মনে করছেন মৃৎশিল্পীরা। যার দরুন প্রতিমা তৈরির খরচ বৃদ্ধি পাবে। সেইসঙ্গে সমানতালে প্রতিমার দাম বৃদ্ধি পাওয়াটা স্বাভাবিক।

প্রশাসনিক নানা নিয়ম যাচাই করে রয়্যালটি দেওয়া হচ্ছে। আর তাতেই মাটির সমস্যা মিটছে না। চাষের পর ফসল ঘরে তোলার পরেই মাটি তোলার অনুমতি মিলছে। ফলে জমি পেতেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সবমিলিয়ে বলা যায়, বর্ষা শুরুর আগে মাটির ব্যবস্থা না করতে পারলে সমস্যায় পড়তে হবে মৃৎশিল্পীদের।

প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকই যুক্ত থাকার অভিযোগ

# কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মদ বিক্রি, ধৃত ১

গৌরহরি দাস

**কোচবিহার, ২৪ মার্চ :** উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টিনের দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি মদ ভর্তি একাধিক বোতল সহ ধরা পড়ার ঘটনায় ব্যাপক হইচই শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক প্রথমে ওই ব্যক্তিকে মদ সহ হাতেনাতে ধরে ফেলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে সোমবার বিকেলে এনিয়ে পুণ্ডিবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে। গোটা ঘটনার পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক যুক্ত রয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী যৌথ মঞ্চের তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ প্রদ্যুৎকুমার পালের বক্তব্য, 'আমরা এবিষয়ে অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে।'

কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'অভিযোগ পাওয়ার পর ওই ক্যান্টিনের কর্ণধার হরিপদ জানাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা। তার কাছ থেকে ১৫ বোতল মদ আটক করা হয়েছে। নির্দিষ্ট আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ৬০০-রও বেশি পড়ুয়া রয়েছেন। ১৫০-এরও বেশি অধ্যাপক এবং ৪০০-রও বেশি অশিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বালুরঘাটেও একটা কলেজ রয়েছে। মাস ছয়েক আগে সরকারি নিয়ম মেনে টেন্ডার করে পুণ্ডিবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্যান্টিন খোলা হয়। গত ২১ মার্চ থেকে ক্যাম্পাসে নবীনবরণের উৎসব চলছিল। ২৩ মার্চ গভীর রাত পর্যন্ত মাইক বাজিয়ে সেই উৎসব চলে। অভিযোগ, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন থেকে আবাসিকদের দেদারে মদ বিক্রি করা হয়। শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক মদ বিক্রির সময় ১৫ বোতল মদ সহ ক্যান্টিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন।

**তদন্ত চলছে**

- ২১ মার্চ থেকে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নবীনবরণের উৎসব
- ২৩ মার্চ গভীর রাত পর্যন্ত মাইক বাজিয়ে সেই উৎসব চলে
- অভিযোগ, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন থেকে আবাসিকদের কাছে দেদারে মদ বিক্রি করা হয়
- কর্তৃপক্ষের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ওই ক্যান্টিনের কর্ণধারকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত চালাচ্ছে

পুণ্ডিবাড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। এরপর পুলিশ এসে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ওই ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যায়। ক্যান্টিনের গাড়িটিও নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা আধিকারিক সোমবার ওপরমহলকে গোটা বিষয়টি লিখিতভাবে জানান। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার গোটা বিষয়টি জানিয়ে পুণ্ডিবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী যৌথ মঞ্চের সভাপতি দেবাশিস দাস বলেন, 'গত ২১ থেকে ২৩ মার্চ গভীর রাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নবীনবরণ উৎসব পালিত হয়। সেই সময় ক্যান্টিন থেকে ২০০-রও বেশি বোতল মদ বিক্রি হয়েছে।

এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ এক আধিকারিকও যুক্ত রয়েছেন। এতদিন রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে এ ধরনের ঘটনার কথা শোনা গেলেও এবার সেই কলঙ্ক আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও পড়ল। ঘটনায় প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

রবিবার গভীর রাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক বাজানো হয়েছে বলে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা সেখানে গিয়ে মাইক বাজানো থামাতে বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নেশার সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

## উদয়নের বিরুদ্ধে ইডিতে অভিযোগ শংকরের

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহকে এবার ইডির হুমকি দিল বিজেপি। শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের অভিযোগ, দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন 'সকলের জন্য বাড়ি' এই সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করেছেন উদয়ন। সরকারি এই প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি অনুদানের পাশাপাশি উপভোক্তাকেও ২৫ হাজার করে টাকা দিতে হয়। তার বিনিময়ে বাড়ি তৈরির জন্য ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পান উপভোক্তারা। শংকরের অভিযোগ, দিনহাটা পুরসভার ডেভেলপমেন্ট ফি-এর নামে উপভোক্তাদের থেকে টাকা নিয়েছেন উদয়ন।

এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি দুর্নীতি তদন্তে ইডিকেও চিঠি দিচ্ছেন শংকর। ইতিমধ্যেই এই অভিযোগ নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছে। এদিকে শংকরের অভিযোগ প্রসঙ্গে এদিন উদয়ন বলেন, 'বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। তাই এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না।' তাঁর সংযোজন, 'যে কোনও তদন্তকেই আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমাকে ইডি দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না। ওদের তো একটা কাকা আর একটা জ্যাঠা। কাকা হলেন সিবিআই আর জ্যাঠা হলেন ইডি। এদের হাতিয়ার করেই ওরা রাজ্য জয়ের স্বপ্ন দেখছে।'

## পরিচয় পর্ব

**মাদারিহাট, ২৪ মার্চ :** আদিবাসীদের একটি সংগঠন দাড়া পারহা নতুন কমিটির সদস্যদের নিয়ে সোমবার মাদারিহাটের বিডিও, ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক এবং থানার ওসির সঙ্গে পরিচয় পর্ব সারল। সংগঠনের শতাধিক সদস্য ধামসা-মাদল নিয়ে শোভাযাত্রা করে পরিচয় পর্ব সারেন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শিব টোপ্পো বললেন, 'আমাদের সংগঠনের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ১২ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এদিন।'

## টহল সেনার

*প্রথম পাতার পর*

বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফকরুল আলমগির বলেন, 'দেশকে অস্থিতিশীল করতে ও বিপদে ফেলার জন্য সুচতুর চক্রান্ত শুরু হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করা হচ্ছে।'

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কোন পথে বাংলাদেশ? কারও কারও মতে, সোমবার অফিসারদের বৈঠকে সেনাপ্রধানের বক্তব্যে দেশ পরিচালনায় সেনার হস্তক্ষেপের আভাস আছে। আবার এরকম চর্চাও হচ্ছে যে, বাংলাদেশে শীঘ্রই রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়বে ইঙ্গিত দিয়ে সেনাকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন ওয়াকার। তিনি ভাষণ দিলেও এ বিষয়ে বাংলাদেশ সেনার পক্ষ থেকে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি সোমবার।

তবে নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা হাসনাত আবদুল্লার সেনার বিরুদ্ধে 'আওয়ামি লিগের দালালি' করার অভিযোগ খারিজ করে বিবৃতি দিয়েছে সেনার জনসংযোগ শাখা। যদিও কুষ্টিয়ায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই বিএনপি নেতাকে আটক করেছে সেনা। তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যে ভেড়ামারা উপজেলা থেকে বিএনপি নেতাদের ধরা হয়েছে, সেটা এখনও আওয়ামি লিগের শক্তঘাঁটি। শনিবার রাতে সেখানে আওয়ামি লিগ ও বিএনপির মধ্যে গুলি-বোমার লড়াই হয়েছিল।

পালাবদলের বাংলাদেশে বিএনপি নেতাদের গ্রেপ্তারি তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া সেনার গতিবিধি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের নীরবতাতেও নানা জল্পনা ছড়াচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের চিন সফরের আগে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সরকার এবং এনসিপি, জামাতের মতো কট্টরপন্থী দলগুলির সমীকরণে এই চিড় ঘটনাপ্রবাহে অন্য মোড় আনতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

# চা পর্যটনের বিরোধিতা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

**বীরপাড়া, ২৪ মার্চ :** টি ট্যুরিজম বিজ্ঞপ্তির প্রতিবাদে পথে নামল আদিবাসী সমাজ। সোমবার বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার অমিত দাসকে এনিয়ে স্মারকলিপি দেয় আদিবাসী সামাজিক সংগঠনগুলি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দেন অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার। পরে বীরপাড়া থানাতেও প্রতিবাদ জানান তাঁরা। এদিন কুমারগ্রাম, মালবাজার থেকে শুরু করে ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানের শতাধিক শ্রমিক টি ট্যুরিজম বিজ্ঞপ্তির বিরোধিতায় বীরপাড়ায় হাজির হন।

আদিবাসী সামাজিক স্বশাসন ব্যবস্থার একটি ধাপ হল পারহা ব্যবস্থা। পারহা সমাজ নামের সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয় আদিবাসী সমাজ। ওরাওঁদের পদ পারহা, মুন্ডাদের মানকি পারহা, সাঁওতালদের মাঝি পারহা সমাজ রয়েছে। এদিন ডারা পারহার মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির তরফে অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। রাজি পারহা পঞ্চের নেতা রাজেশ ওরাওঁ অভিযোগ করেন, 'রাজ্য সরকার চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি পুঁজিপতিদের দিতে চাইছে। একেই উৎপাদন কমার অজুহাতে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের হুমকি দিয়ে থাকে মালিকপক্ষ। তার ওপর বাগানের ৩০ শতাংশ জমি মালিকপক্ষের কাছে হাতে না থাকলে শ্রমিক ছাঁটাই নিশ্চিত। চা বাগানে আদিবাসী ছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। কর্মসংস্থানের পথ বন্ধ হলে ওরা যাবে কোথায়?'

বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের অফিসের সামনে চা শ্রমিকরা।

আদিবাসী সামাজিক সংগঠনগুলির অভিযোগ, চা শ্রমিকদের আবাসন, জ্বালানি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা কিছুই দিচ্ছে না মালিকপক্ষ। কেবল মজুরির উপর নির্ভর করে চলতে হচ্ছে শ্রমিকদের। মজুরিও অনিয়মিত। মালবাজার ব্লকের ডারা পারহার দেওয়ান কৈলাস ওরাওঁ বলছেন, 'মজুরি আদায়ে এখন প্রায়ই আন্দোলন করতে হচ্ছে চা শ্রমিকদের। এরই মধ্যে বসেছে টি ট্যুরিজমের থাবা। চাঁদমণি বাগানে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে রিসর্ট তৈরি করা হয়েছে। ওই বাগানের অনেক আদিবাসী মানুষের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আদিবাসীরা তাহলে যাবে কোথায়?'

টি ট্যুরিজমের বিরোধিতায় আন্দোলনের যুক্তি হিসেবে পদ পারহার রাজ্য সম্পাদক শিব টোপ্পো বলেন, 'চা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বর্তমান নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় একেবারেই কম। আড়াইশো টাকায় অন্নের সংস্থানই ঠিকমতো হয় না। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ আসবে কোত্থেকে? আমাদের অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, এটা সংবিধান স্পষ্ট করেছে। অথচ রাজ্য সরকার জোর করে হস্তক্ষেপ করে টি ট্যুরিজম বিল চাপিয়ে দিচ্ছে।'

> চা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বর্তমান নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় একেবারেই কম। আড়াইশো টাকায় অন্নের সংস্থানই ঠিকমতো হয় না। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ আসবে কোত্থেকে? আমাদের অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, এটা সংবিধান স্পষ্ট করেছে। অথচ রাজ্য সরকার জোর করে হস্তক্ষেপ করে টি ট্যুরিজম বিল চাপিয়ে দিচ্ছে।
>
> **শিব টোপ্পো**
> রাজ্য সম্পাদক, পদ পারহা

## ঝরাপাতার মরশুমে

আলিপুরদুয়ার শহরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়। সোমবার।

## সুখ আসলে গভীর ঘুমে

*প্রথম পাতার পর*

সেইসঙ্গে নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ, মাথাপিছু জিডিপি'র হিসেবও ধরা হয়েছিল। দেখা হয়েছে দানধ্যান, কুড়িয়ে পাওয়া কারও মানিব্যাগ ফেরত দেওয়া, অচেনা লোকজনকে সাহায্য করা, স্বেচ্ছাশ্রম ইত্যাদি। এই তালিকায় সবথেকে তলানিতে আফগানিস্তান, সিয়েরা লিওন, লেবানন। এই তালিকা যাঁরা বানিয়েছেন তাঁরা জানাচ্ছেন, জীবনযাত্রার মূল্যায়ন, সদর্থক আবেগ আর নঞর্থক আবেগ এই তিনটি বিষয় তাঁরা বিচার করে দেখেছেন। তবে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে কোনও দেশের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানের ওপর। কেননা এটাই মানুষকে সুখী করে। এই রিপোর্টে আরও দেখা যাচ্ছে, যাঁরা অন্যদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে খান, তাঁরা বেশি সুখী। আমেরিকার মতো দেশে লোকে আলাদা একাকী ভোজন করেন, তাঁরা কম সুখী। আবার করোনার সময় লোকের সমবেদনা যতটা বেড়েছিল করোনার পরে তা কমে গিয়েছে অনেকটাই।

এ দেশে দেখা গিয়েছে আরও একটা জিনিস। ভারতে বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়ছে। গোটা দুনিয়ায় বৃদ্ধের সংখ্যায় আমরা দ্বিতীয়। কমবয়সিদের তুলনায় কিন্তু ভারতে বয়স্করা বেশি সুখী। তাঁরা বাসস্থান, চিকিৎসা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতায় খুশি। এতদিনের ধারণা ছিল এর উলটোটা। মনে করা হত এখানে বয়স্করা অবহেলিত, বঞ্চিত। মনে করা হত, বয়স আর তৃপ্তি বড়লোকদের দেশে হাতধরাধরি করে চলে। ভারতে সবথেকে বেশি অসুখী মধ্যবয়স্ক নিম্ন মধ্যবিত্তরা।

সুখ কী, সুখী কে এ নিয়ে এ দেশে বহু ভাবনাচিন্তা হয়েছে বহুদিন ধরে। কঠোপনিষদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, তৈত্তিরীয় উপনিষদে এ নিয়ে অনেক ভারী ভারী ব্যাখ্যা রয়েছে। আগ্রহীরা উলটেপালটে দেখে নিতে পারেন। তবে এই উপনিষদেই বলা হয়েছে, সবথেকে সুখ পাওয়া যায় গভীর ঘুমে। তা হল পরম আনন্দ। এই সুখের তুলনা হয় না। গভীর ঘুমের সময় আমরা একা। ফলে কোনওরকম ভয় থাকে না। অতএব অত ভাবনায় কাজ কী, আসুন নিদ্রা যাই।

## কোষ সংরক্ষণ

*প্রথম পাতার পর*

ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক মেঘলা চিতার সংখ্যা ১০ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে মায়ানমারে ২৭৯টি মেঘলা চিতার ৩০১টি দেহাংশ উদ্ধার হয়েছিল। যার মধ্যে চামড়া, হাড়গোড় বেশি ছিল। এই মেঘলা চিতার চামড়া দিয়ে গরম পোশাক তৈরি করা হয়। এই পোশাকের চাহিদা মূলত চিন এবং থাইল্যান্ডে রয়েছে। তাই এই প্রাণীটিকে লাল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে চিড়িয়াখানা, ব্রিডিং সেন্টার, রেড পান্ডা রিলিজ সেন্টার, জেনেটিক ব্যাংকে আর কী পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন তা জানতে তিনদিনের সফরে পাহাড়ে গিয়েছেন বনমন্ত্রী। প্রথমে চিড়িয়াখানা ভিজিটের পর তিনি তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গৌরীবাসে রেড পান্ডা রিলিজ সেন্টারে যান।

## মৃতের পরিচয়

**কালচিনি, ২৪ মার্চ :** রবিবার সন্ধ্যায় ৩১সি জাতীয় সড়কের পোরো এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় দুজনের মৃত্যু হয়। ঘটনার দিন মৃত মহিলার পরিচয় পাওয়া না গেলেও সোমবার তার সম্পর্কে পুলিশ জানতে পেরেছে। মৃত মহিলার নাম মণিকা দাস। তিনি আলিপুরদুয়ারের মহাকালধামের বাসিন্দা। সোমবার দুজনের দেহ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

হলুদ ফুলে আপনমনে বসে।। সোমবার কোচবিহার শহরে।

## লোকালয়ে বাইসন

**ফালাকাটা, ২৪ মার্চ :** সোমবার ফালাকাটার বংশীধরপুরে একটি বাইসন দাপিয়ে বেড়ায়। স্থানীয়দের অনুমান রবিবার রাতেই বাইসনটি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। কোনও ভুট্টাখেতে লুকিয়ে ছিল। খবর পেয়ে এলাকায় যান বনকর্মীরা। ব্যাংডাকির বিট অফিসার অন্বেষণ চক্রবর্তী জানান, তেমন ক্ষতি হয়নি। রাতে বাইসনটিকে জঙ্গলে পাঠানো হবে।

## প্রস্তুতি সভা

**ফালাকাটা, ২৪ মার্চ :** রামনবমীর শোভাযাত্রা উপলক্ষ্যে সোমবার সন্ধ্যায় ফালাকাটার শিশাগোড়ের চরতোর্ষা রাজ্য পরিকল্পিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি প্রস্তুতি সভা হয়। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি ডঃ সুজয় বালা বলেন, 'আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাশাপাশি ফালাকাটা ব্লকেও রামনবমীর শোভাযাত্রা হবে। তারই প্রস্তুতি সভা এদিন হয়েছে।'

## ভুটানি মদের

*প্রথম পাতার পর*

করে এরাজ্যে মদ নিয়ে আসতে গেলে তা করতে হবে পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের চোখ এড়িয়ে। এখানেই সমস্যায় পড়েছে কারবারিরা। তাদের প্রায় পৌনে দু'কোটি টাকার মদবোঝাই ট্রাক ধরা পড়ে যাওয়ায় আপাতত পিছু হটেছে। ধাপে ধাপে সেই মদ গুদামে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তা বানচাল হয়েছে। তবে অরুণাচলপ্রদেশ থেকে অসম হয়ে কালচিনি অবধি সবার নজর এড়িয়ে সেই মদ কীভাবে এল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে।

দু'কোটি টাকার মদ পাচারের পিছনে কাদের হাত রয়েছে? খুঁজছে আবগারি দপ্তর। তাদের নজর রয়েছে কালচিনি ব্লকের সুভাষিণী চা বাগান সংলগ্ন এলাকার এক অবৈধ মদের কারবারির দিকে। এছাড়াও হাসিমারা ও নাগরাকাটার দুজন মদের কারবারিকেও নজরে রেখেছেন আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। যদিও তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম প্রকাশ্যে আনছেন না তাঁরা। আবগারি দপ্তরের বীরপাড়ার ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি সোমবার বলেন, 'এই ঘটনায় যুক্তদের নজরে রাখা হয়েছে।'

অভিজ্ঞ আধিকারিকরা বলছেন, এর আগেও একবার আলিপুরদুয়ারে অরুণাচলপ্রদেশের মদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। করোনার সময় ভুটাগেট সিল করে দিয়েছিল সেদেশের প্রশাসন। তবে, সেই সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ভারত থেকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল ভুটান প্রশাসন। ভারত থেকে যেসব গাড়িতে পণ্য নিয়ে যাওয়া হত, সেই গাড়িতেই ফেরার সময় ভুটানি মদ লুকিয়ে এদেশে নিয়ে আসত। এত ঝক্কি এড়াতে সেই সময় অরুণাচলপ্রদেশ থেকে মদ নিয়ে আসা শুরু হয়েছিল। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আবার ভুটানি মদ বাজার দখল করে। এখন আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে অরুণাচলের মদ।

# কাঁটাতারের ওপারে অত্যাচারিত ভারতীয়রা

**দিনহাটা, ২৪ মার্চ :** রাতের অন্ধকারে কাঁটাতারের ওপারে থাকা ভারতীয়দের জমির ফসল, কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি, পাম্পসেট সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি যাওয়ার ঘটনা নিত্যদিনের। এতে নিজেদের কষ্টের ফসল ও সম্পত্তি খোয়াচ্ছেন ভারতীয়রা। পরিস্থিতি এমন যে পুরো বিষয়টি নিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করায় সম্প্রতি এক ভারতীয় কৃষককে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয়দের ফসল ও সম্পত্তি রক্ষায় সদর্থক কোনও ভূমিকা নেয়নি বিএসএফ। কোচবিহারের দিনহাটা-২ ব্লকের নাজিরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় এমন ঘটনায় ক্ষোভ বাড়ছে। ফসল ও কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি নিয়ে উদ্বেগ তো রয়েছেই, কাঁটাতারের ওপারে বসবাসকারী ও কাজ করতে যাওয়া ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। শুক্রবার তিনি তাঁর পোস্টে লেখেন, 'কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয়রা হয়ে গিয়েছেন নিজভূমে পরবাসী। অথচ বাংলাদেশ যখন নিজের সীমানায় বেড়া দিল না তখন যদি ভারত সরকার ১৫০ গজ ভিতরে বেড়া না দিয়ে, সীমান্তের জিরো পয়েন্টে বেড়া দিত তাহলে কাঁটাতারের বেড়ার গেটও লাগত না, পাচারও হত না। সীমান্তের ভারতীয়দের এই নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে হত না।' তাঁর আরও সংযোজন, 'বাংলাদেশের সমাজবিরোধীরা এসে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয়দের জমির ফসল, পাম্পসেট নির্বিচারে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। অজ্ঞাত কারণে বিএসএফকেও সেইভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে না।'

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কাঁটাতারের ওই পাড়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের অত্যাচার দীর্ঘদিনের। জমির ফসল চুরি যাওয়ার ঘটনাও হামেশাই ঘটে। গত ২১ মার্চ শালমারার নোটাফেলা এলাকায় ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তের ১৫ নম্বর গেট লাগোয়া এলাকায় আলু তোলার ঘটনাকে নিয়ে ভারতীয় চাষি ও বাংলাদেশিদের মধ্যে বিরোধ বাধে। বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা কান্দুরা বর্মন নামে এক চাষিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। দিনের আলোয় ভারতীয় কৃষকদের দুটি পাম্পসেট পুড়িয়ে দেওয়া হয়। দুটি পাম্পসেট তুলেও নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

এরপরই উত্তেজনা ছড়ায় সীমান্তে। নোটাফেলা এলাকায় কাঁটাতারের ওপারের কৃষক সন্তোষ সরকারের কথায়, 'কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের জমিতে ধান চাষ করেছি। সেই এলাকার দুটি পাম্পসেট পুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি দুটি পাম্পসেট তুলে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। এভাবে চললে চাষ করাই মুশকিল।' স্থানীয় তৃণমূল নেতা মদন বর্মনের কথায়, 'প্রতিদিনই কাঁটাতারের ওপারে ফসল ও যন্ত্রপাতি লুঠ করছে ওই বাংলাদেশিরা। পাম্পসেট তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে। এনিয়ে অশান্তিও হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সীমান্তের বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন। অথচ আমাদের পাশে কেউ নেই।' নাজিরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে যাতায়াতের রাস্তা বলতে কাঁটাতারের গেট। যা দিনের কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়ে খোলা থাকে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের দিকে কাঁটাতার না থাকায় অবাধে ভারতীয় ভূখণ্ডে এসে হামলা করছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা।

মন্ত্রীর পোস্টের পরই অবশ্য বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসনের কর্তারা। সোমবার বিকেলে নোটাফেলায় স্থানীয় বাসিন্দা ও বিএসএফের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসে প্রশাসন। দিনহাটার এসডিও বিধু শেখর, এসডিপিও ধীমান মিত্র, দিনহাটা-২'এর বিডিও নীতীশ তামাং প্রমুখের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এসডিপিও ধীমান জানান, বিএসএফের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুরো বিষয়টি তাঁরা বিজিবির নজরে এনেছেন। ভারতীয়রা যখন চাষাবাদের জন্য কাঁটাতারের ওপারে যাবেন, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাসও দিয়েছে বিএসএফ।

# সদ্যোজাতকে ঘরে নিতে ভিড়

*প্রথম পাতার পর*

তার নাড়িটি কাটা থাকলেও বেশকিছু জায়গায় ক্ষতের চিহ্ন ছিল। ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভাশিস শী বলেন, 'বাচ্চাটির ওজন ২ কেজি ৬০০ গ্রাম। বর্তমানে সে সুস্থই আছে। তবে হাসপাতালে তাকে আরও দু'-তিনদিন রাখা হবে।'

নবজাতকের উদ্ধারের খবর পেয়েই এদিন হাসপাতালে যান পূর্ব সিঙ্গিজানি এলাকার বেশ কয়েকজন মহিলা, পুরুষ সহ নিঃসন্তান দম্পতি। হাসপাতালের ভেতরে গিয়ে শিশুটিকে তাঁরা দেখেন। আর তারপরেই দত্তক নেওয়ার আগ্রহ দেখান। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন পুরুষ ও মহিলা ঠায় হাসপাতালের সামনে বসেছিলেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুমতি বর্মন বলেন, 'আমার দুই মেয়ে। তারা এখন বড় হয়েছে। আমি তাই এই শিশুটিকে নিতে চাই। আমি ওকে মাতৃত্বের স্বাদ দিতে চাই। এর জন্য প্রশাসনের সব স্তরে আমি যেতে রাজি আছি।' এলাকার বাসিন্দা নিঃসন্তান রমণী বর্মন বলেন, 'আমার কোনও সন্তান নেই। এদিন উদ্ধার হওয়া শিশুটিকে আমাকে দিলে আমি ওকে মানুষ করব।'

এদিকে, এলাকার দুই মহিলা গঙ্গা বর্মন ও টুম্পা বর্মন, যাঁরা শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরাও তাকে ঘরে নিতে চাইছেন। এজন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করবেন বলে জানিয়েছেন।

এদিকে, ওই সেপটিক ট্যাংকের ওপর কী করে সদ্যোজাত এল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। খতিয়ে দেখতে এদিন ঘটনাস্থলে আসেন ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। থানার ওসি কাজল দাস বলেন, 'আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।'

# নারকেল বিক্রি

*প্রথম পাতার পর*

কান্না জড়ানো গলায় প্রিয়াংকা বলে চলেন, ঘটনার পর প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে বাবাকে বাঁচানো যেত। আমি এসে দেখি ঘরের বারান্দা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বাবা যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। হাসপাতালে নিতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। ততক্ষণে বাবার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। কুমারগ্রাম চা বাগানে চিকিৎসক দেরিতে এসেছিলেন। কুমারগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যখন বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয় ততক্ষণে বাবা মৃত্যুর কোলে অনেকটাই ঢলে পড়েছেন।'

মৃতের স্ত্রী বললেন, বাড়িতে নারকেল কেনার লোকজন এসেছিল। সেসময় আমি এবং আমার স্বামী কেউই বাড়িতে ছিলাম না। ফিরে এসে দেখি গাছে নারকেল নেই। খোঁজ নিতে প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করি। সামনেই ননদের বাড়ি। সেখানেও খোঁজ নিতে যাই। কিন্তু কেউই সঠিকভাবে কিছু বলতে পারেনি। এরই মধ্যে বাবা ও ছেলের চিৎকার শুনে বাড়ি ফিরে আসি। স্বামীর মদের নেশা আছে। বাড়ি বসে খেয়েওছিলেন। নারকেল বিক্রির টাকা নিয়ে ছেলেকে কিছু বলার পরই ছেলে আচমকা স্বামীর মাথায় কুড়ুল চালিয়ে দেয়। রাতের অন্ধকারে চিৎকার করে অনেকের সাহায্য চাইলাম। পুলিশের ভয়ে কেউ এগিয়ে আসেননি। এলে এভাবে ওঁকে চলে যেতে হত না।'

# সেতু বাদ দিয়ে রাস্তা সারাইয়ে প্রশ্ন

শান্ত বর্মন

**জটেশ্বর, ২৪ মার্চ :** জটেশ্বর-২ ও গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায় বিরকিটি নদীর উপর বেহাল সেতু নিয়ে মানুষের ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি ওই সেতু সংলগ্ন প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। তবে সেতুটির স্বাস্থ্য ফেরাতে এখনও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। হালকা যানবাহন চলাচল করলেও সেতুটি দুলে ওঠে। দুর্বল সেতুটিকে বাদ দিয়ে কেন মাটি, বালি বোঝাই গাড়ি, ডাম্পার ও ট্রাক চলাচলের রাস্তাটি সংস্কার করা হবে তা নিয়ে এলাকাবাসীদের মনে প্রশ্ন উঠছে। ব্যস্ততম রাস্তাটি সারানোর জন্য ইতিমধ্যেই নয় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এলাকার এক বাসিন্দা অনুপ রায় ক্ষোভের সুরে বলেন, 'এতদিন ধরে শুনেছি রাস্তার সঙ্গেই সেতুর কাজ হবে। এখন দেখছি রাস্তার কাজ শুরু হলেও সেতু সারানো হচ্ছে না। আমরা প্রশাসনের কাছ থেকে এর কারণ জানতে চাই।' এর আগে গত বছর অগাস্ট মাসে সেতু সংস্কারের দাবি নিয়ে সাধারন মানুষ দিন ভর আন্দোলনে নেমেছিল। এবিষয়ে জেলা পরিষদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুদর্শন সাহা বলেন, 'আগে রাস্তা সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছিল। তাই এখন সেই কাজ হচ্ছে। রাস্তার পর সেতুর কাজ করা হবে।'

এদিকে, নড়বড়ে সেতু ঠিক না করে শুধু রাস্তাটি সারালে কী করে সমস্যার সমাধান হবে, তাও কেউ বুঝতে পারছেন না। বিরকিটি নদীর উপর সেতুটির ধারের একাধিক জায়গায় রেলিং ভেঙে গিয়েছে। লোহার পাত বেঁকে গিয়েছে। এছাড়া দুটি পিলারও বসে গিয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে যেকোনও মুহূর্তে সেতু ভেঙে পড়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ সরকার বলেন, 'বিরকিটি নদীর সেতুটির মাধ্যমে জটেশ্বর বাজারের সঙ্গে তিন চারটি গ্রামের সংযোগ রক্ষা হয়। সেতুটি বহুদিন ধরে একেবারে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।' তাঁর প্রশ্ন, কোনও দুর্ঘটনা না ঘটা অবধি কি প্রশাসন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবে না! এমনকী গুয়াবরনগরের মানুষ এবিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে লিখিত দাবিপত্র দিলেও প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই মেলেনি বলে অভিযোগ। জয়শ্রী সরকার নামে এক পথচারীর কথায়, 'রোজ গাড়ি, টোটো বা সাইকেলে স্কুল কলেজের পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ ওই পথে যাতায়াত করে। তাই সেতুটি সারানো খুবই দরকার।'

রবিবার ম্যাচের মাঝে খলিল আহমেদ ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে কিছু আদানপ্রদান করতে দেখা যায়। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

# বল বিকৃতির অভিযোগ চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে

**চেন্নাই, ২৪ মার্চ :** আইপিএলের 'এল ক্লাসিকো'।

চেন্নাই সুপার কিংস জিতলেও মাত্র ১৫৫ রানের পুঁজি নিয়ে তুল্যমূল্য লড়াই চালিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বোলাররা। বোলিংয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রথমবার আইপিএলে খেলতে নামা কেরলের মালপ্পুরমের অখ্যাত স্পিনার ভিগনেশ পুথুর।

সিনিয়ার পর্যায়ে কোনও ঘরোয়া ম্যাচ খেলেননি এখনও। গতবছর কেরল ক্রিকেট লিগে আলেপ্পি রিপলস-এর হয়ে খেলার সময় মুম্বইয়ের স্কাউটদের নজরে পড়ে যান। সাফল্য পেয়েছেন কর্ণাটক ক্রিকেট লিগেও। সেখান থেকে মেগা নিলামে সোজা আইপিএলের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী দলে শামিল। চেন্নাইয়ের কাছে মুম্বই হারলেও অভিষেক ম্যাচেই মন জিতে নিলেন।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সাজঘরে নীতা আম্বানিকে প্রণাম ভিগনেশ পুথুরের।

বাবা পেশায় অটোচালক। নিজেও ক্রিকেট কেরিয়ারেও সেভাবে কিছু করে উঠতে পারেননি। কেরলের অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরেই আটকে গিয়েছে তাঁর কেরিয়ার। স্থানীয় লিগগুলিতে খেলে বেড়ান। সঙ্গে ক্লাব ক্রিকেট। সেখান থেকে একেবারে আইপিএল সংসারে স্বপ্নের অভিষেক।

চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় সহ মাঝের ওভারে তিন উইকেট তুলে নিয়ে মুম্বইকে লড়াইয়ে ফেরান। ভিগনেশের (৩২/৩) বোলিংয়ের সুবাদে একপেশে চেন্নাইয়ের জয়ের স্ক্রিপ্ট বদলে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সূর্যকুমার যাদবদের সামনেও। শেষরক্ষা না হলেও ম্যাচের পর স্বয়ং মহেন্দ্র সিং ধোনি তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন। প্রশংসায় ভাসিয়েছেন অধিনায়ক সূর্য।

রবি শাস্ত্রীর কথায়, ধোনির পিঠ চাপড়ানি যে কোনও উঠতি ক্রিকেটারদের কাছে বড় পুরস্কার। বাইশ গজে দুর্দান্ত অভিষেক, মাহির প্রশংসা, ভিগনেশের জন্য যথার্থ অর্থেই স্বপ্নের দিন। প্রশংসা করতে গিয়ে নভজ্যোৎ সিং সিধু আবার বলেও দিলেন, কেরলের অখ্যাত স্পিনার তাঁকে এরাপল্লি প্রসন্ন, বিষেণ সিং বেদির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

## সূর্যদের প্রাপ্তি অটোচালকের ছেলে

কেরিয়ারের প্রথম আইপিএল ম্যাচে ভিগনেশ ৩২ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন।

পরাজিত দলের 'ট্র্যাজিক হিরো' ভিগনেশের প্রশংসা, চেন্নাইয়ের এল ক্লাসিকো জয় ছাপিয়ে বল বিকৃতির মারাত্মক অভিযোগ উঠছে ম্যাচ ঘিরে। কাঠগড়ায় খোদ হলুদ ব্রিগেডের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও বোলার খলিল আহমেদ। দাবি, বলে বিকৃতি ঘটানোর জন্য খলিল আর রুতুরাজের মধ্যে কিছু আদান-প্রদান হয়েছে। যে ছবি নাকি ক্যামেরায় ধরাও পড়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল। যেখানে দেখা গিয়েছে খলিল তাঁর প্যান্টের বাম পকেট থেকে কিছু একটা বের করে রুতুরাজকে দিচ্ছেন। বল তখন রুতুরাজের হাতে। ক্যামেরার উলটো দিকে দুইজনেই। ফলে কী দিচ্ছেন তা পরিষ্কার নয়। তবে প্রশ্ন, খলিল পকেট থেকে বের করা বস্তুটি দিয়েই কি রুতুরাজ বলের চেহারা বদলেছেন?

সামাজিক মাধ্যমে অপর একটি ভিডিওয় আবার পালটা দাবি। যেখানে বলা হয়েছে বোলিংয়ের আগে হাতের আংটি খুলে খলিল তা রুতুরাজকে দেন। সেই আংটিই রুতুরাজ নিজের পকেটে রাখেন। অবশ্য আসল সত্যিটা কী, তা এখনও পরিষ্কার নয়। যা বিতর্কে আরও বেশি করে ঘি ঢালছে।

## মাহির উইকেটকিপিংয়ে মুগ্ধ সূর্যকুমার-বাউচাররা

# বিরাট-বার্তা গোপন রাখতে চান ধোনি

চেন্নাই সুপার কিংসের জয়ের পর মহেন্দ্র সিং ধোনিকে অভিনন্দন জানচ্ছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের রোহিত শর্মা।

**চেন্নাই, ২৪ মার্চ :** 'মাহি হ্যায় তো মুমকিম হ্যায়'।

তেতাল্লিশের মহেন্দ্র সিং ধোনি গতকাল ফের তা আরও একবার বোঝালেন। ব্যাট হাতে নামলেও রান করার সুযোগ পাননি। উইনিং বাউন্ডারিতে ম্যাচে ইতি টেনে দেন রাচিন রবীন্দ্র। তবে তার আগে উইকেটকিপারের দায়িত্বে চেনা ঝলক, ক্ষিপ্রতা। বুঝিয়ে দিলেন চল্লিশের চালশেমি তাঁকে কাবু করতে পারেননি।

দুর্দান্ত স্টাম্পিংয়ের সঙ্গে মাহির স্পেশাল ডিআরএস কল। লো স্কোরিং ম্যাচে ছেয়ে থাকলেন। চার উইকেট নিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে প্রায় একাই শেষ করে দেওয়া চেন্নাইয়ের আফগান স্পিনার নুর আহমদ বলেও দিলেন, সূর্যকুমার যাদবের উইকেটের কৃতিত্বও মাহিভাইয়ের প্রাপ্য।

মুগ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা মার্ক বাউচারের কথায়, এই বয়সে এমএস যা করছে তা আদপে রূপকথা। অবিশ্বাস্য। স্টাম্পিংয়ে এখনও সবার থেকে এগিয়ে ধোনিই। ওর বিকল্প কেউ নেই। রি-অ্যাকশন টাইমিং ছিল ০.১২ সেকেন্ড। সেটাই যথেষ্ট ছিল ধোনির জন্য। ম্যাচের পর যা নিয়ে প্রশংসা করেন সূর্যও।

> মাঠের ৯৯ শতাংশ সিদ্ধান্তই রুতুরাজের। বোলার পরিবর্তন থেকে ফিল্ডিং সাজানো-সবকিছুই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি সাহায্য করি মাত্র। দলকে দারুণভাবে পরিচালনা করছে রুতু।
>
> **মহেন্দ্র সিং ধোনি**

আইপিএলে ফের মাহি-ম্যাজিকে যখন ক্রিকেটমহল মুগ্ধ, তখন ধোনির মুখে বিরাট কোহলি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের কথা। ম্যাচের পর সম্প্রচার সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ধোনি দাবি করেন, তিনি মোটেই দল চালাচ্ছেন না। ৯৯ শতাংশ সিদ্ধান্ত অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ই নিচ্ছেন। অযথা এই নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে।

বলেছেন, 'দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রুতুরাজ। ঠান্ডা মাথার ছেলে। অধিনায়ক হিসেবে ওকে বেছে নেওয়ার এটাই কারণ। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে রুতুরাজকে বলেও দিই, আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে দূরে থাকব। আর আমি পরামর্শ দিচ্ছি বলেই তা মেনে চলতে হবে এমনটা নয়।' রুতুরাজের পাশে দাঁড়িয়ে ধোনি আরও বলেন, 'মাঠের ৯৯ শতাংশ সিদ্ধান্তই রুতুরাজের। বোলার পরিবর্তন থেকে ফিল্ডিং সাজানো—সবকিছুই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি সাহায্য করি মাত্র। দলকে দারুণভাবে পরিচালনা করছে রুতু।'

বিরাট কোহলির সঙ্গে সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন। জানান, শুরুর দিকে মূলত ক্রিকেট বিষয়ে ভাবনার বিনিময় হত। সম্পর্কটা ছিল অধিনায়ক ও দলের তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটারের মতো। সময় যত এগিয়েছে, তা গাঢ় হয়েছে। বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এখনও তা অটুট। অটুট সিনিয়ার-জুনিয়ার শ্রদ্ধার জায়গাও।

ক্রিকেট ছাড়ার পরও 'বন্ধুর' খারাপ সময়ে পাশে থেকেছেন। বিরাটও বলেছেন, একমাত্র ধোনিই তাঁকে মেসেজ করেছিলেন কঠিন সময়ে। কী লিখেছেন বার্তায়? কী কথা হয়েছিল দুজনের মধ্যে? ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে যা জানার উৎসাহ থাকলেও তা প্রকাশ্যে আনতে নারাজ মাহি। সাফ কথা, তিন বছর এই নিয়ে মুখ খোলেননি। আগামী দিনেও খুললেন না। দুজনের কথা, দুইজনের মধ্যেই থাকুক।

মাহির কথায়, চেন্নাই সুপার কিংসের সতীর্থরাও তাঁকে এসে মনের কথা বলে। তাঁরা জানেন, সেই কথা বাইরে আসবে না। তৃতীয় কেউ জানবে না। এই বিশ্বাসটা গুরুত্বপূর্ণ। বিরাটের ক্ষেত্রে হোক বা অন্য কেউ, তা কোনওভাবে ভাঙতে রাজি নন।

# সিউ সেলিব্রেশনে কথা রাখলেন রোনাল্ডো

**সেমিফাইনালে মুখোমুখি**
৪ জুন » জার্মানি বনাম পর্তুগাল
৫ জুন » স্পেন বনাম ফ্রান্স

**লিসবন ও ডর্টমুন্ড, ২৪ মার্চ :** কথা রাখলেন। ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ফিরতি লেগে গোল করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩ ব্যবধানে জিতে উয়েফা নেশনস লিগ সেমিফাইনালের টিকিট আদায় করে নিল পর্তুগাল।

শেষ চারের ছাড়পত্র পেল জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেনও। জুনের প্রথম সপ্তাহে শেষ চারের ম্যাচে স্পেন খেলবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। গত বছর ইউরো কাপে সেমিফাইনালের লড়াইতে এই স্পেনের কাছে হেরেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ফরাসিদের। আর যে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে শেষ চারের ছাড়পত্র আদায় করল লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দল তাদের হারিয়েই ২ বছর আগে নেশনস লিগের খেতাব ঘরে তুলেছিল স্পেন।

রবিবার রাতে পর্তুগাল-ডেনমার্ক ম্যাচের তখন ৭১ মিনিট অতিক্রান্ত। কোয়ার্টার ফাইনালের দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পর্তুগাল। সেই সময় গোল করলেন সিআর সেভেন। সমতায় ফেরালেন দলকে। সমর্থকদের থেকে আরও একবার নায়কের সম্মান পেলেন। নাহলে ম্যাচ যেভাবে এগোচ্ছিল তাতে খলনায়কও হতে পারতেন তিনি।

ম্যাচের একেবারে শুরুতেই পেনাল্টি নষ্ট করেন ক্রিশ্চিয়ানো। পর্তুগালকে ম্যাচের প্রথমার্ধে এগিয়ে দেয় ডেনমার্কের আত্মঘাতী গোল। ৫৬ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন রাসমাস ক্রিশ্চানসেন। এরপর ৭২ মিনিটে রোনাল্ডোর গোল। সঙ্গে নিজস্ব 'সিউ' সেলিব্রেশন ফিরিয়ে দিলেন রাসমাস হোজলুন্ডকে। ৭৬ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের গোলে দুই লেগ মিলিয়ে ফের এগিয়ে যায় ড্যানিশরা। ৮৬ মিনিটে ফ্রান্সিসকো ট্রিনকাও তা শোধ করেন। নির্ধারিত সময়ের শেষে দুই লেগ মিলিয়ে ব্যবধান দাঁড়ায় ৩-৩। ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় অতিরিক্ত সময়ে ট্রিনকাও ও গঞ্জালো র‍্যামোসের করা গোলে।

ডেনমার্কের বিরুদ্ধে গোল করে উচ্ছ্বাস ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। করলেন সিউ সেলিব্রেশন।

## একনজরে কোয়ার্টারের ফল

জার্মানি ৩-৩ ইতালি
(দুই লেগ মিলিয়ে জার্মানি জিতল ৫-৪ গোলে)

পর্তুগাল ৫-২ ডেনমার্ক
(দুই লেগ মিলিয়ে পর্তুগাল জিতল ৫-৩ গোলে)

স্পেন ৩-৩ নেদারল্যান্ডস
(দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৫, টাইব্রেকারে জয়ী স্পেন)

ফ্রান্স ২-০ ক্রোয়েশিয়া
(দুই লেগ মিলিয়ে ২-২, টাইব্রেকারে জয়ী ফ্রান্স)

অন্যদিকে, ঘরের মাঠে ইতালির মুখোমুখি হয় জার্মানি। সেই ম্যাচ ড্র হল ৩-৩ গোলে। ম্যাচের প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাপট দেখায় জার্মানরা। গোল করেন জোশুয়া কিমিচ, জামাল মুসিয়ালা ও টিম ক্লেইডেয়েনেস্ট। মনে হয়েছিল বড় হার অপেক্ষা করছে আজুরিদের জন্য। দ্বিতীয়ার্ধে সেই ভুল ভাঙলেন মোয়েস কিন। একাই দুইটি গোল করেন। সংযুক্তি সময়ে ইতালিকে সমতায় ফেরান গিয়াকোমো রাসপাদোরি। কিন্তু হলে কী হবে, প্রথম লেগ ২-১ গোলে জিতে থাকার সুবাদে সেমিফাইনালের টিকিট পেয়ে যায় জার্মানি।

কোয়ার্টারের বাকি দুই ম্যাচ গড়াল টাইব্রেকারে। নেদারল্যান্ডস-স্পেন ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা থাকে। রবিবারও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রথম লেগ ২-২ গোলে ড্র হয়েছিল। ফিরতি লেগেও ছয় গোলের থ্রিলার। ১২০ মিনিটের শেষে স্কোরলাইন ৩-৩। টাইব্রেকারেও জোর টক্কর চলল। শেষ পর্যন্ত ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন জিতল ৫-৪ গোলে। অন্যদিকে, প্রথম লেগে ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল ক্রোয়েশিয়া। ফিরতি লেগে ক্রোটদের একই ব্যবধানে হার ফিরিয়ে দেয় ফরাসি ব্রিগেড। ৫-৪ ব্যবধানে সেই ম্যাচ টাইব্রেকারে জিতে বাজিমাত ফ্রান্সের।

## সাকিবের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর নির্দেশ

**ঢাকা, ২৪ মার্চ :** সোমবার ৩৮-এ পা দিলেন সাকিব আল হাসান। জন্মদিনেই তারকা অলরাউন্ডারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর নির্দেশ দিল আদালত। সাকিবের বিরুদ্ধে ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার চেক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।

গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর একটি চেক প্রতারণার মামলায় বাংলাদেশের এই তারকা ক্রিকেটার ছাড়াও আরও তিনজনের বিরুদ্ধে সমন জারি করে আদালত। গত ১৮ জানুয়ারি তাঁকে আদালতে হাজিরার নির্দেশও দেওয়া হয়। তা অমান্য করায় জারি হয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। জানা গিয়েছে, সাকিবের মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের অর্থ ঋণ নেয়। পরে তা পরিশোধের জন্য দুইটি চেক ইস্যু হলেও দেখা যায় তাদের অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা নেই। এরপরই আইনি নোটিশ পাঠানো হয় ব্যাংক থেকে। ৩০ দিন পেরিয়ে গেলেও কোনও উত্তর মেলেনি। শেষমেশ আদালতে মামলা করা হয়। তার জেরেই সাকিবের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর নির্দেশ ঢাকার আদালতের।

## 'বি' গ্রেডে রিচা

**মুম্বই, ২৪ মার্চ :** ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় রিচা ঘোষ 'বি' গ্রেডে রয়েছেন। সাম্প্রতিকালে ফিনিশারের ভূমিকায় জাতীয় দলের হয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছেন রিচা। সদ্যসমাপ্ত উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগও তাঁর ভালো গিয়েছে। রিচার সঙ্গে একই তালিকায় জায়গা পেয়েছেন জেমিমা রডরিগেজ ও শেফালি ভার্মা। গ্রেড 'এ'-তে রয়েছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর, সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা ও দীপ্তি শর্মা। সবমিলিয়ে ১৬ জনকে এবার কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় ঠাঁই দেওয়া হয়েছে।

**INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ**

গুজরাট টাইটান্স বনাম পাঞ্জাব কিংস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রাক্তন পুত্রবধূ ভেনেসার সঙ্গে টাইগার উডস।

## নয়া সম্পর্কে টাইগার উডস

**ওয়াশিংটন, ২৪ মার্চ :** নতুন সম্পর্কে জড়ালেন কিংবদন্তি মার্কিন গলফার টাইগার উডস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রাক্তন পুত্রবধূ ভেনেসার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন তিনি। রবিবার নিজেই নতুন সম্পর্কের কথা সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন তিনি।

সামাজিকমাধ্যমে ভেনেসার সঙ্গে তোলা ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে টাইগার উডস লিখেছেন, 'ভালোবাসা বাতাসে ভেসে বেড়ায় এবং তুমি সঙ্গে থাকলে জীবন আরও সুন্দর হয়।' সাধারণত নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা টাইগারের ঘোষণা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে সারা বিশ্বে। ২০১৮ সালে ভেনেসার সঙ্গে ট্রাম্প-পুত্রের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। অন্যদিকে ২০০৯ সালে স্ত্রী এলিন নর্ডেগ্রেনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় টাইগার উডসের।

# গিলের বিরুদ্ধে শুরু শ্রেয়সের নয়া সফর

**আহমেদাবাদ, ২৪ মার্চ :** নতুন মরশুম। নতুন শুরু।

মঙ্গলবার নয়া অভিযানে মুখোমুখি গুজরাট টাইটান্স-পাঞ্জাব কিংস। ২০২৪-র ব্যর্থতা ঝেড়ে শুভমান গিলের গুজরাট বদ্ধপরিকর ঘুরে দাঁড়াতে। অক্সিজেন জোগাচ্ছে জস বাটলারদের মতো একঝাঁক তারকার উপস্থিতি।

গত সতেরো প্রচেষ্টায় ব্যর্থ টিম পাঞ্জাবকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন শ্রেয়স আইয়ার-রিকি পন্টিং জুটি। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক শ্রেয়স। শ্রেয়সের চ্যাম্পিয়ন লাক এবার পাথেয় প্রীতি জিন্টাদের। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে হেডকোচ পন্টিংও জানিয়ে দিয়েছেন, শ্রেয়সের হাতে ট্রফি দেখতে চান।

তরুণ তারকা প্রিয়াংশ আর্যকে টিপস দিচ্ছেন পাঞ্জাব কিংসের কোচ রিকি পন্টিং। আহমেদাবাদে সোমবার।

প্রভসিমরন সিং, শশাঙ্ক সিং, অর্শদীপ সিং, হরপ্রীত ব্রারকে বাদ দিলে বাকিরা সব নতুন। পন্টিং চান, তার নয়া আর্মিকে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে গড়ে তুলতে। যে অঙ্ক মেলাতে মূল অস্ত্র গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোয়িনিস, মার্কো জানসেন, জোশ ইনগ্লিস, যুযবেন্দ্র চাহাল, লকি ফার্গুসনরা।

গুজরাট অপরদিকে শুভমান গিল (অধিনায়ক), বি সাই সুদর্শন, রশিদ খান, রাহুল তেওয়াটিয়াদের ধরে রাখে। আশিস নেহেরাদের (হেডকোচ) তুরুপের তাস বোলিং। পেস ব্রিগেডে কাগিসো রাবাদা, জেরাল্ড কোয়েৎজে, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা। স্পিনে রশিদের নেতৃত্বে ওয়াশিংটন সুন্দর, রাহুল তেওয়াটিয়া। পেস-স্পিনের সঠিক ভারসাম্য, বৈচিত্র্য।

গতবার পাওয়ার প্লে-কে কাজে না পারা বিপক্ষে গিয়েছে গুজরাটের। ওভার পিছু রান তোলার গতি ছিল ৭.৪১। এবার শুরুর টক্করে ঝড় তুলতে বদ্ধপরিকর। যে কাজে মূল ভরসা বাটলার। মাঝে কিউয়ি অলরাউন্ডার গ্লেন ফিলিপস। সুন্দর, তেওয়াটিয়াদের উপস্থিতি ব্যাটিং গভীরতাও বাড়িয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট কেন্দ্র নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের পিচ এক্স ফ্যাক্টর। গতবছর একাধিক লো স্কোরিং ম্যাচ যেমন হয়েছে, তেমনই হাইস্কোরিং দ্বৈরথও দেখা গিয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের প্রয়োগ করা জরুরি। কাল কোন দলের ব্যাটাররা সেই মুনশিয়ানা দেখায়, তা গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে, তারকাদের ভিড়ে পাঞ্জাব কিংস সংসারে আলোচিত নাম প্রিয়াংশু আর্য। দিল্লির এই ওপেনারের বিগহিট নেওয়ার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই খবরের শিরোনামে। গত সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দিল্লির হয়ে সর্বাধিক রানও করেছেন। অপেক্ষা এবার নিজের প্রথম আইপিএলে ছাপ রাখা।

৩.৮ কোটির চমক দরে পাঞ্জাবে যোগ দেওয়া প্রিয়াংশু বলেও দিচ্ছেন, রিকি পন্টিং স্যারের পরামর্শকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন। সাজঘরে স্যার যখন কিছু বলেন, ঘোরের মধ্যে থাকেন। মনে হয় স্বপ্ন দেখছেন। বিশ্বাস, প্রথম একাদশে সুযোগ পেলে দল ও পন্টিং স্যারের আস্থার মর্যাদা রাখতে পারবেন।

# হকি দলকে আর্থিক পুরস্কার বাগানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ :** ক্যালকাটা হকি প্রিমিয়ার লিগ জয়ী দলকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করল মোহনবাগান। রবিবার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। সোমবার বিকেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রীতি মেনে ক্লাব প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন করেন বাগান কর্তারা। উপস্থিত ছিলেন লিগ চ্যাম্পিয়ন হকি দলের কোচ সিমরানজিৎ সিং, ম্যানেজার গুরমিত সিং সহ সাপোর্ট স্টাফরা। খেলোয়াড়দের মধ্যে নীতীশ নেউপানে ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। এছাড়া প্রাক্তন ফুটবলার আব্দুল খালেকও উপস্থিত ছিলেন। পতাকা উত্তোলনের পর ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত হকি দলকে ১.৫ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। পরে ক্লাব সচিব বলেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য ভবিষ্যতে ফুটবল, ক্রিকেটের মতো হকিতেও যুব উন্নয়ন নিয়ে কাজ করা। তবে তার আগে পুরোপুরিভাবে ঘাসের মাঠের পরিবর্তে অ্যাস্ট্রোটার্ফে হকি খেলা চালু হোক। তারপর যুব উন্নয়ন নিয়ে আমরা কাজ করব।'

সোমবার সন্ধ্যায় ক্লাব পরিদর্শনে আসেন নির্বাচন কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়। তিনি জানিয়েছেন, সংবিধান মেনেই ক্লাবে নির্বাচন হবে।

# হামজাকে গুরুত্ব দিলেও ভীত নয় ভারত

## সেরাটা দিয়ে বাংলাদেশকে হারাতে প্রস্তুত সুনীলরা

*লেস্টার সিটির প্রাক্তন তারকা হামজা চৌধুরীকে নিয়ে মেতে রয়েছে বাংলাদেশ।*

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** গত দেড় বছরে ভারতীয় ফুটবল দলের যা পারফরমেন্স, তা মেরামত করতে হলে মঙ্গলবার জিততেই হবে সুনীল ছেত্রী-সন্দেশ ঝিংগানদের।

তবে, এই ম্যাচও যে একেবারেই সহজ হবে না, এটাও ভালোই বুঝছে, মানোলো মার্কুয়েজের দল। তবু যে কোনও লড়াইয়ের আগে যুযুধান দুই দলই জানান দেওয়ার চেষ্টা করে, তারা প্রস্তুত। মানোলোও ঠিক সেটাই করলেন। বাংলাদেশ দলটা এবার আর হেলাফেলার নয়। বরং ইপিএলে কিছু ম্যাচ খেলা হামজা চৌধুরী সহ একাধিক ইউরোপে খেলা ফুটবলার রয়েছে তাদের দলে। তবু মানোলো বলছেন, 'প্রথম ম্যাচ সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিযোগিতা অল্প কয়েকটা ম্যাচের। তাই শুধুমাত্র গ্রুপ-সেরাই যোগ্যতা অর্জন করবে। মোট ছয় ম্যাচ খেলে আমাদের এক নম্বর হতে হবে। সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য আমরা তাই সেরা হতে চাই।' প্রসঙ্গত, পরবর্তী এশিয়ান কাপ, ২০২৭ সালে সৌদিতে। যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপ 'সি'র দলগুলির মধ্যে ক্রমতালিকায় ভারতই (১২৬) এক নম্বরে। দলের অন্যতম সিনিয়ার সন্দেশ মনে করেন বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ মানেই বাড়তি তীব্রতা থাকেই। তাঁর মন্তব্য, 'একটা বিষয় আমরা জানি যে যখনই বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারত মাঠে নামে তখন বাড়তি আবেগ, তীব্রতা ও উত্তেজনা থাকেই। সেটা ফুটবল হোক কী অন্য খেলা। তাই ভালো ফল করতে আমরা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে মাঠে নামব।' প্রতিপক্ষ কোচ জাভিয়ের কাব্রেরা বলেছেন, 'আমার দল অনেক উন্নতি করেছে। আশা করছি ভারতের কাজ আমরা কঠিন করে তুলতে পারব।' মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে খেলে যাওয়া অধিনায়ক জামাল ভুইয়াঁ আবার এদেশে ফিরে এসে খুশি। তিনিও আশা করছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটা ম্যাচের।

**এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব**

**ভারত বনাম বাংলাদেশ**

**সময় :** সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান :** শিলং
**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

শিলংয়ের মাঠে এই প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ হতে চলেছে। ভারত অবশ্য গত ১৯ মার্চ মালদ্বীপের বিপক্ষে একটা প্রীতি ম্যাচ খেলে এই মাঠের চরিত্র সম্পর্কে খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছে। সুনীল ওই ম্যাচেই প্রথম অবসর ভেঙে ফিরে আসেন ও গোল করেন। সন্দেশ তাঁর সতীর্থ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত, 'সুনীলভাই এতই উচ্চমানের ফুটবলার যে শুধু বাংলাদেশ নয়, সব দলের বিরুদ্ধেই তিনি বিপজ্জনক।' এবারই প্রথম বাংলাদেশের জার্সিতে খেলবেন একসময়ে ইপিএলে খেলা হামজা। তিনি ঢাকায় পা দেওয়ার পর উন্মাদনা ছিল দেখার মত। তবে তিনি এত অল্প সময়ে দলের সঙ্গে কতটা মানিয়ে নিতে পেরেছেন প্রশ্ন সেটাও। মানোলোর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য, 'হামজা নিঃসন্দেহে একজন উচ্চমানের ফুটবলার। বিশেষ করে এশীয় মানে। এমন একজনকে পাশে পেলে সতীর্থরাও উজ্জীবিত হয়। তবে আমরা সবসময়ই প্রতিপক্ষের সেরা পারফরমেন্সের জন্য তৈরি থাকি। নিজেরা ভালো খেলতে পারলে জয় আসবেই।' মালদ্বীপের বিপক্ষে যে দল খেলেছে তাতে বড়সড়ো পরিবর্তন বলতে হয়তো এই ম্যাচে সেন্টার ব্যাক পজিশনে সন্দেশ ঢুকবেন। তবে ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজের চোটের ফলে ১০ নম্বর পজিশনে কাকে খেলাবেন তা নিয়ে ভাবতে হবে মানোলোকে। সদ্য দলে ডাক পাওয়া ম্যাকারটন লুইস নিকসনকে তাঁর জায়গায় সুনীলকে শুরু করান কিনা সেটাই দেখার।

তবে দল যাই হোক না কেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বিপক্ষে জয় ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য সামনে নেই গোটা দলেরই।

*বাংলাদেশ ম্যাচের প্রস্তুতিতে সুনীল ছেত্রী। শিলংয়ে সোমবার।*

# নাইট সংসারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আবহ চান বরুণরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ :** চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এখন ইতিহাস। দুবাইয়ে টিম ইন্ডিয়ার 'চাক দে'র আমেজ এখনও রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্দরমহলে সেই আবহ ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছেন বরুণ চক্রবর্তী ও হর্ষিত রানা। দুইজনই দুবাইয়ে রোহিত শর্মার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলে ছিলেন। বরুণ তিন ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে ভারতের খেতাব জয়ের পথ মসৃণ করেছিলেন। হর্ষিতও পিছিয়ে ছিলেন না। ভারতীয় দলের সাফল্যে তাঁরও অবদান রয়েছে। এহেন বরুণ-হর্ষিত চলতি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে তাঁদের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নয়া অক্সিজেন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন। কীভাবে?

নাইটদের সমাজমাধ্যমে আজ দুপুরের দিকে একটি ভিডিও পোস্ট হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, কলকাতা থেকে গুয়াহাটি যাওয়ার পথে বিমানের ভিতরেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন হর্ষিত-বরুণ। কীভাবে খেতাব জয়ের সাফল্য ধরে রাখার কথা ভাবছেন? এমন প্রশ্নের জবাবে হর্ষিত তাঁর মোবাইলের স্ক্রিন সেভারে ট্রফি হাতে নিজের ছবি দেখিয়েছেন। বলেছেন, 'এই ছবিটা আমার জীবনে চিরকালীন হতে চলেছে।' হর্ষিতকে ছাপিয়ে এককদম এগিয়ে নাইটদের রহস্য স্পিনার বরুণ তাঁর মোবাইলের স্ক্রিন সেভারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী পুরো দলের ছবি দেখিয়ে বলেছেন, 'এমন স্মৃতি কখনও ভোলা যায় নাকি। যতদিন মস্তিষ্ক সচল থাকবে, দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের স্মৃতিও থেকে যাবে।'

গত সন্ধ্যায় গুয়াহাটি পৌঁছানোর পর বিহুনৃত্যের মাধ্যমে কেকেআরের পুরো দলকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। হোটেলে পৌঁছানোর পর আজিঙ্কা রাহানেরা সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের দিকেও নজর রেখেছিলেন। ঈশান কিষানদের বিরুদ্ধে রাজস্থান জিততে না পারলেও দল হিসেবে তাঁরাও যে পিছিয়ে নেই, তার প্রমাণ দিয়েছেন সঞ্জু স্যামসন, শিমরন হেটমেয়াররা। বুধবার গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ার ক্রিকেট মাঠে গতরাতের ব্যাটিং তাণ্ডব ধরে রাখার ব্যাপারে প্রবল আশাবাদী রাজস্থান শিবির। আজ সন্ধ্যায় হায়দরাবাদ থেকে গুয়াহাটিতে পৌঁছেও গিয়েছেন সঞ্জুরা। রাজস্থানের ব্যাটিং আগ্রাসন নিয়েও দলকে আগামীর লক্ষ্যে চাঙ্গা করতেও নেমে পড়েছেন। রাতের দিকে গুয়াহাটি থেকে কেকেআরের একটি প্রভাবশালী সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বুধবারের রাজস্থান ম্যাচের আগে একটু বেশিই সতর্ক হয়ে রয়েছেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোরা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন ফের না ঘটে, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনাও হয়েছে। সঙ্গে নাইটদের অন্দরমহলে রয়েছে চাপ। তাছাড়া ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে দলের মিডল অর্ডার ব্যাটিং যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সেটাও উদ্বেগে রাখছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে।

এমন উদ্বেগ কাটানোর লক্ষ্যেই আসরে নেমেছেন হর্ষিত-বরুণ। তাঁরা সতীর্থদের সঙ্গে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার পাশে গুয়াহাটিতে আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে বোলিং কোচ ভরত অরুণ দলের বোলারদের নিয়েও আলাদাভাবে দীর্ঘসময় ক্লাস করেছেন। কুড়ির ক্রিকেটে আদর্শ লেংথ কী হতে পারে, তা নিয়েও চলেছে চর্চা।

নাইট সংসারে ভারতীয় দলের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আবহ ফেরানোর যে উদ্যোগ নিয়েছেন বরুণ-হর্ষিতরা, বাস্তবে সেটা কতটা কাজে দেয়, তাই এখন দেখার।

*ওয়ার্ম আপে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, রামনদীপ সিংরা। খেললেন ফুটবল। স্পেনসার জনসন ব্যস্ত ফিটনেস ট্রেনিংয়ে। গুয়াহাটিতে সোমবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।*

### বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যে ছাঁটাইয়ের দাবি

# আর্চারকে 'কালো ট্যাক্সি' বলে বিতর্কে হরভজন

**হায়দরাবাদ, ২৪ মার্চ :** ৪ ওভার বল করে ৭৬ রান দিয়েছেন।

ঈশান কিষানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সামনে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে আইপিএল প্রত্যাবর্তন সুখের হয়নি জোফ্রা আর্চারের। দলের পেস ব্রিগেডের মূল অস্ত্র হলেও তিক্ত নজির গড়ে ফিরেছেন। সেই আর্চারকে ঘিরেই মন্তব্যের জেরে বিপাকে হরভজন সিং। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটারদের সামনে আর্চারের মার খাওয়া নিয়ে লন্ডনের কালো ট্যাক্সির উদাহরণ টেনে আনেন প্রাক্তন স্পিনার।

কৃষ্ণাঙ্গ আর্চারের সম্পর্কে যে মন্তব্যের পর বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ হরভজনের বিরুদ্ধে। আইপিএলের কমেন্ট্রি টিম থেকে অবিলম্বে ছাঁটাইয়ের দাবিও উঠছে সামাজিক মাধ্যমে। অভিযোগ, তুলনা টানতে গিয়ে কার্যত আর্চারের গায়ের কালো রংকেই তুলে ধরেছেন ভাজ্জি। এরজন্য কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

হায়দরাবাদ ইনিংসের ১৮তম ওভারের ঘটনা। বল করছিলেন রাজস্থান রয়্যালসের আর্চার। ব্যাটিংয়ে ঈশান কিষানের সঙ্গে হেনরিচ ক্লাসেন। ক্লাসেনরা আর্চারকে পেটাতে শুরু করলে তাঁর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কালো ট্যাক্সির উদাহরণ টানেন হরভজন। বলেছেন, 'লন্ডনে কালো ট্যাক্সির মিটার দ্রুত দৌড়োয়। আর এখানে দ্রুত দৌড়োচ্ছে আর্চার সাহেবের মিটার।'

হরভজনের যে কটাক্ষ ভরা মন্তব্যের পরই বিতর্ক শুরু। সমালোচনার ঝড় সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর্চারের গায়ের রং নিয়ে এহেন বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের জন্য অবিলম্বে প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনারের ক্ষমার দাবি তোলেন অনেকে। কারও দাবি, ধারাভাষ্যকার প্যানেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক।

নেটিজেনদের মতে, ক্রিকেটারদের নিয়ে পক্ষপাতিত্বমূলক মন্তব্যের জন্য ইরফান পাঠানকে আইপিএলের কমেন্ট্রি টিম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হরভজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও গুরুতর। বল এখন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কোর্টে। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা সাংসদ হরভজনকে নিয়ে কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই দেখার।

*সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ৪ ওভারে ৭৬ রান খরচ করেন জোফ্রা আর্চার।*

## সুপার কাপ নিয়ে চিন্তায় মহমেডান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ :** ২ এপ্রিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সুপার কাপের প্রস্তুতিতে নামার কথা। কিন্তু ফুটবলাররা ফিরবেন তো?

উত্তরটা সাদা-কালো কর্তাদের কাছেও অজানা। অধিকাংশ ফুটবলারের পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া। সুপার কাপে আদৌও দল নামাতে পারবে তো মহমেডান? এই পরিস্থিতিতে ক্লাবই বা কীভাবে খেলোয়াড়দের জোর দিয়ে ফেরার কথা বলবে! এদিকে, আইএসএলের দলগুলির জন্য সুপার কাপে খেলা বাধ্যতামূলক। নাহলে শাস্তির মুখেও পড়তে হতে পারে। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ জটিল। কর্তারাও চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। সোমবার বিনিয়োগকারী সংস্থা শ্রাচীর সঙ্গে ক্লাব প্রতিনিধিদের বৈঠকে বসার কথা ছিল। বিশেষ কারণে তা বাতিল করতে হয়। তবে ক্লাব এই সপ্তাহের মধ্যেই আলোচনায় বসতে চাইছে। শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত কথাবার্তার পাশাপাশি কেন এতদিনের বেতন বাকি, বিনিয়োগকারীদের কাছে তার কৈফিয়ত চাইতে পারেন সাদা-কালো কর্তারা। এমনকি ক্লাবের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে শ্রাচীকে নিয়ে কর্তারা বেশ বিরক্ত। আগামী মরশুমের জন্য বিকল্প ভাবনাও তৈরি রাখতে চাইছেন তাঁরা।

## কন্যা সন্তানের বাবা রাহুল

**ভাইজাগ, ২৪ মার্চ :** খুশির খবর লোকেশ রাহুল-আথিয়ার সংসারে। সোমবার কন্যা সন্তানের জন্ম দেন রাহুলের স্ত্রী আথিয়া। স্ত্রীর পাশে থাকতেই আইপিএলে সোমবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচে ছিলেন না রাহুল। পরে নিজেই সামাজিক মাধ্যমে বাবা হওয়ার খবর তিনি জানান।

## জিতে শুরু মোহনবাগানের

**মুম্বই, ২৪ মার্চ :** জয় দিয়ে ডেভেলপমেন্ট লিগে জাতীয় পর্যায়ে অভিযান শুরু করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-কে ২-১ গোলে হারাল তারা। প্রথমার্ধের শেষদিকে ফ্রি কিক থেকে বাগানকে এগিয়ে দেন শিবাজিৎ সিং। ৫৬ মিনিটে তামাং দোরজি পাসাংয়ের ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে ভিয়ান মুর্গদ।

## শীর্ষস্থানে ডায়মন্ড

**কলকাতা, ২৪ মার্চ :** আই লিগ টু-র দ্বিতীয় ডিভিশনে শীর্ষস্থান ধরে রাখল ডায়মন্ড হারবার। সোমবার তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে ট্রাউকে। ডায়মন্ডের হয়ে গোল করেন নরহরি শ্রেষ্ঠা ও শাইবরলাং খারপান। ১১ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে খেতাবের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেল কিবু ভিকুনার ছেলেরা।

# আশুতোষের জবাবে ম্লান পুরান-মার্শও

*লখনউ সুপার জায়েন্টসের মুঠো থেকে ম্যাচ কেড়ে উচ্ছ্বাস আশুতোষ শর্মার।*

**লখনউ সুপার জায়েন্টস-২০৯/৮**
**দিল্লি ক্যাপিটালস-২১১/৯ (১৯.৩ ওভারে)**

**ভাইজাগ, ২৪ মার্চ :** একার ব্যাটে ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেওয়ার একাধিক গল্প আছে আইপিএল ইতিহাসে। আনক্যাপড ক্রিকেটারকেও নায়ক হতে দেখেছে মেগা লিগ। সেই তালিকায় সোমবার নতুন সংযোজন আশুতোষ শর্মা। ৩১ বলে তাঁর অপরাজিত ৬৬ রানের ইনিংসে লখনউ সুপার জায়েন্টসের মুঠোয় চলে যাওয়া ম্যাচ দিল্লি ক্যাপিটালস ১ উইকেটে জিতে নেয়।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে আশুতোষ যখন মাঠে নামছেন তখন লখনউয়ের দেওয়া ২১০ রানের টার্গেটের জবাবে দিল্লি ৬.৪ ওভারে দাঁড়িয়ে ৬৫/৫ স্কোরে। ফিরে গিয়েছেন ফাফ ডুপ্লেসি (২৯) সহ দিল্লির টপ অর্ডারের প্রায় সব বড় নামই। আশুতোষকে কিছুটা সঙ্গ দেওয়ার পর আউট ট্রিস্টান স্টাবসও (৩৪)। সেখান থেকে এদিনই আইপিএল অভিষেক ঘটানো বিপরাজ নিগমকে (১৫ বলে ৩৯) নিয়ে ঋষভ পন্থদের মনে ভয় ধরিয়ে দেন আশুতোষ। ১৯.৩ ওভারে ছক্কা হাঁকিয়ে যা সত্যি করে তোলেন তিনিই। তবে লখনউ যে তারপরও জয়ের সুযোগ পায়নি বলা যাবে না। শেষ ওভারে শাহবাজ আহমেদের বোলিংয়ে দিল্লির ১১ নম্বর ব্যাটার মোহিত শর্মার স্টাম্পিং ফসকে নিজের দলের কবর খোঁড়েন খোদ পন্থ।

এর আগে নিকোলাস পুরান (৩০ বলে ৭৫) ও মিচেল মার্শের (৩৬ বলে ৭২) বিস্ফোরক ইনিংসে ভর করে লখনউ ৮ উইকেটে ২০৯ রানে পৌঁছায়। অবশ্য একটা সময় আরও অনেক বেশি রানের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল তারা। কিন্তু তাঁদের পরে একমাত্র ডেভিড মিলার (অপরাজিত ২৭) ছাড়া কেউ রান না পাওয়ায় লখনউ প্রত্যাশিত জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। আইপিএল প্রত্যাবর্তনে শূন্য রানে ফেরেন শার্দূল ঠাকুর। যদিও বল হাতে সেই খামতি ঢেকে প্রথম ওভারেই শার্দূল (১৯/২) তুলে নেন জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (১) ও অভিষেক পোড়েলকে (০)। যদিও তারপরও তাঁকে কোটার বাকি থাকা দুই ওভার না করিয়ে ঋষভের অনামি প্রিন্স যাদবদের (৪৭/০) ব্যবহার ম্যাচের ফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

# মাঠেই হৃদরোগে আক্রান্ত তামিম

**ঢাকা, ২৪ মার্চ :** ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার তামিম ইকবাল। সোমবার মহমেডানের হয়ে শাইনপুকুরের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। টসের পরেই বুকে ব্যথা শুরু হওয়ায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে তামিমকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে ওঠার আগেই জ্ঞান হারান প্রাক্তন বাংলাদেশ অধিনায়ক। ফলে ঝুঁকি না নিয়ে পুনরায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতালে প্রথমে তামিমকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। মেডিকেল পরীক্ষায় দেখা যায় তাঁর হৃদযন্ত্রে একটা সমস্যা রয়েছে। সেইজন্য দ্রুত অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। আপাতত ৪৮ ঘণ্টা চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে থাকবেন তামিম। বাংলাদেশ তারকার চিকিৎসক রাজীব বলেছেন, 'বিপদ পুরোপুরি কাটেনি। তামিম চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে রয়েছেন। আশা করছি, তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন।' বাংলাদেশের প্রাক্তন ওপেনারকে দেখতে হাসপাতালে এসেছিলেন মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, মেহেদি হাসান মিরাজের মতো ক্রিকেটাররা। এছাড়াও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসও তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন। তামিমের সুস্থতা কামনা করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স সহ সারা বিশ্বের ক্রিকেট মহল। বাংলাদেশ ফুটবল দলও এদিন শিলংয়ের মাঠে তামিমের দ্রুত আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা করে।

*হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে তামিম ইকবালকে।*

## এনসিসি-তে হার আলিপুরদুয়ারের

**আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ :** এনসিসি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সোমবার থেকে শুরু হল বীরভূমের সিউড়িতে। প্রথম ম্যাচে ঝাড়গ্রামের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে আলিপুরদুয়ার জেলা দল। আলিপুরদুয়ার টসে জিতে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৮ রান করে। স্বপন বর্মন ৪১ ও সুজিত মালি ২২ রান করেন। ঝাড়গ্রাম ১৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দেবী প্রসাদ রায় ১৪ রানে ৪ উইকেট নেয়। ২৬ মার্চ আলিপুরদুয়ার নামবে কম্বাইন্ড একাদশের বিরুদ্ধে।

## জয়ী ডুয়ার্স, আরএসএ

**ফালাকাটা, ২৪ মার্চ :** সুভাষ কলোনি স্পোর্টিং ক্লাব ও ফালাকাটা ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ক্রিকেট শুরু হল সোমবার। প্রথম খেলায় ফালাকাটা ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৭ উইকেটে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা ওয়াসিম এস রবার্ট। পরের ম্যাচে আরএসএ ক্রিকেট কোচিং ক্লাব ১০০ রানে শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারায়। সৌম্যজিৎ চৌধুরী হয়েছেন ম্যাচের সেরা।

## সপ্তপর্ণীজের ৫ সোনা

**আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ :** দ্বিতীয় ওপেন স্টেট ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ গতকাল শেষ হল দিনহাটায়। সেখানে আলিপুরদুয়ারের সপ্তপর্ণীজ ক্যারাটে অ্যাকাডেমির ৯ জন অংশ নেয়। সপ্তপর্ণীজের শিক্ষার্থীরা জিতেছে ৫টি সোনা, ৪টি রুপো এবং ৬টি ব্রোঞ্জ পদক।

## আন্তঃস্কুল ক্রিকেট শুরু কাল

**আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ স্কুল টি২০ ক্রিকেট অরবিন্দনগর মাঠে শুরু হবে বুধবার থেকে। অংশ নেবে ৬টি দল। প্রথমে ম্যাচে খেলবে আলিপুরদুয়ার হাইস্কুল ও টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল। দ্বিতীয় ম্যাচে ম্যাকউইলিয়াম হাইস্কুলের প্রতিপক্ষ পিএমশ্রী কেভি।

## জিতল ২০১৭

**কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ মার্চ :** কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে ২০১৭ ব্যাচ ৭৮ রানে হারিয়েছে ২০১৯ ব্যাচকে। ২০১৭ প্রথমে ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৪ রান তোলে। ২০১৯ জবাবে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে আটকে যায় ১০৬ রানে। ৩১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ২০১৭ ব্যাচের হিরণ্ময় বিশ্বাস।

## কিষানের ৬৬

**আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ :** এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও আলিপুরদুয়ার জংশনের রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ডুয়ার্স কাপ ক্রিকেটে রবিবার রাতে টিআরডি ৪০ রানে হারিয়েছে এস অ্যান্ড টি দলকে। জংশন ডিআরএসসি মাঠে টিআরডি প্রথমে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা কিষান চৌধুরীর অবদান ৬৬ রান। অক্ষয় মজুমদার ২২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এস অ্যান্ড টি ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ৬৩ রানে আটক যায়। ধীরাজের অবদান ২৮ রান।

পরের ম্যাচে ইঞ্জিনিয়ারিং ৮ উইকেটে জয় পায় পার্সোনাল দলের বিরুদ্ধে। পার্সোনাল টসে জিতে প্রথমে ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৫৭ রান করে। লাল্টু সরকার রেখে এসেছেন ২০ রান। নেহালের শিকার ১২ রানে ৩ উইকেট। জবাবে ইঞ্জিনিয়ারিং ৪.৫ ওভারে ২ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। পাপন দাস ২২ রান করেন। পাপ্পু কুমার ৫ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট।

তৃতীয় ম্যাচে কমার্শিয়াল ১০ উইকেটে হারায় কনস্ট্রাকশনকে। কনস্ট্রাকশন টসে জিতে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে তোলে ৫৭ রান। মনোজ করেন ২৪ রান। ম্যাচের সেরা পঙ্কজ শা ১৪ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে কমার্শিয়াল ৫.১ ওভারে বিনা উইকেটে ৬৩ রান তুলে নেয়। সঞ্জু ওঝার অবদান ৩৬ রান।